	রক্ষণাবেক্ষণ খরচ	থোক	১২.০০		১২.০০
উপমোট ঃ সরবরাহ সেবা			**২২৬.৫৬**		২২৫.৪৭
মোট রাজস্ব ব্যয় ঃ			**৩১৪.৫৬**		৩১০.১৯
	মুলধন ব্যয়				০.০০
ক)	**যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র**				
	অফিস ভবন	থোক	১.৮৫		১.৮৫
	ডাবল কেবিন পিকআপ(সিডিভ্যাট, ট্যাক্স, রেজিষ্টেশন ইত্যাদি)	২ টি	১০১.০০	১টি	১০১.০০
	মিনি বাস (সিডিভ্যাট, ট্যাক্স, রেজিষ্টেশন ইত্যাদি)	২ টি	১৪৪.০০		১৪৩.৯৯
	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের জন্য ক্যামেরা	১টি	০.২৫		০.২৫
	অফিস এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.০০		৪৯.৯৯
	খামার যন্ত্রপাতি	থোক	৩৪.৯৮		৩৪.৯৩
	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	থোক	১৬.০০		১৫.৯৮
	লাইব্রেরী আসবাবপত্র	থোক	২৫.০০		২৫.০০
	আসবাবপত্র	থোক	২০৭.৬০		২০৭.৬০
	অন্যান্য	থোক	৫.০০		৪.৯৯
উপমোট ঃ (যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র)			**৫৮৫.৬৮**		৫৮৫.৫৮
খ) সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়					০.০০
১	জমি ক্রয় বাঞ্ছারামপুর	৮ একর	৮৭২.১৬		৮৭২.১৬
২	জমি বন্দোবস্ত মানিকগঞ্জ	৭.১৬ একর	৬৬.৫৫		৪৭.৯৩
৩	ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বাঞ্ছারামপুর	৪৫১২৮ কিউ. মি.	৯৮.০০		৯৮.০০
৪	ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মানিকগঞ্জ	৪১৪৪৪ কিউ. মি.	১৮৮.২০		১৮৮.১৯
৫	পুকুর খনন বাঞ্ছারামপুর	থোক	৫.০০		৫.০০
৬	পুকুর খনন মানিকগঞ্জ	থোক	৫.০০		৫.০০
৭	বাঞ্ছারামপুরে ঘাটসহ বসার ব্যবস্থা	থোক	১০.০০		১০.০০
৮	মানিকগঞ্জে ঘাটসহ বসার ব্যবস্থা	থোক	১০.০০		১০.০০
৯	সোলার প্যানেল স্থাপন	২	১৬.০০		১৬.০০
	মোট:(সম্পদ সংগ্রহ /ক্রয়)		**১২৭০.৯১**		১২৫২.২৮
গ) নির্মাণ ও পূর্ত					০.০০
১	৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ বাঞ্ছারামপুর	২০০০ বঃমিঃ	৪৯৮.২২	২০০০ বঃমিঃ	৪৯৮.২২
২	৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ মানিকগঞ্জ	২০০০ বঃমিঃ	৪৮৯.৮২	২০০০ বঃমিঃ	৪৮৯.৮২
৩	৩ তলা অফিসার্স ডরমেটরী বাঞ্ছারামপুর	৯৯৯ বঃমিঃ	২৭০.৩০	৯৯৯ বঃমিঃ	২৭০.৩০
৪	৩ তলা অফিসার্স ডরমেটরী	৯৯৯	২৬৮.২৪	৯৯৯	২৬৮.২৩

	মানিকগঞ্জ	বঃমিঃ		বঃমিঃ	
৫	২ তলা ষ্টাফ ডরমেটরী নির্মাণ বাঞ্ছারামপুর	৬৬৬ বঃমিঃ	১৮৬.২৯	৬৬৬ বঃমিঃ	১৮৬.২৯
৬	২ তলা ষ্টাফ ডরমেটরী নির্মাণ মানিকগঞ্জ	৬৬৬ বঃমিঃ	১৯১.৬৭	৬৬৬ বঃমিঃ	১৯১.৬৭
৭	৪ তলা বয়েজ হোষ্টেল নির্মাণ বাঞ্ছারামপুর	২০০০ বঃমিঃ	৪৯৮.৮৫	২০০০ বঃমিঃ	৪৯৮.৮৫
৮	৪ তলা বয়েজ হোষ্টেল নির্মাণ মানিকগঞ্জ	২০০০ বঃমিঃ	৪৭৭.৬৫	২০০০ বঃমিঃ	৪৭৭.৫৭
৯	৩ তলা গালর্স হোষ্টেল নির্মাণ বাঞ্ছারামপুর	৭৫০ বঃমিঃ	২২৪.২১	৭৫০ বঃমিঃ	২২৪.২১
১০	৩ তলা গালর্স হোষ্টেল নির্মাণ মানিকগঞ্জ	৭৫০ বঃমিঃ	২২০.৪৫	৭৫০ বঃমিঃ	২২০.৪৫
১১	২ তলা কৃষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাঞ্ছারামপুর	২৪৬ বঃমিঃ	৬৮.৮৫	২৪৬ বঃমিঃ	৬৮.৮৫
১২	২ তলা কৃষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট মানিকগঞ্জ	২৪৬ বঃমিঃ	৬৭.১৯	২৪৬ বঃমিঃ	৬৭.১৮
১৩	ইন্টারনাল আরসিসি রোড	২০০০ বঃমিঃ	৫০.৩৮	২০০০ বঃমিঃ	৫০.৩২
১৪	বাহ্যিক বিদ্যুতায়ন ,সংযোগ খরচ,২৫০ কেভিএ সাব ষ্টেশন, সাব ষ্টেশন হাউজ, রাস্ৰার লাইটসহ অন্যান্য	থোক	১৫১.০০	থোক	১৫০.৯১
১৫	মোটর ও পাম্পহাউজসহ গভীর নলকুপ স্থাপন	২টি	৬৮.৪০	২টি	৬৮.৪০
১৬	প্রধান ফটক	২টি	২০.০০		১৯.৯৭
১৭	অভ্যন্তরীণ বিল্ডিং পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০
১৮	ভূ-গর্ভস্থ রিজার্ভার (মোটরসহ)	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৯৯
১৯	সেচ নালা তৈরী,মাষ্টার ড্রেন এবং চারটি অগভীর নলকুপ (ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল)	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
২০	থ্রেসিং ফ্লোর, সেড ও মাঠ অফিস	১৮৬ বঃমিঃ	২৭.৬০	১৮৬ বঃমিঃ	২৭.৬০
২১	যন্ত্রপাতির সেড এবং গ্যারেজ	১০০ বঃমিঃ	১৪.৮০	১০০ বঃমিঃ	১৪.৭৯
২২	গরু এবং হাঁস-মুরগীর সেড	৮০ বঃমিঃ	১১.৮৪	৮০ বঃমিঃ	১১.৮১
২৩	বারবেড ওয়ার ও বাউন্ডারী দেয়াল	১৬৩৫ রাঃমিঃ	২৫০.৮০	১৬৩৫ রাঃমিঃ	২৫০.৭৭
	মোট নির্মাণ ও পূর্ত ব্যয় ঃ		**৪১০৯.৫৬**		৪১০৯.২০
মোট মূলধন ব্যয় (ক +খ+গ)			**৫৯৬৬.১৫**		৫৯৪৭.০৬
	মোট(রাজস্ব ব্যয়+ মূলধন ব্যয়)		**৬২৮০.৭১**		৬২৫৭.২৫
ফিজিক্যাল কনটিজেন্সী			০.০০		০.০০
প্রাইসকনটিজেন্সী			**৫৫.০৬**		০.০০
সর্বমোট ব্যয়			**৬৩৩৫.৭৭**		৬২৫৭.২৫

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন। (সমাপ্ত: জুন/২০১৮)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত **৮, ডিসেম্বর ১১-২০১৮** তারিখ রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ , নওগাঁ ও নাটোর জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবা য়িত "কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন , পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ -পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদিঃ

১.১ প্রকল্পের নাম ঃ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)।

১.২ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

১.৩ নির্বাহী সংস্থা ঃ বরেন্দ্র বুহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)

১.৪ প্রকল্পের অবস্থান ঃ

জেলা	উপজেলা	সংখ্যা
রাজশাহী	গোদাগাড়ী, তানোর, পবা, মোহনপুর, বাগমারা, পুঠিয়া, দূগাপুর, চারঘাট ও বাঘা ।	০৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, নাচোল, গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট ।	০৫
নওগাঁ	নওগাঁ সদর, মহাদেবপুর, বদলগাছি, সাপাহার, নিয়ামতপুর, পোরশা, রাণীনগর, আত্রাই, ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মান্দা।	১১
নাটোর	নাটোর সদর, সিংড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, বাগাতিপাড়া ও লালপুর ।	০৬
পাবনা	পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গড়া, ফরিদপুর, সুজানগর, সাথিয়া ও বেড়া।	০৯
বগুড়া	সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি।	০২
	মোট =	৪২

১.৫ বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর/২০১০ হতে জুন/২০১৮

১.৬ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ অনুমোদিত

১.৭ অর্থায়নের উৎস ঃ জিওবি অর্থায়নে

১.৮	অনুমোদিত মেয়াদ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি
	ক) মূল মেয়াদ ও ব্যয়	ঃ	১২/১০/২০১০	অক্টোবর, ২০১০ - জুন, ২০১৩		২৯৯৮০.০০	
	খ) ১ম সংশোধিত মেয়াদ ও ব্যয়	ঃ	১৭/০৬/২০১৩	অক্টোবর, ২০১০ - জুন, ২০১৬	+ ৩ বছর (১০৯.০৯%)	৩১৬৬৩.৩৪	+ ১৬৮৩.৩৪ (৫.৬১%)
	গ) ২য় সংশোধিত মেয়াদ ও ব্যয়	ঃ	১২/০৭/২০১৬	অক্টোবর, ২০১০ - জুন, ২০১৮	+ ৫ বছর ১৮১.৮১%	৩৩৬৯৫.৬৯	+ ৩৭১৫.৬৯ (১২.৩৯%)

১.৯	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	ঃ	(ক) ৪২০ কিঃমিঃ সংযোগ সড়ক নির্মাণ, (খ) ৭৪৪ কিঃমিঃ নির্মিত ও নির্মিতব্য সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (গ) বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ১০৮ টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (ঘ) ৩.৬৬ লক্ষ বনজ ও ফলজ বৃক্ষ রোপণ এবং (ঙ) ২ টি দপ্তর ভবন (১১১৫.২৪ ব.মি.) নির্মাণ

১.১০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ঃ ৩৩৬৮৩.৮৮ লক্ষ টাকা বা ৯৯.৯৬%

০২। পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমের রাজশাহী. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুর হয়। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম চালু হবার ফলে উক্ত এলাকায় ব্যাপক কৃষি উৎপাদন হতে থাকে। পর্যাপ্ত যোগাযোগের অভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও পচনশীল দ্রব্যাদি দ্রত বাজারজাত করতে না পারায় কৃষক ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত "বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন" (১ম ও ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় ১৯৮৫ হতে ১৯৯৫ পর্যন্ত বিটুমিনাস সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বরেন্দ্র এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০/০৬/২০০৭ তারিখে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের ৫৮তম বোর্ড সভায় সংযোগ সড়ক নির্মাণের ধারাবাহিকতায় আরো সংযোগ সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বরেন্দ্র এলাকার ৫ জেলার ৪০ উপজেলায় ১০ কিঃমিঃ হিসাবে ৪০০ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণের জন্য ২৯৯.৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়। পরবর্তীতে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্বিতীয় সংশোধনীতে বগুড়া জেলার সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি উপজেলা যুক্ত করে ৬ জেলার ৪২ উপজেলায় ১০ কিঃমিঃ হিসাবে ৪২০ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণের জন্য ৩৩৬৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়।

০৩| উদ্দেশ্য ঃ

ক) রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা ও বগুড়া জেলার ৪২ টি উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলকে সংযোগ সড়ক ও সেতু/কালভার্ট নির্মানের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ নেট ওয়ার্কের আওতায় আনা;

খ) প্রকল্প এলাকার কৃষি ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম তরান্বিত করণসহ উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সহজ বাজারজাতকরণ ও কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান;

গ) প্রকল্প এলাকার মরুকরণ রোধে নিমিত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়ন।

ঘ) স্বল্প মেয়াদে প্রকল্পের নিমা ণ ও রক্ষনাবেক্ষণ কায ক্রম বাস্তবায়ন ও দীঘ মেয়াদে প্রকল্প এলাকার জনসাধারনের কম সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠির আথ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

০৪| প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি ২৯৯.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্ত্বায়নের জন্য ১২/১০/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের কিছু অংশের কাজ পরিবর্তন এবং এলজিইডি'র নির্মাণ কাজের দর পরিবর্তনের কারণে ৩১৬.৬৩৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন,২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৭/০৬/১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে বগুড়া জেলার সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি এ দু'টি উপজেলা যুক্ত হওয়ায় এবং এ দু 'টি উপজেলার ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রকল্প ব্যয় ২০.৩২৩৫ কোটি টাকা হিসাবে মোট প্রকল্প ব্যয় ৩৩৬৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ এবং প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অর্থাৎ ২ বছর বৃদ্ধি করে ২য় সংশোধন ১২-০৭-২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০৫| অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি			ব্যয়		
	মুল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
২০১০-১১	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০		১৫০০.০০	১৫০০.০০		১৫০০.০০
২০১১-১২	১৫০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০		১৩০০.০০	১৩০০.০০		১৩০০.০০
২০১২-১৩	২০০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০		২৮০০.০০	২৮০০.০০		২৮০০.০০
২০১৩-১৪	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০		৫৫০০.০০	৫৪৯৯.০০		৫৪৯৯.০০

অর্থ বছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি			ব্যয়		
	মুল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
২০১৪-১৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০		৬৫০০.০০	৬৪৯৯.৭৫		৬৪৯৯.৭৫
২০১৫-১৬	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০		৯০০০.০০	৮৯৯৯.৭০		৮৯৯৯.৭০
২০১৬-১৭	৫০৬৪.০০	৫৫৬৪.০০	৫৫৬৪.০০		৫৫৬৪.০০	৫৫৬৩.৭৮		৫৫৬৩.৭৮
২০১৭-১৮	১৫২১.০০	১৫২২.০০	১৫২২.০০		১৫২২.০০	১৫২১.৬৫		১৫২১.৬৫
মোট	৩২৫৮৫.০০	৩৩৬৮৬.০০	৩৩৬৮৬.০০	০	৩৩৬৮৬.০০	৩৩৬৮৩.৮৮	০	৩৩৬৮৩.৮৮

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয় ৩৩৬৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত পর্যন্ত আরএডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৩৩৬৮৬.০০ টাকা। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৩৬৮৩.৮৮ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৯৬%। অর্থাৎ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৬%।

০৬। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের বিভিন্ন অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

অংগের বিবরণ	সর্বশেষ (২য় সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
রাজস্ব ঃ				
১। সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিজাইন	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০
২। সম্মানী/ফি	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
৩। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	১০.০০	থোক	০০.০০
৪। কন্টিনজেন্সী/অফিস ব্যয়	থোক	৫৬.০০	থোক	৫৬.০০
৫। রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত (যানবাহন/যন্ত্রপাতি)	১১ টি	১৫.০০	১১ টি	১৫.০০
৬। গ্রামীণ সড়ক মেরামত	৭৪৪ কিঃমিঃ	১৪৯২.২৫	৭৪৪ কিঃমিঃ	১৪৯২.০০
উপমোট রাজস্ব =		১৬০০.২৫		১৫৯০.০০
মূলধন ঃ				
৭। গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ	৪২০ কিঃমিঃ	২৬৭৩২.৮৫	৪২০ কিঃমিঃ	২৬৭৩২.৪১
৮। মাটি ভরাট	১৮.৪৭ লক্ষ ঘন মিঃ	১৩৩০.৭৬	১৮.৪৭ লক্ষ ঘন মিঃ	১৩৩০.৭৬
৯। সারফেস ড্রেন	৮৩০০ মিঃ	২১৬.১০	৮৩০০ মিঃ	২১৫.৮৮
১০। রিটেইনিং ওয়াল	১৪৩৯৫ মিঃ	১৪৬৯.০৬	১৪৩৯৫ মিঃ	১৪৬৯.০৬
১১। ক্রস-ড্রেন	৪১৭ টি	৪২৪.০৭	৪১৭ টি	৪২৪.০৭
১২। ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	১০৮ টি (৩৮২ মিঃ)	১২৯৯.৯০	১০৮ টি (৩৮২ মিঃ)	১২৯৯.৫৫
১৩। অফিস ভবন নির্মাণ	২ টি (১২০০০ বঃফুট)	১৯০.৭০	২ টি (১২০০০ বঃফুট)	১৯০.৭০
১৪। যানবাহন (জীপ-১টি, পিকআপ-৪টি, মোটর সাইকেল-২০ টি) ক্রয়	থোক	১৮০.০০	থোক	১৮০.০০
১৫। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়	থোক	৭.৫২	থোক	৭.৫২
১৬। কম্পিউটার, সফটওয়্যার ক্রয়	থোক	২.৪৮	থোক	২.৪৮
১৭। আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
১৮। বনায়ন (বনজ-৩.১৪ লক্ষ, ফলজ-০.৫২ লক্ষ)	৩.৬৬ লক্ষ	২৩৫.০০	৩.৬৬ লক্ষ	২৩৪.৪৫
উপমোট মূলধন =		৩২০৯৫.৪৪		৩২০৯৩.৮৮
সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)=		৩৩৬৯৫.৬৯		৩৩৬৮৩.৮৮

০৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৮| প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	কার্যকাল	দায়িত্বের ধরণ
ড. প্রকৌঃ মোঃ আবুল কাসেম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন।	পূর্ণকালীন।

০৯| মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি'র প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- **PEC** সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তাব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও সাধারণ কৃষকের সাথে আলোচনা|

গ. প্রকল্পের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ঃ

আইএমই বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন ০৮-১১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পটির বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ড. প্রকৌঃ মোঃ আবুল কাসেম, একই প্রকল্পে কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রফিকুল হাসান, রাজশাহী রিজিয়ন ও নাটোর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুল হক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ রিজিয়ন এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, নওগাঁ রিজিয়ন-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সমসের আলী, নওগাঁ রিজিয়ন-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল মালেক চৌধুরী, তানোর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, পুঠিয়া জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সেলিম রেজা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, নিয়ামতপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সাপাহার জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইন্তেখাফ আলম, পোরশা জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম ও বড়াইগ্রাম জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করেন ।

১০| প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

আলোচ্য প্রকল্পে জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৪২০ কিঃমিঃ সড়ক কার্পেটিং, ৭৪৪ কিঃমিঃ সড়ক মেরামত, ১০৮ টি কালভার্ট, ৩.৬৬ লক্ষ ফলদ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ সম্পন্ন হয়েছে। নিম্নবর্নিত সড়কগুলি পরিদর্শন পর এটা নিশ্চিত হয়েছে যে, সড়কগুলি প্রতিনিয়ত কৃষিপণ্য পরিবহণসহ যোগাযোগের কাজে জনগণের ব্যাপক ব্যবহারে এসেছে।

১০.১| রাজশাহী, **জেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকাঃ**

প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলায় সড়ক নির্মাণ, সড়ক মেরামত, মাটি ভরাট, কালভার্ট©, রিটেইনিং ওয়াল, ক্রস-ড্রেন, সারফেস ড্রেন ও বৃক্ষরোপণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে (বিস্তারিত নিম্নের টেবিলে উপস্থাপন করা হল)|

টেবিলঃ রাজশাহী জেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	৯০.০০ কিঃমিঃ	৫৭২৮.৩৭
০২	সড়ক মেরামত	২৯২.৯৫ কিঃমিঃ	৫৮৭.৪৭
০৩	মাটি ভরাট	৩৫৯৪৮২.৬৩ ঘঃ মিঃ	২৫৯.০১
০৪	কালভার্ট নির্মাণ	১৯ টি (৬০.৫৫ মিঃ)	২০৫.৯৯
০৫	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২৬৬৬ মিঃ	২৭২.০৭
০৬	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	৮৮ টি	৮৯.৪৯
০৭	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১৫৪৯.০০ মিঃ	৪০.২৯
০৮	বৃক্ষা রোপণ (বনজ- ২৬৫০০ টি, ফলদ-৪৯৫০ টি)	৩১৪৫০ টি	২০.৬৩
		মোট =	৭২০৩.৩২

পরিদর্শনকালে রাজশাহী জেলায় নিম্নলিখিত স্কীমসমূহ পরিদর্শন করা হয়।

১০.১.১। পলাশী কাশিমবাজার ইউজেডআর মানিককন্যা ভায়া নবনবী পর্যন্ত্ম সড়ক (তানোর উপজেলা, রাজশাহী)ঃ

রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার **পলাশী কাশিমবাজার ইউজেডআর মানিককন্যা ভায়া নবনবী পর্যন্ত্ম** সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য ৫.০০ কিঃমিঃ। সড়কটির কার্পেটিং পর্যন্ত্ম কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সড়কটির বর্তমান অবস্থা ভাল রেয়েছে মর্মে দেখা যায়। সড়কের পেভমেন্টের উভয় পার্শ্বে সোল্ডার থাকায় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সড়ক ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাবে। তাছাড়া কালভার্ট নির্মাণের ফলে সহজেই মাঠের পানি সড়কের উভয় পার্শ্বে স্থানান্ত্মর হতে পারছে। সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি পারাপারের জন্য ক্রসড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটির পার্শ্বে পুকুর থাকায় পুকুর পাড়ের সড়ক রক্ষার জন্য ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এ স্কিমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	৫.০০ কিঃমিঃ	৩১৮.২৪
০২	মাটি ভরাট	২০২৫৬.৭৫ ঘঃ মিঃ	১৪.৫৯
০৩	কালভার্ট নির্মাণ	১ টি (১.৯০ মিঃ)	৬.৪৬
০৪	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১৫০.০০ মিঃ	১৫.৩১
০৫	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	৩ টি	৩.০৫
		মোট =	৩৫৭.৬৫

পরিদর্শনকালে তানোর উপজেলার নবনবীর মোড়ে উপস্থিত জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক , সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার (টেলিফোন নং-**০১৭৩৫১২৩৩২৩**), জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান , প্রধান শিক্ষক, সরং হাই স্কুল, (টেলিফোন নং-**০১৭১৯৬১২৬১৩**), জনাব মোঃ তৈয়বুর রহমান , ডিপ কলের ম্যানেজার (টেলিফোন নং -**০১৭৪৫১৯৯৫৭২**), জনাব মোঃ ওমর ফারুক (টেলিফোন নং -**০১৭২৩৭৭১৪৭৫**), জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া স্কুল, (টেলিফোন নং-**০১৯৩৭৯৭০৫২৪**), জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, মোঃ মোতাল্লিব, পল্লী চিকিৎসক (টেলিফোন নং -**০১৭১৩৭২৪১৯১**), জনাব মোঃ আবদুর রশিদ , জনাব মোঃ ওসমান খান (টেলিফোন নং -**০১৭২৯৮০০৯৮৯**), জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম , ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার (টেলিফোন নং-**০১৭২৮০৫০৭১৪**) জানান যে, বরেন্দ্র আমাদের অশীর্বাদ স্বরূপ, আগে এ অঞ্চলে একটি মাত্র ফসল (ধান) হত, ফলনও কম ছিল, বর্তমানে তিনটি ফসল হচ্ছে , বিঘা প্রতি ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তাটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় , মাঝে মাঝে রাস্তার উপরি ভাগের সিলকোট উঠে গেছে (চিত্র -১)। ফলে ছোট যানবাহনসমূহে চলাচলে ঝাঁকুনি লাগে।



চিত্র - ১ঃ পলাশী কাশিমবাজার ইউজেডআর মানিককন্যা ভায়া নবনবী পর্যন্ত্ম সড়ক



চিত্র – ২ঃ নবনবীর মোড়ে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময়।

স্থানীয় কৃষকগণ জানান **(চিত্র -২), কৃষি পন্য বাজারজাত করণে বরেন্দ্রের নির্মিত রাস্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নবনবীর** সড়কটি নির্মিত হওয়ায় বর্তমানে তাঁদের উৎপাদিত ফসলাদি সহজেই স্থানীয় হাটবাজার বা গ্রোথ সেন্টারে নিয়ে যেতে পারছেন এবং তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে, এলাকার ছেলে মেয়েরা সহজে স্কুল কলেজে যেতে পারছে বলে স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়। তবে তারা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নবনবীর মোড় থে কুন্দাইল পর্যন্ত ১.৮ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণের দাবী জানান।

১০.১.২। বাউসা ইউপি'র গেদুর বাড়ির মোড় হতে বাউসা টলটলিপাড়া হয়ে ওমরপুর হতে সাধুর বাড়ি পর্যন্ত সড়ক (বাঘা উপজেলা, রাজশাহী) ঃ

রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার **বাউসা ইউপি'র গেদুর বাড়ির মোড় হতে বাউসা টলটলিপাড়া হয়ে ওমরপুর হতে সাধুর বাড়িপর্যন্ত** সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য ২.৭০ কিঃমিঃ। সড়কটির কার্পেটিং পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক। সড়কের পেভমেন্টের উভয় পার্শ্বে সোল্ডার থাকায় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সড়ক ড়াতির হাত হতে রড়্গা পাবে। তাছাড়া কালভার্ট নির্মাণের ফলে সহজেই মাঠের পানি সড়কের উভয় পার্শ্বে স্থানান্তর হতে পারছে। সড়কটির পার্শ্বে পুকুর থাকায় পুকুর পাড়ের সড়ক রড়্গার জন্য ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি যাতে সড়কের উপরে এসে সড়ক ড়াতি গ্রস্থ না করতে পারে সেইজন্য সড়কের পার্শ্বে সারফেস ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। এ স্কিমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	২.৭০ কিঃমিঃ	১৭১.৮৫
০২	মাটি ভরাট	১৫৭২৬ ঘঃ মিঃ	১১.৩৩
০৩	কালভার্ট নির্মাণ	১ টি (৩.৫৫ মিঃ)	১২.০৮
০৪	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১০০.০০ মিঃ	১০.২১
০৫	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১৪০.০০ মিঃ	৩.৬৪
০৬	বৃড়্গা রোপণ (বনজ-১০০০ টি, ফলদ-৩৫০ টি)	১৩৫০ টি	১.০২
		মোট =	২১০.১৩

পরিদর্শনকালে বাঘা উপজেলার বাউসা গ্রামের গেদুর বাড়ির মোড়ে **উপস্থিত জনাব মোঃ সফিকুর রহমান , ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (টেলিফোন নং**-০১৭১২৯৯৮৩৬৮), **জনাব মোঃ ইনসার আলী মন্ডল (টেলিফোন নং**-০১৭৪১০৫৫১৪৯), **জনাব মোঃ মোজাফফর হোসেন (টেলিফোন নং**-০১৭১৪৭৬২৪৮৮), **জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (টেলিফোন নং**-০১৮২২৯৯৮৬২), **জনাব মোঃ হাইদার আলী (টেলিফোন নং**-০১৭১৯৫৩৩৭৫১), **জনাব মোঃ শাহিদুল আলম (বাবু) (টেলিফোন নং**-০১৭১৬৫০৮১৩৯), **জনাব মোঃ তহিদুল ইসলাম (টেলিফোন নং**-০১৭৮৮১৮৭৪০৫), **জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (টেলিফোন নং**-০১৭৭৩১১১৫৭৫), **মোছাঃ বৈশাখী খাতুন (টেলিফোন নং** -০১৭৮৮১৮৭৩৫৭), **জনাব মোঃ মাসুদ (টেলিফোন নং** -০১৭১০০৬১৩৩৭) **জানান যে , রাস্তা নির্মাণের পাশাপাশি** সড়কের দু'পার্শ্বে ফলদ ও বনজ বৃড়্গা রোপণ করা হয়েছে, যা পরিবেশের ভারসাম্য রড়্গার জন্য গুরম্নত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে **(চিত্র -৩)** । বিশেষতঃ বেড়ের বাড়ির মোড় হতে বাউসা রাস্তাটি নির্মানের ফলে সাদা মনের মানুষ পলান সরকারের স্থাপিত লাইব্রেরীর পাঠকদের যাতায়তের খুব সুবিধা হয়েছে। তবে বেড়ের বাড়ি থেকে ঝিনা রেলগেট পর্যন্ত (৩ কিঃমিঃ) এবং পলান সরকারের মোড় থেকে ঝিনা মিস্ত্রিপাড়া পর্যন্ত (১কিঃমিঃ) রাস্তা নির্মাণ করা অতীব জরুরী মর্মে তারা মতব্যক্ত করেন **(চিত্র -৪)** ।



চিত্র – ৩ঃ **বাউসা ইউপি 'র গেদুর বাড়ির মোড় হতে বাউসা টলটলিপাড়া হয়ে ওমরপুর হতে সাধুর বাড়িপর্যন্ত সড়ক**



চিত্র – ৪ঃ পলান সরকারের স্থাপিত লাইব্রেরীতে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময়।

১০.১.৩। বেড়ের বাড়ির মোড় হতে মুক্তিযোদ্ধা শুকচাঁদের বাড়ি হয়ে ঝিনা পাকা রাস্তা হয়ে হরিপুরপর্যন্ত সড়ক রাজশাহী) ঃ

রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার **বেড়ের বাড়ির মোড় হতে মুক্তিযোদ্ধা শুকচাঁদের বাড়ি হয়ে ঝিনা পাকা রাস্তা হয়ে হরিপুর পর্যন্ত** সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য ১.৯৯৫ কিঃমিঃ। সড়কটির কার্পেটিং পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক। সড়কের পেভমেন্টের উভয় পার্শ্বে সোল্ডার থাকায় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সড়ক ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাবে। সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি পারাপারের জন্য ক্রসড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে । তাছাড়া কালভার্ট নির্মাণের ফলে সহজেই মাঠের পানি সড়কের উভয় পার্শ্বে স্থানান্তর হতে পারছে। সড়কটির পার্শ্বে পুকুর থাকায় পুকুর পাড়ের সড়ক রক্ষার জন্য ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি যাতে সড়কের উপরে এসে সড়ক ক্ষতি গ্রস্ত না করতে পারে সেইজন্য সড়কের পার্শ্বে সারফেস ড্রেন নির্মাণ এবং সড়কের দু'পার্শ্বে ফলদ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। এ স্কিমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	১.৯৯৫ কিঃমিঃ	১২৬.৯৮
০২	মাটি ভরাট	১২৮৭৬ ঘঃ মিঃ	৯.২৮
০৩	কালভার্ট নির্মাণ	৩ টি (৯.০০ মিঃ)	৩০.৬২
০৪	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৫০.০০ মিঃ	৫.১০
০৫	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	৩ টি	৩.০৫
০৬	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১০০.০০ মিঃ	২.৬০
০৭	বৃক্ষ রোপণ (বনজ-৭০০০ টি, ফলদ-১০০০ টি)	৮০০০ টি	৪.৯৮
		মোট =	১৮২.৬১

পরিদর্শনকালে উপস্থিত সুবিধাভোগী জনাব আকবার হোসেন সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার(টেলিফোন নং-০১৭৮০৬৭১৯১৫), জনাব মোঃ জেকের আলী , শিক্ষক, হরিপুর হাই স্কুল (টেলিফোন নং-০১৭৬১৬৮৩২০২), জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন , প্রধান শিক্ষক, হরিপুর হাই স্কুল (টেলিফোন নং-০১৭২১২০৫৭৪৬), জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রভাষক, বাঙ্গাসা মহাবিদ্যালয়, (টেলিফোন নং-১৮৬৭৩৭৪৪), জনাব মোঃ ইয়াজ আলী (টেলিফোন নং -০১৭৩০১৯০৫৮৭), জনাব মোক্তার আলী (টেলিফোন নং -০১৭৪৭৩৮৪৭০৭), জনাব মোঃ আউর আলী (টেলিফোন নং -০১৭১৯৫৯০৭৩৩), জনাব আমানুল্লাহ আমান (টেলিফোন নং -০১৭২০৯৮২২৭৩), জনাব মসিউর রহমান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, হাবপুর ইউনিয়ন পরিষদ, (টেলিফোন নং-০১৭১০০৬১৩৫৭), জনাব মোঃ আশরাফ আলী মোল্লা (টেলিফোন নং-০১৭৬১০৫৭৯৩৫) জানান যে, বেড়ের বাড়ির হতে ঝিনা পাকা রাস্তা হয়ে হরিপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের ফলে এলকার ছেলে মেয়েদের স্কুলে যাতায়াত সহজ হয়েছে **(চিত্র -৫)**, এলাকার উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাত করণের সুবিধা হয়েছে এবং কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। এছাড়া রাস্তার উভয় পাশে বৃক্ষ রোপন করায় **পরি**বেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে মর্মে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।



চিত্র – ৫ঃ **বেড়ের বাড়ির মোড় হতে মুক্তিযোদ্ধা শুকচাঁদের বাড়ি হয়ে ঝিনা পাকা রাস্তা হয়ে হরিপুর পয ন্ত সড়কে হরিপুর হাইস্কুলের ছাত্রীদের বাইসাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাতায়াত**

১০.২। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকাঃ

প্রকল্পের আওতায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় সড়ক নির্মাণ, সড়ক মেরামত, মাটি ভরাট, কালভাট, রিটেইনিং ওয়াল, ক্রস-ড্রেন, সারফেস ড্রেন, বৃক্ষরোপণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে (বিস্তারিত নিম্নের টেবিলে উপস্থাপন করা হল)।

পরিদর্শনকালে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় নিম্নলিখিত স্কীমসমূহ পরিদর্শন করা হয় (স্কিমের বিস্তারিত বর্ণনা, ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সহ)

১০.২.১। ঝিলিম ইউপি'র অর্ন্তগত নবাবগঞ্জ-আমনুরা মহাসড়ক জামতলা হতে শ্যামনগরপর্যন্ত্ম সড়ক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার **ঝিলিম ইউপি'র অর্ন্ত্মগত নবাবগঞ্জ আমনুরা মহাসড়ক জামতলা হতে শ্যামনগর পর্যন্ত্ম** সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য ৪.৯০ কিঃমিঃ। সড়কটির কার্পেটিং পর্যন্ত্ম কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক। সড়কের পেভমেন্টের উভয় পার্শ্বে সোল্ডার থাকায় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সড়ক ড্রাতির হাত হতে রড়্গা পাবে। সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি পারাপারের জন্য ক্রসড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটির পার্শ্বে পুকর থাকায় পুকুর পাড়ের সড়ক রড়্গার জন্য ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া কালভার্ট নির্মাণের ফলে সহজেই মাঠের পানি সড়কের উভয় পার্শ্বে স্থানান্ত্মর হতে পারছে। এ স্কিমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	৪.৯০ কিঃমিঃ	৩১১.৮৮
০২	মাটি ভরাট	১১০১১.৭৫ ঘঃ মিঃ	৭.৯৩
০৩	কালভার্ট নির্মাণ	১ টি (১.৯০ মিঃ)	৬.৪৬
০৪	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১২২ মিঃ	১২.৪৫
০৫	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	৩ টি	৩.০৫
০৬	বৃড়্গা রোপণ (বনজ-১০০০ টি, ফলদ-১০০০ টি)	২০০০ টি	১.৯৯
		মোট =	৩৪৩.৭৬



চিত্র – ৬ঃ **জনাব আল হাজ সাজ্জাদ আলীর মিশ্র ফল বাগানে উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দের সাথে মতবিনিময়**



চিত্র – ৭ঃ ঝিলিম ইউপি 'র অর্ন্তগত নবাবগঞ্জ -আমনুরা মহাসড়ক জামতলা হতে শ্যামনগর পর্যন্ত্ম সড়ক

পরিদর্শনকালে আমনুরার জাম তলা শ্যাম নগর এলাকার মিশ্রফল বাগানে উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষক জনাব আল হাজ সাজ্জাদ আলী (টেলিফোন নং-০১৭৩৩১৩০৯৩৬), জনাব আঃ লতিফ, পাম্প অপারেটর (টেলিফোন নং-০১৭০৯৪৩৮২৫৫), জনাব আলমান আলী (টেলিফোন নং-০১৭৭৮৩৩২১৪৬), জনাব মোঃ আবদুল কলিম (টেলিফোন নং-০১৭১৩৭০১৫০৫), জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৩০৯২২১৯৩), জনাব মোঃ দুরুল হদা (টেলিফোন নং-০১৭২৭০৬৮০২৫), জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	৫০.০০ কিঃমিঃ	৩১৮২.৪৩
০২	সড়ক মেরামত	৫২.৬৭ কিঃমিঃ	৩০৬.১৬
০৩	মাটি ভরাট	১১০০৯৪.১৩ ঘঃ মিঃ	৭৯.৩২
০৪	কালভার্ট নির্মাণ	১৩ টি (৪১.০০ মিঃ)	১৩৯.৪৮
০৫	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১৫৭০ মিঃ	১৬০.২২
০৬	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	৫৪ টি	৫৪.৯২
০৭	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১৬৮১.০০ মিঃ	৪৩.৭২
০৮	বৃড়্গা রোপণ (বনজ-৫০০০ টি, ফলদ-২৩০০ টি)	৭৩০০ টি	৫.৯৪
		মোট =	৩৯৭২.১৯

(টেলিফোন নং-০১৭৩০৯৩৫১০৭), জনাব মোঃ আব্দুল সবুর (টেলিফোন নং-০১৭৩২৪৯৬৩৬৩), জনাব মোঃ বদর আলী (টেলিফোন নং-০১৭৮১৩৯৬৭৬১) জানান যে হয়েছে **(চিত্র -৬)** সড়কের দু'পার্শ্বে ফলদ ও বনজ বৃক্ষা রোপণ করা হয়েছে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। সড়কটি নির্মিত হওয়ায় তা ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত কৃষিপণ্য পরিবহনসহ যোগাযোগের কাজে জনগণের ব্যাপক ব্যবহারে এসেছে বলে উপস্থিত এলকাবাসী জানান। পরিদর্শনকালে দেখা যায়। রাস্তার উপরিভাগে কিছু কিছু অংশে শিলকোটে উঠে গেছে হয়েছে **(চিত্র -৭)।** ফলে যাতায়তের সময় যানবাহনে প্রচুর শব্দ ও ঝাঁকুনী হয়। ফলে যানবাহনে চলাচলকারী যাত্রীদের অসুবিধা হয় মর্মে জানা যায়। এ প্রসংগে প্রকল্প পরিচালক জানান যে , যাববাহনে নির্ধারিত ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা বহন করায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	১১০.০০ কিঃমিঃ	৭০০১.৩৫
০২	সড়ক মেরামত	২৯৮.৩৮ কিঃমিঃ	৫৯৮.৩৭
০৩	মাটি ভরাট	৩৯০৩২৩.৯৭ ঘঃ মিঃ	২৮১.২৩
০৪	কালভার্ট নির্মাণ	২৩ টি (৭৬.৩০ মিঃ)	২৫৯.৫৭
০৫	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৩৪৪০.৪০ মিঃ	৩৫১.১০
০৬	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	১০৬ টি	১০৭.৮০
০৭	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	২৬৪০ মিঃ	৬৮.৬৭
০৮	বৃক্ষা রোপণ (বনজ-৫৮৪০০ টি, ফলদ-১২৭০০ টি)	৭১১০০ টি	৪৮.১৩

গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেয়া হলো।

১০.৩। নওগাঁ জেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকাঃ

প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলায় সড়ক নির্মাণ, সড়ক মেরামত, মাটি ভরাট, কালভাট©, রিটেইনিং ওয়াল, ক্রস-ড্রেন, সারফেস ড্রেন, বৃক্ষরোপণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে (বিস্তারিত নিম্নের টেবিলে উপস্থাপন করা হল)।

টেবিলঃ নওগাঁ জেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা

পরিদর্শনকালে নওগাঁ জেলায় নিম্নলিখিত স্কীমসমূহ পরিদর্শন করা হয় ঃ

১০.৩.১। কৌচপাড়া মোড় (মিশন)-নিয়ামতপুর-শিবপুর রাস্তা ফতেপুর মোড় পর্যন্ত সড়ক (নিয়ামতপুর উপজেলা, জেলা - নওগাঁ) ঃ

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার **কৌচপাড়া মোড় (মিশন) নিয়ামতপুর শিবপুর রাস্তা ফতেপুর মোড় পর্যন্ত** সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য ১.৪০ কিঃমিঃ। সড়কটির কার্পেটিং পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	১.৪০ কিঃমিঃ	৮৯.১১
০২	বৃক্ষা রোপণ (বনজ-৩০০০ টি, ফলদ-৭০০ টি)	৩৭০০ টি	২.৫৫
০৩	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১০০.০০ মিঃ	১০.২১
		মোট =	১০১.৮৭

পরিদর্শনকালে উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭১৪৬৫৮৪৭৮), জনাব মোঃ মজিবুর রহমান (টেলিফোন নং-০১৭৩৬০৪৪১৮০), জনাব মতিন পান্না (টেলিফোন নং-০১৭০৪৭৩০৯৭৭), জনাব মোঃ সৈয়দ আলী, জনাব মোঃ



চিত্র –৮ঃ কোঁচপাড়া মোড় (মিশন)-নিয়ামতপুর-শিবপুর রাস্তার সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময়



চিত্র –৯ঃ কোঁচপাড়া মোড় (মিশন)-নিয়ামতপুর-শিবপুর রাস্তা ফতেপুর মোড় পর্যন্ত সড়ক

মান্নান, দিপালী রায়, জনাব মোঃ তুফা্নী, জনাব ররিয়া রায়, জনাব স্বপন রায় (টেলিফোন নং-০১৭৮১৫৫৬১৭৮), জনাব জিল্লুর রহমান জানান যে (চিত্র -৮), সড়কের দু'পার্শ্বে ফলদ ও বনজ বৃক্ষা রোপণ করা হয়েছে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গুরন্নত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। সড়কটি নির্মিত হওয়ায় বর্তমানে স্থানীয় কৃষকগণ তাঁদের উৎপাদিত ফসলাদি সহজেই স্থানীয় হাটবাজার বা গ্রোথ সেন্টারে নিয়ে যেতে পারছেন এবং তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন বলে স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে , রাস্তার কতিপয় স্থানে শোল্ডারে পর্যাপ্ত মাটি না থাকায় রাস্তার কিনারের কিছু কিছু অংশ ভেংগে গেছে **(চিত্র -৯)**। এ প্রসংগে প্রকল্প পরিচালককে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

১০.৩.২। বাইচন্ডি জিসি-বলদাহার-কামারধা-বরেন্দ্র স্কুল-ছাওড় বারিপুকুর পর্যন্ত্ম সড়ক (পোরশা উপজেলা, নওগাঁ) ঃ

নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার **বাইচন্ডি জিসি-বলদাহার-কামারধা-বরেন্দ্র স্কুল-ছাওড় বারিপুকুর পর্যন্ত্ম** সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য ২.৬০ কিঃমিঃ। সড়কটির কার্পেটিং পর্যন্ত্ম কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক। সড়কের পেভমেন্টের উভয় পার্শ্বে সোল্ডার থাকায় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সড়ক ড়াতির হাত হতে রড়্গা পাবে। সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি পারাপারের জন্য ক্রসড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটির পার্শ্বে পুকুর থাকায় পুকুর পাড়ের সড়ক রক্ষার জন্য ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	২.৬০ কিঃমিঃ	১৬৫.৪৯
০২	মাটি ভরাট	৮৭২১ ঘঃ মিঃ	৬.২৮
০৩	রিটেননিং ওয়াল নির্মাণ	১০০.০০ মিঃ	১০.২১
০৪	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	১ টি	১.০২
০৫	বৃক্ষা রোপণ (বনজ-১০০০ টি)	১০০০ টি	০.৫০
০৬	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	২০০ মিঃ	৫.২০
		মোট =	১৮৮.৭০

পরিদর্শনকালে পদলপাড়ার মোড়ে উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানান য়েআগে মাটির রাস্তা থাকায় বর্ষকালে পানি কাদায় তাদের চলাচলে খুবই কষ্ট হতো। সড়কটি নির্মিত হওয়ায় তা ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত কৃষিপণ্য পরিবহনসহ যোগাযোগের কাজে জনগণের ব্যাপক ব্যবহারে এসেছে। সড়কের দু'পার্শ্বে বনজ বৃক্ষা **যেমন- তালগাছ** (চিত্র –১০) রোপণ করা হয়েছে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গুরন্নত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে বলে উপস্থিত এলকাবাসী জানান।



চিত্র –১০ঃ বাইচন্ডি জিসি -বলদাহার-কামারধা-বরেন্দ্র স্কুল -ছাওড় বারিপুকুর পর্যন্ত সড়ক



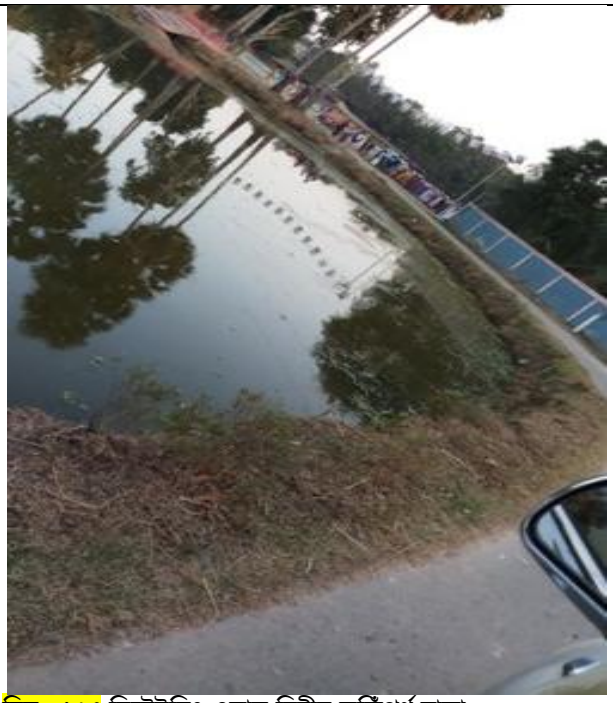
চিত্র –১১ঃ ভবানীপুর এইচবিবি রাস্তা হতে ছাতোয়া গুন্দইল ঘাট পর্যন্ত নির্মিত সড়কের রিটেননিং ওয়াল

১০.৩.৩। ভবানীপুর এইচবিবি রাস্তা হতে ছাতোয়া কাতকইল গ্রামের মধ্যদিয়ে গুন্দইল ঘাট পর্যন্ত সড়ক (পোরশা উপজেলা, নওগাঁ) ঃ

নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার **ভবানীপুর এইচবিবি হতে কাতকইল গ্রামের মধ্য দিয়ে গুন্দইল ঘাট পর্যন্ত** সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য ২.০০ কিঃমিঃ। সড়কটির কার্পেটিং পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটির কাজের মান আপাত দৃষ্টিতে ভাল রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে| সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি পারাপারের জন্য ক্রসড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটির পার্শ্বে পুকুর থাকায় পুকুর পাড়ের সড়ক রক্ষার জন্য ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র –১১)| এ স্কিমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	২.০০ কিঃমিঃ	১২৭.৩০
০২	মাটি ভরাট	৩৪৫১.০০ ঘঃ মিঃ	২.৪৯
০৩	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১০০.০০ মিঃ	১০.২১
০৪	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	০২ টি	২.০৩
০৫	বৃক্ষ রোপণ (বনজ-৪০০০ টি)	৪০০০ টি	২.০০
০৬	কালভার্ট নির্মাণ	০১ টি (৩.৫৫ মিঃ)	১২.০৮
		মোট =	১৫৬.১১

পরিদর্শনকালে পদলপাড়ার মোড়ে উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (টেলিফোন নং-০১৭১৪৫৫৯৮৮৯), বিউটি রানী, মিনাত রানী, বেনু রানী (টেলিফোন নং-০১৭২৭১৭৭২১৯), ভারতী রানী, আরতী, জনাব ভোলা নাথ সরকার (টেলিফোন নং-০১৭৬১৫৫৮৭২৬), জনাব মোফাজ্জেল মন্ডল (টেলিফোন নং-০১৭৯৬৮১০৪৯৫), জনাব মিলনদ হামদা (টেলিফোন নং-০১৭৭০৩৫১৮১২), জনাব দেলোয়ার হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭১৮১৭২৪৭৭), জনাব গোপাল হেমরন (টেলিফোন নং-০১৭৮২৯২৩৫৯৭), জনাব মোঃ গোলাম মোর্তজা (টেলিফোন নং-০১৭৪২০১৪০২২), জনাব জীতেন্দ্র নাথ মন্ডল (টেলিফোন নং-০১৭১৮৪৬২৬৮৫) জানান যে, সড়কের দু'পার্শ্বে বনজ বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। সড়কটি নির্মিত হওয়ায় বর্তমানে স্থানীয় কৃষকগণ তাঁদের উৎপাদিত ফসলাদি সহজেই স্থানীয় হাটবাজার বা গ্রোথ সেন্টারে নিয়ে যেতে পারছেন এবং তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন বলে স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়। স্থানীয় কৃষকবৃন্দ আরো জানান যে , ছাতোয়া কাতকইল হতে গুন্দইল ঘাট পর্যন্ত নির্মিত সড়কের পাশে ১০০.০০ মিঃ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হলেও রাস্তার পাশে আরো ৬টি পুকুর আছে। ঐ ৬টি পুকুরের পাশে রিটেইনং ওয়াল নির্মাণ না করায় রাস্তা ভেংগে যাবার ঝুকিতে রয়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র ১২)। স্থানীয় কৃষকবৃন্দ ঐ পুকুরের পাশে রিটেইনিং ওয়াল ও কুন্দলের ঘাট থেকে খোটাপাড়া পর্যন্ত ২.০০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণের দাবী জানান (চিত্র ১৩)।



চিত্র –১২ঃ রিটেইনিং ওয়াল বিহীন ঝুকিঁপূর্ণ রাস্তা



চিত্র –১৩ঃ ছাতোয়া কাতকইল হতে গুন্দইল ঘাট পর্যন্ত নির্মিত সড়কের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময়

১০.৩.৪। তিলনা ইউপি'র পদলপাড়া গ্রামের এলজিইডি পাকা রাস্তা হতে গোটপাড়া মাদ্রাসা হয়ে বরেন্দ্র পর্যন্ত সড়ক (সাপাহার উপজেলা, নওগাঁ) ঃ

নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার **তিলনা ইউপির পদলপাড়া গ্রামের এলজিইডি পাকা রাস্তা হতে গোটপাড়া মাদ্রাসা হয়ে বরেন্দ্র সড়ক পর্যন্ত** সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য ৪.৬০ কিঃমিঃ। সড়কটির কার্পেটিং পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি পারাপারের জন্য ক্রসড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া কালভার্ট নির্মাণের ফলে সহজেই মাঠের পানি সড়কের উভয় পার্শ্বে স্থানান্তর হতে পারছে। সড়কটির পার্শ্বে পুকুর থাকায় পুকুর পাড়ের সড়ক রক্ষার জন্য ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি যাতে সড়কের উপরে এসে সড়ক ক্ষতি গ্রস্থ না করতে পারে সেইজন্য সড়কের পার্শ্বে সারফেস ড্রেন নির্মাণ করা হয়। এ স্কিমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	৪.৬০ কিঃমিঃ	২৯২.৭৮
০২	মাটি ভরাট	৭৯৪৫.০০ ঘঃ মিঃ	৫.৭২
০৩	কালভার্ট নির্মাণ	০২ টি (৫.৪৫ মিঃ)	১৮.৫৪
০৪	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১০০.০০ মিঃ	১০.২১
০৫	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	০৬ টি	৬.১০
০৬	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	২০০.০০ মিঃ	৫.২০
		মোট =	৩৩৮.৫৫

পরিদর্শনকালে উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষক জনাব আবু বকর সিদ্দিক, জনাব আব্দুল হান্নান (টেলিফোন নং-০১৭৮৪৭৪৩৫৮১), জনাব মোঃ নূর আলম (টেলিফোন নং-০১৭৬৩০৭৫১৫৭), জনাব মোঃ এজাবুল হক (টেলিফোন নং-০১৭৬১৩০৩৮৮০), জনাব মোঃ আবুল ইসলাম (টেলিফোন নং -০১৭২৩১১৬৭৯৪), জনাব পরেশ উভাত (টেলিফোন নং -০১৭৩২৭১৬৬৯২), জনাব হারুন আর রশিদ (টেলিফোন নং-০১৭৭২৮৮৬১০২), জনাব ধীরেন দত্ত (টেলিফোন নং-০১৭৮২৯৬৫৭১৬), জনাব মোঃ শফি উদ্দীন (টেলিফোন নং-০১৭২৮৪৪৮৪৮১) জানান যে, সড়কটি নির্মিত হওয়ায় বর্তমানে স্থানীয় কৃষকগণ তাঁদের উৎপাদিত ফসলাদি সহজেই স্থানীয় হাটবাজার বা গ্রোথ সেন্টারে নিয়ে যেতে পারছেন এবং তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন বলে স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়। তবে, তারা গোটপাড়া হাইস্কুল থেকে নারায়নপুর পর্যন্ত ১ .০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ করা অতীব জরুরী মর্মে তারা মতব্যক্ত করেন।

১০.৪। নাটোর জেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকাঃ

প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলায় সড়ক নির্মাণ, মাটি ভরাট, কালভাট, রিটেইনিং ওয়াল, ক্রস-ড্রেন, সারফেস ড্রেন, বৃক্ষরোপণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে (বিস্তারিত নিম্নের টেবিলে উপস্থাপন করা হল)।

টেবিলঃ নাটোর জেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	৬০.০০ কিঃমিঃ	৩৮১৮.৯২
০২	মাটি ভরাট	৩৪০৯০৫.৪৮ ঘঃ মিঃ	২৪৫.৬২
০৩	কালভার্ট নির্মাণ	১৪ টি (৫৪.২৫ মিঃ)	১৮৪.৫৬
০৪	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১৩৯২ মিঃ	১৪২.০৬
০৫	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	৫৮ টি	৫৮.৯৮
০৬	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১০০০ মিঃ	২৬.০১
০৭	বৃক্ষা রোপণ (বনজ-৪৩৩৯১ টি, ফলদ-৭৭৪০ টি)	৫১১৩১ টি	৩৩.২৩
		মোট =	৪৫০৯.৩৮

পরিদর্শনকালে নাটোর জেলায় নিম্নলিখিত স্কীমসমূহ পরিদর্শন করা হয় ঃ

১০.৪.১। দিঘা বাজার থেকে বড়বড়িয়া রাস্তা সংলগ্ন মসজিদপর্যন্ত সড়ক (লালপুর উপজেলা, নাটোর) ঃ

নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার **দিঘা বাজার থেকে বড়বড়িয়া রাস্তা সংলগ্ন মসজিদ পর্যন্ত** সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। এ স্কিমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং-	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	সড়ক নির্মাণ	২.৯৫৩ কিঃমিঃ	১৮৭.৯৫
০২	মাটি ভরাট	১৪৩৩৫.০০ ঘঃ মিঃ	১০.৩৩
০৩	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০.০০ মিঃ	২.০৪
০৪	ক্রস-ড্রেন নির্মাণ	০১ টি	১.০২
০৫	বৃক্ষা রোপণ (বনজ-৪৮৭৩ টি, ফলদ-৮০০ টি)	৫৬৭৩ টি	৩.৬৩
		মোট =	২০৪.৯৭

সড়কটির দৈর্ঘ্য ২.৯৫৩ কিঃমিঃ। সড়কটির কার্পেটিং পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটির কাজের মান আপাত দৃষ্টিতে ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সড়কের পেভমেন্টের উভয় পার্শ্বে সোল্ডার থাকায় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সড়ক ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাবে। সড়কের পার্শ্বে বাড়ি-ঘরের পানি পারাপারের জন্য ক্রসড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটির পার্শ্বে পুকুর থাকায় পুকুর পাড়ের সড়ক রক্ষার জন্য ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭২৪০৮৪৪৭৭), জনাব মোঃ রেজাউল করিম (টেলিফোন নং -০১৭২০২৪৫২৫), জনাব মোঃ বজলুর রহমান (টেলিফোন নং -০১৭২৪৮৫৬৩৩৫), জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম (টেলিফোন নং -০১৭২৩৪৭৫৫৪১), জনাব মোঃ মোজাফফর হোসেন (টেলিফোন নং -০১৭১১৯১৩৫৬৫), জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭২৫৯৫৩৬৬৫), জনাব আবুল কাসেম (টেলিফোন নং-০১৭৩৫৭৫৬৬৭০), জনাব আল-হাজ কাসেম আলী (টেলিফোন নং -০১৭৩৪১৬৩১৯৮) জানান যে, সড়কটি নির্মিত হওয়ায় তা ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত কৃষিপণ্য পরিবহনসহ যোগাযোগের কাজে এসেছে **এবং** সড়কের দু'পার্শ্বে ফলজ ও বনজ বৃক্ষা রোপণ করা হয়েছে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। **তবে দিঘা বাজার থেকে জামরুলের বাড়ি হয়ে ফিরোজের মোড় পর্যন্ত ৩.০০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হলে এলাকার জনগণের যাতায়াত সহজতর হত এবং এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যপক উন্নয়ন হবে মর্মে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।**



চিত্র ১৪ঃ **দিঘা বাজার থেকে বড়বড়িয়া রাস্তা সংলগ্ন মসজিদ পর্যন্ত সড়ক**

ঘ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১) ফিডার/গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ- ৪২০ কি:মি:	৪২০ কি:মি:	
২) সড়ক মেরামত- ৭৪৪ কি:মি:	৭৪৪ কি:মি:	
৩) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ- ১০৮ টি	১০৮ টি	
৪) রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ-১৪৩৯৫ টি	১৪৩৯৫ টি	
৫) ক্রসড্রেন নির্মাণ- ৪১৭ টি	৪১৭ টি	
৬) সারফেস ড্রেন নির্মাণ- ৮৩০০ মি:	৮৩০০ মি:	
৭) বৃক্ষরোপন- ফলদ ০.৫২ লক্ষ, বনজ ৩.১৪ লক্ষ	ফলদ ০.৫২ লক্ষ, বনজ ৩.১৪ লক্ষ	
৮) অফিস ভবন নির্মাণ- ০২ টি	০২ টি	

১১। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন (পিসিআর মোতাবেক):

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর ও বগুড়া এই ৬ জেলার ৪২ টি উপজেলার প্রত্যন্তস্থ অঞ্চলকে ফিডার রোড ও ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা;	ক) ৪২০ কিঃমিঃ ফিডার রোড ও ১০৮ টি বিভিন্ন স্প্যানের কালভার্ট (২০ ফুট স্প্যানের ২৪টি, ১০ ফুট স্প্যানের ৪০টি, ৫ ফুট স্প্যানের ৪৪ টি) নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন হয়েছে;
খ) প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টিসহ উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সহজ বাজারজাতকরণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান;	খ) সড়ক ও এর অবকাঠামো অধিকতর ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখছে এবং প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজে বাজারজাতকরণ এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করনে সাহায্য করছে;
গ) এলাকার সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন। নির্মিত সড়কের উভয় পার্শ্বে অধিক সংখ্যক বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে মরন্নকরণ রোধ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য উন্নয়ন;	গ) পকল্প এলাকায় অধিকতর ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা হওয়ায় জনগণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে এবং মালামাল ও মানুষের পরিবহন খরচ কমে এসেছে। এছাড়াও প্রকল্প এলাকায় ৩.৬৬ লক্ষ ফলদ, বনজ ও ওষধি চারা রোপণ করা হয়েছে। প্রকল্পের বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রমের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং মরন্নকরণ রোধে অগ্রনী ভুমিকা রাখছে। তাছাড়া সড়কের ধারের দৃঢ়ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে;
ঘ) স্বল্প মেয়াদে প্রকল্পের নির্মাণ ও রক্ষাণাবেক্ষাণ কার্যক্রম বাস্ত্মবায়ন ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প এলাকার জনসাধারনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।	ঘ) স্বল্প মেয়াদে বেকার লোকজনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সড়ক নির্মাণ ও এর মেরামত কাজে স্থানীয় শ্রমিক প্রয়োজন হয়। ফিডার ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের ফলে দীর্ঘ মেয়াদে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিত হয়েছে।

সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসি আর

১২। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে।

১৩। অডিটঃ (পিসিআরএর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে)

১৩.১। অভ্যন্তরীণ অডিট

অডিট কাল	অডিট প্রতিবেদন জমার তারিখ	বড় পযবেক্ষণ/আপত্তিসমূহ	আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হয়েছে কি না
বছরে কমপেক্ষ ২ (দুই) বার	পরিদশনের ঠিক পরে	বড় কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি	ছোট ছোট উত্থাপিত আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে

১৩.২। এক্সটার্নাল অডিট (এজি অফিস হতে বাণিজ্যিক অডিট)

অডিট কাল	অডিট প্রতিবেদন জমার তারিখ	বড় পর্যবেক্ষণ/আপত্তিসমূহ	আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হয়েছে কি না
২০১০-২০১১	২৫.০৬.২০১২	বড় কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।	ইতোমধ্যে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি করা হয়েছে।
২০১১-২০১২	২০.০৬.২০১৩		
২০১২-২০১৩	২৯.০৪.২০১৪		
২০১৩-২০১৪	২৮.০৪.২০১৫		
২০১৪-২০১৫	২০.০৪.২০১৬		
২০১৫-২০১৬	০১.০৩.২০১৭		
২০১৬-২০১৭	০৩.০৪.২০১৮		
২০১৭-২০১৮	-		

ঙ. আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ

১৪। **আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ**	১৫। **আইএমইডি'র মতামত**
১৪.১। প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল অক্টোবর ২০১০ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত। ১ম সংশোধন মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর (১০৯.০৯%) এবং ২য় সংশোধনীতে ০৫ (পাঁচ) বছর অর্থাৎ মূল মেয়াদে (১৮১.৮১%) সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। বার বার প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে । তিন বছরের জন্য গৃহীত সমাপ্ত হতে হতে আট বছর সময় লেগেছে। প্রকল্প এলাকার জনগণ ৫ বছর প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে । সুতরাং প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্ত হলে এলাকাবাসী অধিকতর সুবিধা পেত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তারা অধিকতর অবদান রাখতে পারত মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ ১.৮);	১৫.১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অনুমোদিত সময় প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায় এবং প্রকল্পের উ দ্দেশ্য যতাযথভাবে অর্জন করা যায় (অনুচ্ছেদ ১.৮, ১৪.১);
১৪.২। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ২৯৯৮০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি দুই বার সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয় ১ম বার ১৬৮৩ .৩৪ (৫.৬১%) এবং ২য় বার লক্ষ ৩৭১৫.৬৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১২ .৩৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয় ৩৩৬৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত পর্যন্ত আরএডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৩৩৬৮৬.০০ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৩৬৮৩.৮৮ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৯৬% (অনুচ্ছেদ ১.৮, ১.১০);	১৫.২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অনুমোদিত ব্যয়ে প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায় এবং প্রকল্পের উ দ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জন করা যায় (অনুচ্ছেদ ১.৮, ১.১০, ১৪.২.২);।
১৪.৩। রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার পলাশী কাশিমবাজার ইউজেডআর মানিককন্যা ভায়া নবনবী পর্যন্ত রাস্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ঝিলিম ইউপি'র অন্তর্গত নবাবগঞ্জ আমনুরা মহাসড়ক জামতলা হতে শ্যামনগর পর্যন্ত নির্মিত রাস্তার কতিপয় অংশে রাস্তার উপরিভাগের সিলকোট উঠে যাওয়ায় যানবাহনে শব্দ হয় ও ঝাঁকুনি লাগে । ফলে জনগণের চলাচল বিঘ্নিত হয় মর্মে এলাকাবাসী জানায় (অনুচ্ছেদ ১০.১.১, ১০.২.১,);	১৫.৩। রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার পলাশী কাশিমবাজার ইউজেডআর মানিককন্যা ভায়া নবনবী পর্যন্ত রাস্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ঝিলিম ইউপি'র অন্তর্গত নবাবগঞ্জ আমনুরা মহাসড়ক জামতলা হতে শ্যামনগর পর্যন্ত নির্মিত রাস্তার উপরিভাগের সিলকোট উঠে যাওয়া সিলকোট মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.১.১, ১০.২.১, ১৪.৩);
১৪.৪। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার কোঁচপাড়া মোড় (মিশন) নিয়ামতপুর শিবপুর রাস্তা ফতেপুর মোড় পর্যন্ত সড়কটির সোল্ডারে পর্যাপ্ত মাটি না থাকায় কিছু কিছু	১৫.৪। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার কোঁচপাড়া মোড় (মিশন) নিয়ামতপুর শিবপুর রাস্তা ফতেপুর মোড় পর্যন্ত সড়কটির সোল্ডার , স্লোপ ও রাস্তার ভেংগে যাওয়া

অংশ ভেংগে গেছে মর্মে দেখা যায় (অনুচ্ছেদঃ ১০.৩.১);	অংশসমূহ মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদঃ ১০.৩.১, ১৪.৪);
১৪.৫। নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার ভবানীপুর এইচবিবি হতে কাতকইল গ্রামের মধ্য দিয়ে গুন্দইল ঘাট পর্যন্ত সড়কটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় , ছাতোয়া কাতকইল হতে গুন্দইল ঘাট পর্যন্ত নির্মিত সড়কের পাশে ১০০ .০০ মিঃ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হইয়েছে। তবে , ঐ রাস্তার পাশে আরো ৬টি পুকুর আছে এবং ঐ ৬টি পুকুরের পাশে রিটেইনং ওয়াল নির্মাণ না করায় রাস্তা ভেংগে যাবার ঝুকিতে রয়েছে মর্মে দেখা যায় করা হয় (অনুচ্ছেদঃ ১০.৩.৩);	১৫.৫। নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার ভবানীপুর এইচবিবি হতে কাতকইল গ্রামের মধ্য দিয়ে গুন্দইল ঘাট **পর্যন্ত** সড়কটির পাশে অবস্থিত পুকুরসমূহের ভাঙ্গনের ঝুঁকি থেকে রাস্তাটি রক্ষার জন্য পুকুরের পাশে রিটেইনং ওয়াল নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদঃ ১০.৩.১, ১৪.৫);
	১৫.৬। **কৃষি মন্ত্রণালয়** অনুচ্ছেদ ১৫.১ - ১৫.৫ এর উপর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমই বিভাগকে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে অবহিত করবে।

“রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন” প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন,২০১৮)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত ১৯-২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত “রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন ” প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ - পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদিঃ

১.১ প্রকল্পের নাম ঃ “রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প ”।

১.২ **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

১.৩ নির্বাহী সংস্থা ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

১.৪ প্রকল্পের অবস্থান ঃ

জেলা	উপজেলা	সংখ্যা
রাজশাহী	গোদাগাড়ী, তানোর, পবা, মোহনপুর, বাগমারা, দুর্গাপুর, পুঠিয়া, বাঘা, চারঘাট।	০৯ টি
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট।	০৫ টি
নওগাঁ	বদলগাছি, মান্দা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ, রাণীনগর, আত্রাই, মহাদেবপুর,পত্নীতলা, ধামুইরহাট, সাপাহার, পোরশা।	১১ টি
	মোট =	২৫

১.৫ অর্থায়নের উৎস ঃ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত

১.৬	অনুমোদিত মেয়াদ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি
	ক) মূল মেয়াদ ও ব্যয়	ঃ	০৪/০২/২০১৪	ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত		৭৭২৪.৯০	
	খ) সংশোধিত মেয়াদ ও ব্যয়	ঃ	২১/১২/২০১৭	ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ - হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত	+ ৬ মাস	৭৭২৪.৯০	অপরিবর্তিত

১.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ঃ ক) মালামাল সংগ্রহ পূর্বক ৬০০-টি অকেজো গভীর নলকূপ উত্তোলন ও পুনঃ স্থাপন।
খ) ২৫ টি ডাটা লগার ক্রয় এবং স্থাপন।

১.৮ ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ঃ আর্থিক অগ্রগতিঃ ৭৬২২.৫৭ লক্ষ টাকা বা ৯৮.৬৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

০২। পটভূমিঃ

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার বরেন্দ্র অঞ্চলে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৯৭০-১৯৯১ সাল পর্যন্ত ১৯২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) গঠনের পর থেকে স্থাপিত নলকূপ সমূহ বিএমডিএ কর্তৃক পরিচালিত হতে থাকে। বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত এবং পরবর্তীতে বিএমডিএ কর্তৃক পরিচালিত ৩০-৪০ বছরের পুরনো এসব নলকূপে প্রতিনিয়ত নানা ধরণের সমস্যা যেমন: ফিল্টার ব্লক হওয়া, ফিল্টার ও হাউজিং পাইপ নষ্ট হওয়ায় বালি পাথর নির্গত হওয়া এবং ডিসচার্জ কমে যাওয়া, পাম্প নষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে চলমান সেচ কার্যক্রম ব্যহত হতে থাকে। গভীর নলকূপের চলমান সেচ ব্যবস্থাপনা যাতে বিঘ্নিত না হয় সে লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে স্থাপিত পুরাতন ১৯২০টি গভীর নলকূপের মধ্য হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০০ টি গভীর নলকূপ জরুরী ভিত্তিতে পুনর্বাসনের জন্য উল্লেখিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব হবে এবং বছরে প্রায় ১.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হবে। এ প্রকল্পটি মোট ৭৭.২৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪/০২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায়

অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২১/১২/২০১৭ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত হিসাবে ৭৭.২৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

০৩। উদ্দেশ্যঃ

ক) পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা অব্যাহত রাখা;
খ) প্রায় ১৮০০০ হেক্টর জমিতে বর্তমান সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
গ) প্রতিবছর প্রায় ১.৫৩ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করা;
ঘ) ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিয়মিত মনিটরিং করা;
ঙ) প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

০৪। প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি ৭৭.২৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪/০২/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটিতে মালামাল সংগ্রহ পূর্বক ৬০০টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন এবং ২৫ টি ডাটা লগার ক্রয় এবং স্থাপনের সংস্থান ছিল। ব্যয় ও কার্যক্রম অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২১/১২/২০১৭ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের সংশোধন অনুমোদিত হয়।

০৫। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তক এডিপি বরাদ্দ অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি			ব্যয়		
	মুল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
২০১৩-১৪	০.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০		২৪৭.০০	২৪৬.৮৫		২৪৬.৮৫
২০১৪-১৫	১৫০০.০০	২২৮৭.০০	২২৮৭.০০		২২৮৭.০০	২২৮৬.৪২		২২৮৬.৪২
২০১৫-১৬	২৪০০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০		২৪০০.০০	২৪০০.০০		২৪০০.০০
২০১৬-১৭	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০		২০০০.০০	১৯৯৯.৯৩		১৯৯৯.৯৩
২০১৭-১৮	৭৯১.০০	৬৯২.০০	৬৮৯.৩৭		৬৮৯.৩৭	৬৮৯.৩৭		৬৮৯.৩৭
মোট	৬৬৯১.০০	৭৬২৬.০০	৭৬২৩.৩৭	০	৭৬২৩.৩৭	৭৬২২.৫৭	০	৭৬২২.৫৭

"রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয় ৭৭২৪.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৬২২.৫৭ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৮.৬৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান অবমুক্ত অব্যয়িত ০.৮০ লক্ষ টাকা চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছ।

০৬। ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের বিভিন্ন অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	সর্বশেষ (সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	ভ্রমণ ব্যয়	লট	১০.০০	লট	১০.০০
২	টেলিফোন	লট	২.০০	লট	১.৮০
৩	বিদ্যুৎ	লট	৫.০০	লট	৪.৯৯
৪	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	লট	৮.০০	লট	৮.০০
৫	ষ্টেশনারী, সীল ও ষ্ট্যাম্প	লট	২.০০	লট	২.০০
৬	প্রচার ও বিজ্ঞাপণ	লট	৪.০০	লট	৪.০০
৭	অনিয়মিত শ্রমিক	লট	৩.০০	লট	৩.০০
৮	সম্মানি/মূল্যায়ন	লট	৩.০০	লট	৩.০০
৯	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	লট	৮.০০	লট	৮.০০

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	সর্বশেষ (সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১০	কম্পিউটার সামগ্রী	লট	২.০০	লট	২.০০
১১	অন্যান্য ব্যয়	লট	৫.০০	লট	৫.০০
১২	যানবাহন ও আসবাবপত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (টি)	২০	২০.০০	২০	২০.০০
উপমোট (রাজস্ব) =			**৭২.০০**		**৭১.৭৯**
১৩	১০ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ক্রয় (সেট)	৪০০	৮০০.০০	৪০০	৭৯৯.৫০
১৪	এম এস হাউজিং পাইপ ক্রয় (মিটার)	১৬২০০	৯৭২.০০	১৬২০০	৯৭১.৩৯
১৫	এস এস স্ট্রেইনার ক্রয় (মিটার)	১৬৮০০	১২৬০.০০	১৬৮০০	১২৫৯.৩৫
১৬	এম এস কলাম পাইপ ক্রয় (টি)	৪৮০০	৩১২.০০	৪৮০০	৩১১.৫০
১৭	সাবমারসিবল পাম্প ক্রয় (সেট)	৬০০	১২০০.০০	৬০০	১১৯৯.৮৫
১৮	গ্রাউন্ড ওয়াটার ডাটা লগার ক্রয় (সেট)	২৫	৩৭.৫০	২৫	৩৭.৫০
১৯	কম্পিউটার (ল্যাপটপ) ক্রয় (টি)	২	১.৪০	২	১.৪০
২০	ফটোকপিয়ার ক্রয় (টি)	১	২.৫০	১	২.৫০
	নির্মাণ কাজ				
২১	অকেজো গভীর নলকূপ উত্তোলন, পুনঃ স্থাপন, কশিশনিং ও পাম্প ঘর নির্মাণ (টি)	৬০০	২৮০০.০০	৬০০	২৭৯৮.৭৯
২২	গ্রাউন্ড ওয়াটার ডাটা লগার স্থাপন (সেট)	২৫	৭.৫০	২৫	৯.০০
২৩	বৈদ্যুতিক লাইন ও পাইপ লাইন নির্মাণ (অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ও অন্যান্য মালামালসহ) (টি)	৪০০	১৬০.০০	৪০০	১৬০.০০
উপমোট (মূলধন)=			**৭৫৫২.৯০**		**৭৫৫০.৭৮**
মূল্য কন্টিজেন্সী			**১০০.০০**		**০.০০**
সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন+মূল্য কন্টিজেন্সী)=			**৭৭২৪.৯০**	**(১০০%)**	**৭৬২২.৫৭ (৯৮.৬৮%)**

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ব্যয় ৭৭২৪.৯০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে রাজস্ব ব্যয় **৭২.০০ লক্ষ টাকা, মূলধন ব্যয়** ৭৫৫২.৯০ লক্ষ টাকা **এবং** প্রাইজ কন্টিজেন্সী ১০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদান্তে খরচ হয়েছে ৭৬২২ .৫৭ টাকা (রাজস্ব-**৭১.৭৯** লক্ষ টাকা, মূলধন -৭৫৫০.৭৮ লক্ষ টাকা এবং প্রাইজ কন্টিজেন্সী ১০০.০০ লক্ষ টাকা); যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৮.৬৮%। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম হল ৬০০ টি অকেজো গভীর নলকূপ উত্তোলন ও পুনঃ স্থাপন, ৬০০ টি পাম্প ঘর নির্মাণ, ২৫ সেট গ্রাউন্ড ওয়াটার ডাটা লগার স্থাপন, ৪০০সেট ১০ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ক্রয় ইত্যাদি (বিস্তারিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট –ক -তে সন্নিবেসিত করা হয়েছে)।

০৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের **সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।**

০৮। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	কার্যকাল	দায়িত্বের ধরণ
মোঃ আব্দুল লতিফ	নির্বাহী প্রকৌশলী	প্রকল্পের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন।	পূর্ণকালীন

০৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;

- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি'র প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও সাধারণ কৃষকের সাথে আলোচনা।

গ. প্রকল্পের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন ১৯-২১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পটির বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, রাজশাহী রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরীফুল হক, নওগাঁ -১ রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সমসের আলী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোহনপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব জি এফ এম হাসনুল ইসলাম, তানোর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, গোদাগাড়ী-২ জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোস্তফিজুর রহমান, নিয়ামতপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মতিউর রহমান, মহাদেবপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, পত্নীতলা জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইন্তেখাফ আলম, সাপাহার জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রেজাউল করিম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব শাহ্ মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম এবং নাচোল জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব শাহ্ মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করেন।

১০। প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

পরিদর্শন কালে জানা যায়, বরেন্দ্রের আওতাভূক্ত বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে মোট **১৫৫১৭টি** গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। গভীর নলকূপগুলি স্থাপনের পর দীর্ঘদিন মেরামত না করায় অনেক নলকূপ অকেজ হয়ে যায় এবং পানির অভাবে এলাকার কৃষিকাজ দারুনভাবে বিঘ্নিত হয়। তন্মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৬০০টি অকেজো/ত্রুটিযুক্ত পুরাতন গভীর নলকূপ উত্তোলন পূর্বক প্রয়োজনীয় মালামাল সংযোজন করে পুনঃখনন করে পুনর্বাসন করা ৬০০টি সাবমারসিবল পাম্প ক্রয়, ৪০০ সেট ট্রান্সফরমার ক্রয়, ২৫টি অটোমেটিক ডাটালগার স্থাপন করা হয়েছে। ববিএমডিএ –এর কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , বর্তমানে আরও **১৫৩৫টি** নলকূপ জরুরীভাবে পুনর্বাসন এবং ৩৫২৫টি পাম্পঘর জরুরীভাবে পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত নলকূপ , জরূরীভাবে পুনর্বাসনযোগ্য গভীর নলকূপ ও পাম্পঘরের জেলাওয়ারী তথ্যাদি পরিশিষ্ট–খ -তে দেখানো হল।

১০.১। রাজশাহী জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী রাজশাহী জেলায় গভীর নলকূপের সংখ্যা ২৮৫৪**টি।** তন্মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২১৮টি অকেজো /ত্রুটিযুক্ত পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ৩৫০**টি** নলকূপ এবং ৪৩১ **টি** পাম্পঘর জরুরীভাবে জরুরীভাবে পুনর্বাসন /পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে। রাজশাহী জেলার নিম্নবর্ণিত পুনর্বাসিত গভীর নলকূপ ও স্থাপিত অটোমেটিক ডাটা লগার পরিদর্শন করা হয়ঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জে এল নং	দাগ নং
১।	রাজশাহী	মোহনপুর	বাকশিমুল	বিদ্যাধরপুর-২	১৩৬	৩২২
২।	রাজশাহী	মোহনপুর	ধুরইল	আমরাইল-২	৯৪	১৬৩০
৩।	রাজশাহী	মোহনপুর	ধুরইল	মহব্বতপুর-৫	৫৫	২১৩৯
৪।	রাজশাহী	তানোর	চান্দুড়িয়া	রাতইল	১২২	৬০৬
৫।	রাজশাহী	তানোর	চান্দুড়িয়া	বেলঘরিয়া	১১৮	১৩০
৬।	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	গোগ্রাম	আগলপুর-২	৩৬১	২৬০
৭।	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	গোগ্রাম	কমলাপুর-০৫	৩৪৩	১২২৯

১০.১.১। উপজেলাঃ মোহনপুর, মৌজাঃ বিদ্যাধরপুর-২, জেএল নং-১৩৬, দাগ নং-৩২২:

প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সহ গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপকারভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময়কালে জানা যায় আলোচ্য গভীর নলকূপটি ১৯৭৬ সালে তৎকালীন বিএডিসি'র প্রথম স্থাপন করে। পরবর্তীতে বিএডিএ এর তত্ত্বাবধান করে। নলকূপ স্থাপনের পর ২০ বছর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হলেও পরবর্তীতে ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় গভীর নলকূপ দিয়ে বালি পাথর নির্গত হওয়ার কারণে নলকূপটি কয়েক বছর বন্ধ ছিল। তখন পানির অভাবে কোন ফসল ফলানো সম্ভব হত না। প্রকল্পের আওতায় ২০১৫ সালে নষ্ট গভীর নলকূপটি উত্তোলন পূর্বক নতুনভাবে নলকূপটি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে নলকূপটির মোট গভীরতা ২১৫ ফুট। তন্মেধ্যে হাউজিং পাইপ ১৩০ ফুট এবং রিডিউসার ও ষ্ট্রেইনার ৮৫ ফুট। স্কীমের আওতায় বর্তমানে প্রায় ১৫০ বিঘা ধান ৫০/৬০ বিঘা আলু, অন্যান্য সব্জি ও পান চাষ হচ্ছে। এতে প্রায় ১১০-১১৫ জন কৃষক সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ শামসুল আলম (টেলিফোন নং-০১৭১০৩৫৯৩৯৪), জনাব মোঃ হাজেরুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৮২২৪৯৩১৩১), জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭০৯৪৪২৬৫৩), জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, জনাব মোঃ রাকিব (টেলিফোন নং-০১৭৮৮০৫২২৪৮), জনাব মোঃ ইসমাইল (টেলিফোন নং-০১৭৫১৪৫৭৬৫৯) সহ উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, বিএমডিএ প্রতি ঘন্টা ১২৫/= টাকা হারে সেচচার্জ আদায় করছে। বর্তমানে নলকূপের কোন ধরণের সমস্যা নেই। এখানে নতুনভাবে সাবমারসিবল পাম্প ও ট্রান্সফরমার সরবরাহ করা হয়েছে। তবে নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার দৈর্ঘ্য মাত্র ১০০০ মিঃ যা কৃষকদের চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার বাইরেও অনেক কৃষক কাঁচা (মাটির) নালার মাধ্যমে জমিতে সেচের পানি সরবরাহ করেন। ফলে পানির অনেক অপচয় হয় এবং সেচ খরচ ও বৃদ্ধি পায়। তারা সেচ নালার দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৩০০০ মিঃ করার অনুরোধ জানান। সেচ নালার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হলে ২৫০ বিঘা জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১০.১.২। উপজেলাঃ মোহনপুর, মৌজাঃ আমরাইল-২, জেএল নং-৯৪, দাগ নং-১৬৩০:

গভীর নলকূপটি পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও উপকারভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। আলোচনায় জানা যায়, ১৯৯০ সালের পূর্বে নলকূপটি স্থাপন করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন চলার পর ২০১৬ সালে নলকূপ দিয়ে পানির পরিমাণ একবারে কমে যাওয়ায় ২০১৭ সালে নতুনভাবে নলকূপটি স্থাপন করা হয়। জানা যায় নলকূপের মোট দৈর্ঘ্য ২২০ ফুট, তন্মধ্যে হাউজিং পাইপ ১৩০ ফুট, ষ্ট্রেইনার ৮০ ফুট, রিডিউসার ও ব্লেইল প্লাগ ১০ ফুট। নলকূপে নতুন ভাবে সাবমারসিবল পাম্প ও ট্রান্সফরমার সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষকদের সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায়, বর্তমানে স্কীমটিতে প্রায় ১৮০ বিঘা জমিতে ধান চাষ হয়েছে। ধানের জাতের মধ্যে আছে ব্রি-ধান-২৮ ও জিরা, স্কীমের আওতায় প্রায় ১১০-১২০ জন কৃষক রয়েছে। প্রতিটি জমিতে বছরে ৩টি করে ফসল চাষ হয়। বর্তমানে স্কীমটি ২০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা রয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ আনারুল ইসলমা (টেলিফোন নং-০১৭৩৭৩৪৭৭৬৪), জনাব মোঃ সেলিম, জনাব মোঃ জনি ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৫০৫১৭৯০৭) সহ অন্যান্য কৃষকবৃন্দ সেচনালার দৈর্ঘ্য আরো কমপক্ষে ১০০০ ফুট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন রয়েছে মর্মে জানায়। যে, কৃষকগণ জানান, বর্তমানে কোন সমস্যা নেই। সেচ নালার বাইরেও প্রায় ১০০ জন কৃষক কাঁচা নালা দিয়ে তাদের জমিতে সেচ দেয়। ফলে পানির অপচয় হয় ও কৃষকের সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। পার্শ্ববতী আমরাইল-৪ গভীর নলকূপে সমস্যা আছে। তারা উক্ত নলকূপটি প্রতিস্থাপনের দাবী জানায়।



চিত্র –১: মোহনপুর উপজেলার আমরাইল মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপের সেচের আওতাভূক্ত ধানক্ষেত



চিত্র –২: মোহনপুর উপজেলার মহববতপুর মৌজাইয় স্থাপিত গভীর নলকূপের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময়

১০.১.৩। উপজেলাঃ মোহনপুর, মৌজাঃ মহববতপুর-৫, জেএল নং-৫৫, দাগ নং-২১৩৯:

আলোচ্য গভীর নলকূপটি পরিদর্শনকালে উপকারভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। আলোচনায় জানা যায়, পুরাতন নলকূপটি ১৯৭৭-৭৮ সালে স্থাপন করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন চলার পর ২০১৪-১৫ সালে নলকূপটি বন্ধ হয়ে যায়। ১ (এক) বছর বন্ধ থাকায় স্কীমে কোন ফসল হত না। পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ সালে অকেজো নলকূপ উত্তোলন করে নতুনভাবে নলকূপটি স্থাপন করা হয়। নলকূপের মোট দৈর্ঘ্য ২২০ ফুট স্কীমটিতে নতুনভাবে সাবমারসিবল পাম্প ও ট্রান্সফরমার সহ যাবতীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়। স্কীমের আওতায় বর্তমানে ১৬০-১৮০ বিঘা জমিতে ধান চাষ এবং আরো প্রায় ২০-২৫ বিঘা জমিতে অন্যান্য ফসল উৎপাদিত

হচ্ছে। উপকারভোগী কৃষক প্রায় ১০০-১১৫ জন। প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ আব্বাস আলী (টেলিফোন নং-০১৭৮৬৯০৭৬১২), জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ (টেলিফোন নং-০১৭৪৬১০৮২৩৯), জনাব মোঃ সাহিন রানা (টেলিফোন নং-০১৭৬১৭৭৫১৯৮), জনাব মোঃ আব্দুল সেলিম (টেলিফোন নং-০১৭২০৯৬৬১০৮), জনাব মোঃ আব্দুল গফ্ফার (টেলিফোন নং-০১৭৩৪১৯৭০৫৬) সহ অন্যান্য কৃষকবৃন্দ জানান, নলকূপটিতে মাত্র ২০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা এবং প্রায় আরো ২০০০ ফুট কাঁচা নালা রয়েছে। কাঁচা নালা থাকায় পানির প্রচুর অপচয় হয়। তাই নালা পাকা করা প্রয়োজন। স্কীমটিতে বছরে ৩টি করে ফসল চাষাবাদ হচ্ছে। গভীর নলকূপের সাথে একটি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এতে করে গ্রামের ৮৫-১০০টি পরিবার সুপেয় খাবার পানি পান করতে পাচ্ছেন এবং মহিলারা ঘরের রান্নাবাড়ির কাজে এই বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করছে।

১০.১.৪| উপজেলাঃ তানোর, মৌজাঃ বেলঘরিয়া, জেএল নং-১১৮, দাগ নং-১৩০:

আলোচ্য গভীর নলকূপটি পরিদর্শনকালে উপকারভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। আলোচনায় জানা যায়, ১৯৭৪-৭৫ সালে বিএডিসি'র মাধ্যমে গভীর নলকূপটি স্থাপিত হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ গভীর নলকূপটি চলার পর ২০১৪-১৫ সালের দিকে প্রথমে বালি পাথর উঠে পরবর্তীতে পানির পরিমাণ কমে গিয়ে নলকূপটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে ২০১৬ সালে নলকূপ পুনঃখনন করা হয়। নলকূপটি ইনভার্টেড পদ্ধতিতে পুনঃখনন করা হয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ২১৪ ফুট। প্রকল্পের আওতায় পাম্প, ট্রান্সফরমারসহ যাবতীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে স্কীমে ধান, আলু, গম সহ অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হয়। স্কীমে প্রায় ২২০ বিঘা জমি চাষাবাদ হয়। কৃষক প্রায় ৬০-৭০ জন। বিঘা প্রতি সেচ খরচ প্রায় ৭০০-৮০০ টাকা। বিএমডিএ ঘন্টা প্রতি ১২৫/= টাকা সেচচার্জ নেয়। ২০০০ ফুট নালা আছে। পাম্প অপারেটর জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দিন (টেলিফোন নং-০১৭২৮৯৪৭৬৬০) সহ উপস্থিত কৃষকবৃন্দ সেচ নালার দৈর্ঘ্য আরো অন্ততঃ ১০০০ ফুট বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানান।

১০.১.৫| উপজেলাঃ তানোর, মৌজাঃ রাতৈল, জেএল নং-১২২, দাগ নং-৬০৬:

প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণসহ তানোর উপজেলার উল্লেখিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত প্রায় ১৫-২০ জন কৃষকের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময়কালে জানা যায়, পুরাতন নলকূপটি ১৯৯২ সালে স্থাপন করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন চলার পর ২০১৪-১৫ সালের দিকে পানি আস্তে আস্তে কমে গিয়ে একবারে বন্ধ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, স্ট্রেইনার এর স্লট (slot) আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এবং হাউজিং পাইপের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপটি পুনঃখনন পূর্বক পুনর্বাসন করা হয়। বর্তমানে ইনভার্টেড পদ্ধতিতে ২১৪ ফুট দৈর্ঘ্যের নলকূপটি স্থাপন করা হয়েছে। সাবমারসিবল পাম্প ও ট্রান্সফরমারসহ যাবতীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়। গভীর নলকূপটিতে বর্তমানে ১৬০-১৭০ বিঘা জমিতে বোরো ধান এবং প্রায় ৩০-৪০ বিঘা জমিতে অন্যান্য ফসল আবাদ হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ (জনাব মোঃ রেজাউল (টেলিফোন নং-০১৭৪০৯২১৮৮৭), জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, পাম্প অপারেটর (টেলিফোন নং-০১৭১৯৮৬৩৪৭৮), জনাব স্বীকৃত কুমার ঘোষ (টেলিফোন নং-০১৭২১৩৩৪৫২১), জনাব মোঃ সামিউল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৪২৭৭৪০৬৮), জনাব উৎপাল ঘোষ (টেলিফোন নং-০১৭১২৩৬৩৩০০), জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (টেলিফোন নং-০১৭৮১৯৬৪৫৮৯), জনাব মুকুল ঘোষ (টেলিফোন নং-০১৭১৯৭৯১০৯৭)) জানান, স্কীমের উপকারভোগী কৃষক প্রায় ৫০-৬০ জন। স্কীমে প্রতি বছর ৩টি করে ফসল চাষাবাদ হয়। গভীর নলকূপে বর্তমানে মাত্র ২০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা রয়েছে; যা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। সেচ নালার বাইরেও প্রায় ৫০ জন কৃষক ২০০০ -৩০০০ ফুট কাঁচা নালা দিয়ে প্রায় ১৫০ বিঘা জমিতে সেচ দেয়। ফলে পানির অপচয় হয় ও কৃষকের সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এলাকার জমি উচু নিচু হওয়ায় উচু জমিতে নালার মাধ্যমে পানি সরবরাহ করতে



চিত্র –৩: তানোর উপজেলার রাতৈল মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপের সেচের আওতাভূক্ত ধানক্ষেত



চিত্র –৪: গোদাগাড়ী উপজেলার কমলাপুর মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময়

১০.১.৬| উপজেলাঃ গোদাগাড়ী, মৌজাঃ কমলাপুর-০৫, জেএল নং-৩৪৩, দাগ নং-১২২৯:

সরজমিনে গভীর নলকূপের উপকারভো গীদের (জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম, পাম্প অপারেটর (টেলিফোন নং-০১৭১৮৬৮৯২৯২), জনাব মোঃ ওবাইদুর রহমান (টেলিফোন নং-০১৭৩৫১২২৯৩২), জনাব মোঃ স্বপন উল্লাহ (টেলিফোন নং-০১৭৮২৯১৭১৫৯), জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার, জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন (টেলিফোন নং-০১৮৪৬৬৭৮৮৫৩)) সাথে মতবিনিময় করা হয়। প্রায় ৩০-৪০ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। কৃষকগণ জানান, নলকূপটি প্রথম ২০০৫ সালে স্থাপন করা হয়। কয়েক বছর পানি সরবরাহ করার পর পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা আমন ধান ছাড়া কোন ফসলই উৎপাদন করতে পারেন নাই। আমন ধানও খরার কারণে বিঘা প্রতি ৪/৫ মণের বেশী ফলন হয় নাই। ২০১৭ সালে নলকূপটি পুনঃস্থাপন করার ফলে এখন প্রতিটি জমিতে ৩টি করে ফসল চাষ করা যাচ্ছে। স্কীমের আওতায় প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে ধান, গম, সরিষা, টমেটো, মসুর ইত্যাদি ফসল চাষ হয়। এতে প্রায় ৭০-৭৫ জন কৃষক উপকৃত হচ্ছে। গভীর নলকূপের সাথে একটি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এ থেকে প্রায় ১০০-১১০ টি পরিবার খাবার পানি গ্রহন করছে। গভীর নলকূপে ১ (এক) কিউসেক পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সেচচার্জ ঘন্টা প্রতি ১১০/= টাকা। বর্তমানে কোন সমস্যা নেই।

১০.১.৭| উপজেলাঃ গোদাগাড়ী, মৌজাঃ আগলপুর-২, জেএল নং-৩৬১, দাগ নং-২৬০:

প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণসহ বর্ণিত গভীর নলকূপটি সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময় কালে জানা যায়, পুরাতন নলকূপটি ১৯৮৭-৮৮ সালে স্থাপন করা হয়। দীর্ঘদিন চলার পর নলকূপের পানি আস্তে আস্তে কমে নলকূপটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে বিএমডিএ ডিটিআরপি প্রকল্পের আওতায় পুনঃখনন করে। নলকূপটি ইনভার্টেড পদ্ধতিতে খনন করা হয়েছে। মোট দৈর্ঘ্য ১৫৭ ফুট। নলকূপের আওতায় ১৭০-১৮০ বিঘা জমিতে ধান, গম, মসুর, টমেটো সহ বিভিন্ন ফসল চাষ হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত কৃষকবৃন্দ (জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আরাবী, পাম্প অপারেটর (টেলিফোন নং-০১৭৩৩২৯০৮৩৩), জনাব মোঃ আকতার আলী (টেলিফোন নং-০১৭৫৯৭৩৫৯৯৫), আলহাজ আব্দুল তাওয়াব (টেলিফোন নং-০১৭৩১৯১৩৫৭৫), জনাব আব্দুল বাকী (টেলিফোন নং-০১৭৪৯২৮৪৬০৬), জনাব মোঃ আমান উল্লাহ (টেলিফোন নং-০১৭১৩৯৪১২৬৪), জনাব মোঃ হযরত আলী (টেলিফোন নং-০১৭৫৫০২১৯৯৩)) জানায় বর্তমানে এই স্কিমের উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন এবং সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ২০০ বিঘা। আলোচনায় জানা যায়, গভীর নলকূপের পানি ছাড়া এখানে কোন ফসলই চাষাবাদ করা সম্ভব নয়। আগে প্রতি বিঘা জমিতে সেচ বাবদ প্রায় ৩০০০-৪০০০ টাকা খরচ হত। বর্তমানে বিঘা প্রতি খরচ পরে ১০০০ টাকা। কাজের মান সন্তোষজনক। বর্তমানে কোন সমস্যা নেই।

১০.২| নওগাঁ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী নওগাঁ জেলায় গভীর নলকূপের সংখ্যা ৪০৯৯ টি| তন্মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২৪৮ টি অকেজো /ত্রুটিযুক্ত পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ৪০০ টি নলকূপ এবং ৬২৯ টি পাম্পঘর জরুরীভাবে জরুরিভাবে পুনর্বাসন /পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে। **নওগাঁ** জেলার নিম্নবর্ণিত পুনর্বাসিত গভীর নলকূপ ও স্থাপিত অটোমেটিক ডাটা লগার পরিদর্শন করা হয়ঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জে এল নং	দাগ নং
৮|	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	বাহাদুরপুর	আদমপুর	৩০১	২৪
৯|	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	বাহাদুরপুর	মহিষো	৩১৪	৫৩
১০|	নওগাঁ	মহাদেবপুর	এনায়েতপুর	সুজাইল	৬৮	৩০৭
১১|	নওগাঁ	পত্নীতলা	কৃষ্ণপুর	জোতশংকর-১	১১০	১০৪
১২|	নওগাঁ	সাপাহার	শিরন্টী	পাড়াশৈল	৫২	৩১১

১০.২.১| উপজেলাঃ নিয়ামতপুর, মৌজাঃ আদমপুর, জেএল নং-৩০১, দাগ নং-২৪:

প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণসহ নওগাঁ জেলার উল্লেখিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপকারভোগী কৃষকদের (জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন (টেলিফোন নং-০১৭৩৯৪৬৬৫৯৯), জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (টেলিফোন নং-০১৭১০৯৪৬৬২৫), জনাব মোঃ কামরুজ্জামান (টেলিফোন নং-০১৭৭৯৫৪২০৮৯), জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৪১৪৩৩৩১০), জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (টেলিফোন নং-০১৭৩৩৪৮৩৫০৬), জনাব মোঃ ফাহিমা (টেলিফোন নং-০১৭৪২৭৬৭৭৩৪), জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (টেলিফোন নং-০১৭১৩৭৭৮৩৪৩)) সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় পুরাতন নলকূপটি ১৯৮৭-৮৮ সালে খনন করা হয়| দীর্ঘদিন চলার পর নলকূপের হাউজিং পাইপের দৈর্ঘ্য কম থাকায় এবং ফিল্টার চোকড আপ (বন্ধ) হওয়ায় পানির পরিমাণ কমে যায়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পুরাতন নলকূপ উত্তোলন করে নতুনভাবে নলকূপটি স্থাপন করা হয়। নলকূপটি ইনভার্টেড পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে | মোট দৈর্ঘ্য ১২৯ ফুট। নলকূপের গভীরতা কম

হওয়ার কারণ জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান উক্ত গভীরতার নীচে শুধু শক্ত কাদা ও পাথর কোন পানির স্তর নেই। তাই যেখানে বালির স্তর পাওয়া গেছে সেই পর্যন্তই নলকূপটি বসানো হয়েছে। গভীর নলকূপের আওতায় বর্তমানে প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে ধান চাষ করা হয়েছে। উপকারভোগী প্রায় ১৫০ জন। আমন মৌসুমে এই নলকূপ দ্বারা প্রায় ৩০০ বিঘা জমিতে সেচ দেয়া হয়। বিএমডিএ কর্তৃক প্রতি ঘন্টায় ১১০ /- টাকা সেচ চার্জ নেয়া হয়। ধান চাষ করতে বিঘা প্রতি খরচ হয় প্রায় ৭০০ -৮০০ টাকা। বর্তমানে গভীর নলকূপে ২০০০ ফুট ভূ -গর্ভস্থ সেচ নালা রয়েছে। কৃষকগণ নালা আরো ১০০০ ফুট বৃদ্ধির অনুরোধ করেন। পুনঃস্থাপিত নলকূপে সাবমারসিবল পাম্প, ট্রান্সফরমারসহ যাবতীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়। নলকূপে খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এ নলকূপের মাধ্যমে গ্রামের প্রায় ৭০ -৮০টি পরিবার বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে এ গভীর নলকূপের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকবৃন্দ উপকৃত হলেও পার্শবর্তী গ্রামের গভীর নলকূপটি নষ্ট থাকায় সেচের অভাবে কৃষি উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে মর্মে জানায়। তারা পার্শবর্তী গ্রামের নষ্ট নলকূপটি পূনর্বাসনের এবং বর্তমান নলকুপের সেচ নালার দৈর্ঘ্য আরো অন্ততঃ ২০০০ ফুট বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানান।



চিত্র - ৫: নিয়ামতপুর উপজেলার আদমপুর মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময়


চিত্র - ৬: নিয়ামতপুর উপজেলার মহিষো মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপের সেচের আওতাভূক্ত ধানক্ষেত

১০.২.২| উপজেলাঃ নিয়ামতপুর, মৌজাঃ মহিষো, জেএল নং-৩১৪, দাগ নং-৫৩:

বর্ণিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শনকালে উপকারভোগী কৃষকদের (জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (পিও) (টেলিফোন নং-০১৭৫৭২৫৭১৩), জনাব মোঃ ইসরাইল (টেলিফোন নং-০১৭১৩৭৪৬১৭৪), জনাব মোঃ আইনুল হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭৭২২৭৪৭৭৮), জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান (টেলিফোন নং-০১৭৯৩০৬৪৩৪৩), জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৬৮৮১৪৯০৬)) সাথে মতবিনিময় করা হয়। আলোচনায় জানা যায় পুরাতন নলকূপটি ১৯৮৮ সালে স্থাপিত ছিল। দীর্ঘদিন ব্যবহার করায় নলকূপের ফিল্টার চোক্ড আপ (বন্ধ) হওয়ায় পানি একেবারে কমে যায়। ফলে ১০ -১৫ বিঘার বেশী জমি চাষাবাদ করা সম্ভব হতো না এবং খরচ হতো প্রায় ২০০০ -২২০০ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সালে নতুনভাবে নলকূপটি স্থাপন করা হয়। নলকূপটি ইনভার্টেড পদ্ধতিতে পুনঃখনন করা হয়েছে। মোট দৈর্ঘ্য ১২৯ ফুট। বর্তমানে নলকূপের আওতায় প্রায় ২১০ বিঘা জমিতে বোরো ধান আবাদ হয়েছে। উপকৃত কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৯৫ জন। গভীর নলকূপটিতে ৩২৮০ ফুট ভূ -গর্ভস্থ সেচ নালা রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা সেচ নালার বাইরেও অনেক ক্রষক কাঁচা লাইনের মাধ্যমে সেচ প্রদান করে থাকে। ফলে পানির অপচয় হয় ও সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। তারা সেচ নালার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানায়।

১০.২.৩| উপজেলাঃ মহাদেবপুর, মৌজাঃ সুজাইল, জেএল নং-৬৮, দাগ নং-৩০৭:

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার বর্ণিত নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন ও উপস্থিত কৃষকদের (জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ (পিও) (টেলিফোন নং-০১৭৪১০৬৯৫২৬)) সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময়কালে জানা যায় বালি পাথর নির্গত হওয়ার কারণে নলকূপটি প্রায় ২ বছর সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। তারপর ২০১৬ সালে প্রকল্পের আওতায় নতুনভাবে নলকূপ খনন করা হয় এবং পুরাতন অকেজো নলকূপ উত্তোলন করা হয়। বর্তমান নলকূপের মোট গভীরতা ১২০ ফুট। জানা যায় এর নীচে বালির স্তর না থাকায় ইনভার্টেড পদ্ধতিতে নলকূপটি স্থাপন করা হয়েছে। গভীর নলকূপের আওতায় প্রায় ১৬০ বিঘা জমিতে ধান চাষ করা হয়েছে। কৃষকদের সাথে আলাপ করে জানা যায় বিএমডিএ প্রতি ঘন্টায় ১২৫ /= টাকা হারে সেচচার্জ নিয়ে থাকে। এতে বিঘা প্রতি প্রায় ৮০০/৮৫০ টাকা সেচ খরচ হয়। উপকৃত কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৮০ /৮২ জন। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য ৩২৮০ ফুট | বর্তমানে কোন সমস্যা নেই।



চিত্র –৭: মহাদেবপুর উপজেলার সুজাইল মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপের সেচের আওতাভূক্ত ধানক্ষেত



চিত্র –৮: পত্নীতলা উপজেলার জোতশংকর মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপের সেচের আওতাভূক্ত ধানক্ষেত

১০.২.৪| উপজেলাঃ পত্নীতলা, মৌজাঃ জোতশংকর-১, জেএল নং-১১০, দাগ নং-১০৪:

প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণসহ পত্নীতলা উপজেলার বর্ণিত গভীর নলকূপটি সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপকারভোগী কৃষকদের (জনাব মোঃ রিয়াজুল হক (টেলিফোন নং-০১৭২৪২৬৭৬২৫), জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ (টেলিফোন নং-০১৭৩৯৭৬১৮৯৮), জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭১৮৮৭৪৮৮১), জনাব মোঃ আব্দুল কাদের (টেলিফোন নং-০১৭১৯১৩৩৬৫১), জনাব মোঃ চান মোহাম্মদ, জনাব মোঃ ইনাকুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৩৯৭৬১৮৯৮৯৬০৭০৬৫১), জনাব মোঃ হেলাল চৌধুরী (টেলিফোন নং-০১৭৩৯৭৬১৮৯৮৯২৬৯৩৬২৩)) সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময়কালে জানা যায় পুরাতন গভীর নলকূপটি বিএডিসি 'র মাধ্যমে ১৯৭৬ সালে প্রথম খনন করা হয়। দীর্ঘদিন চলার পর ২০১৪ সালে নলকূপ দ্বারা প্রচুর বালি পাথর উঠায় তা বন্ধ হয়ে যায় । ২০১৫ সালে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নলকূপটি পুনঃখনন করা হয়। নলকূপটি ইনভার্টেড পদ্ধতিতে পুনঃখনন করা হয়েছে। মোট দৈর্ঘ্য ১৬৩ ফুট। সাবমারসিবল পাম্প , ট্রান্সফরমারসহ যাবতীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে। নলকূপের আওতায় বর্তমানে প্রায় ১৭৫ বিঘা জমিতে ধান চাষ করা হয়েছে। এছাড়া এই স্কীমে গম , সরিষা, আলুসহ অন্যান্য সবজি আবাদ হয়। স্কীমে উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৫০ -৫৫ জন। ২০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা এবং প্রায় ১৫০০ -২০০০ ফুট কাঁচা নালা দ্বারা সেচ দেয়া হয়। কৃষকদের দাবী সেচনালা আরো প্রায় ২০০০ ফুট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নলকূপের সাথে একটি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ৩৫০টি পরিবার বিশুদ্ধ খাবার পানি পেয়ে থাকেন। মাথা পিছু মাসে খরচ মাত্র ১০ -১২ টাকা। নলকূপটি অকোজো হওয়ায় একদিকে চাষাবাদ যেমন ব্যহত হয়েছিল তেমনী উপকারভোগীগণ খাবার পানি সরবরাহ থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল। উপকারভোগীগণ জানান নলকূপটি পুনর্বাসন করা না হলে তাদের খুবই অসুবিধা হতো। বর্তমানে কোন সমস্যা নেই মর্মে জানা যায়।



চিত্র -৯: সাপাহার উপজেলার পাড়াশৈল মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপ



চিত্র -১০: সাপাহার উপজেলার পাড়াশৈল মৌজায় স্থাপিত গভী্র নলকূপের পানি থেকে সেচ প্রদান ও খাবার পানি সরবরাহ

১০.২.৫| উপজেলাঃ সাপাহার, মৌজাঃ পাড়াশৈল, জেএল নং-৫২, দাগ নং-৩১১:

সাপাহার উপজেলার পরিদর্শিত গভীর নলকূপের উপকারভোগী কৃষকদের (জনাব মোঃ শারিদুল ইসলাম (পাম্প অপারেটর) (টেলিফোন নং-০১৭৩৭৫২৫১৪৫), জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, জনাব মোঃ সালাউদ্দিন (টেলিফোন নং-০১৭৪১৪৩৪৩১২), জনাব মোঃ আবুবকর (টেলিফোন নং-০১৭৭৫০৫০৮২৮), মিনারা বেগম, রাবেয়া আখতার (টেলিফোন নং-০১৭৪৫০৫২০৬৪)) সাথে মতবিনিময় করা হয়। আলোচনায় জানা যায় গভীর নলকূপের পানির সাথে ব্যপক হারে বালি পাথর নির্গত হওয়ায় নলকুপটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ২০১৭ সালে নলকূপটি নতুনভাবে পুনঃখনন করা হয়। বর্তমানে নলকূপটি ইনভার্টেড পদ্ধতি পুনঃখনন করা হয়েছে। নলকুপের মোট

গভীরতা ১৭০ ফুট। নলকূপের আওতায় বর্তমানে প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে ধান চাষ হয়েছে। নলকুপের আওতায় অন্যান্য ফসল যেমন গম, সীমিত আকারে সবজি আবাদ হয়। উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৭০-৮০ জন। নলকুপের সাথে একটি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ২০০টি বাড়িতে খাবার পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। নলকূপে ৩২৮০ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা রয়েছে। এ নালার বাইরেও ১৫০০ ফুট কাঁচা নালার মাধ্যমে ১৭-৮০ বিঘা জমিতে সেচ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ফলে পানির অপচয় হয় ও সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তারা সেচ নালা বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানায়।

১০.৩। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় গভীর নলকূপের সংখ্যা ১৫৭৪ টি। তন্মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৩৪ টি অকেজো /ত্রুটিযুক্ত পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ২০০ টি নলকূপ এবং ৩৩৯ টি পাম্পঘর জরুরিভাবে জরুরীভাবে পুনর্বাসন /পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নিম্নবর্ণিত পুনর্বাসিত গভীর নলকূপ ও স্থাপিত অটোমেটিক ডাটা লগার পরিদর্শন করা হয়ঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জে এল নং	দাগ নং
১৩।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নাচোল	নাচোল	বেনীপুর-২	৪৫	৫৪৫
১৪।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নাচোল	নাচোল	দুলাহার	৫২	২৬১
১৫।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নাচোল	নাচোল	ঘিওন-৪	১৪৫	৬০৮
১৬।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	ঝিলিম	দোগাছি	৭০	১৬৮
১৭।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	ঝিলিম	বেলগাছি	৭৮	৫১২

১০.৩.১। উপজেলাঃ নাচোল, মৌজাঃ বেনীপুর-২, জেএল নং-৪৫, দাগ নং-৫৪৫:

নাচোল উপজেলার বেনীপুর গ্রামের বর্ণিত নলকুপটি পরিদর্শন কালে উপকারভোগীদের (জনাব মোঃ মতিউর রহমান (পিও) (টেলিফোন নং-০১৭৪০৮৭২০২৪), আলহাজ ইসমাইল হোসেন, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম (টেলিফোন নং-০১৭৭২৮৫৬৮০), জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ (টেলিফোন নং-০১৭৮৩৪৭২৫৪৮), জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৪৬৭৮৫৬৪৪), জনাব মোঃ মফিজুর রহমান (টেলিফোন নং-০১৭৩৩২৯৪২৫৪)) সাথে মতবিনিময় করা হয়। আলোচনায় জানা যায় পুরতন নলকূপটি ১৯৯১ সালের পূর্বে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রথম ১৫-২০ বছর ভালই পানি উঠত। পরে বালি পাথর নির্গত হয়ে পানি একেবারে কমে যাওয়ায় সেচ কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। ২০১৫ সালে নলকূপটি পুনঃখনন করা হয়। ইনভার্টেড পদ্ধতিতে নলকূপটি খনন করা হয়। এর গভীরতা ১৫৭ ফুট। স্কীমের আওতায় শুষ্ক মৌসুমে ২০০ বিঘা এবং আমন মৌসুমে প্রায় ৩০০ বিঘা জমিতে পানি সরবরাহ করা হয়। উপকারভোগী ৬০-৭০ জন। স্কীমে প্রতিবছর ৩টি করে ফসল আবাদ হয়। কৃষকগন জানান প্রতি বিঘা জমিতে সেচ দিতে প্রায় ৮০০-৯০০/- টাকা খরচ হয়। ধান হয় প্রায় ২৫ মন/বিঘা। বর্তমানে ২০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা রয়েছে। নালা বাড়ানো দরকার মর্মে কৃষকগণ দাবী জানান।

১০.৩.২। উপজেলাঃ নাচোল, মৌজাঃ দুলাহার, জেএল নং-৫২, দাগ নং-২৬১:

আলোচ্য স্কীমটি পরিদর্শন কালে উপকারভোগী কৃষকদের (জনাব মোঃ আব্দুল আওয়াল (পিও) (টেলিফোন নং-০১৭১৬০২৯৫০৮), জনাব মোঃ অব্দুল মান্নান (টেলিফোন নং-০১৯৩৪০৩৫৩৪৫), জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হক (মেম্বর) (টেলিফোন নং-০১৭৩৩৫৬৯৩৫৫), জনাব মোঃ নাজমুল (টেলিফোন নং-০১৭৩৫১৬৪৮৯০), জনাব মোঃ ইমরান (টেলিফোন নং-০১৭৩৩৭৩৯৪৬৪) সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় পূর্বের নলকূপের ফিল্টার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পানির সাথে বালি পাথর নির্গত হয়ে নলকূপটি ১/১.৫০ বছর বন্ধ ছিল। পরে ২০১৭ সালে নলকূপটি উত্তোলন পূর্বক পুনঃখনন করা হয়। নতুন স্থাপিত নলকূপের গভীরতা ১৭৮ ফুট। এটা ইনভার্টেড সিস্টেমে খনন করা হয়। স্কীমের আওতায় প্রায় ১৭০-১৮০ বিঘা জমিতে চাষাবাদ হয়। আমনের সময় প্রায় ২০০-২৫০ বিঘা জমিতে সেচ দেওয়া হয়। উপকৃত কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৭০-৮০ জন। নলকূপটিতে ৩২৮০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা রয়েছে। এছাড়া এখানে একটি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা রয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ৫০-৬০টি পরিবার খাবার পানি পেয়ে থাকেন। বর্তমানে কোন সমস্যা নেই।

১০.৩.৩। উপজেলাঃ নাচোল, মৌজাঃ ঘিওন-৪, জেএল নং-১৪৫, দাগ নং-৬০৮:

নাচোল উপজেলার ঘিওন মৌজার গভীর নলকুপটি সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে জানা যায় গভীর নলকুপটি ২০১৭ সালে পুনঃখনন পূর্বক পুনবার্সন করা হয়েছে। ইনভার্টেড পদ্ধতিতে নলকূপটি ১৫২ ফুট গভীরতায় স্থাপন করা হয়েছে। নলকূপের আওতায় প্রায় ১১৫ বিঘা জমিতে ধান এবং আরো প্রায় ৩০ বিঘা জমিতে গম, বেগুনসহ অন্যান্য ফসল চাষাবাদ হয়েছে। স্কীমের আওতায় প্রায় ৮০ জন কৃষক উপকৃত হচ্ছে। এই স্কীমে একটি খাবার পানীয় জলের স্থাপনা আছে। উক্ত স্থাপনা থেকে ৭৫-৮০টি

পরিবার খাবার পানি পেয়ে থাকেন। স্কীমটিতে ২০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা রয়েছে। স্কীমটি সবচেয়ে উঁচু বরেন্দ্র এলাকা হওয়ায় এখানে পানির স্তর খুব একটা ভালো না বলে জানায়। এ জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার বাইরে কাঁচা নালার মাধ্যমেও অনেক কৃষক সেচ প্রদান করে থাকে। জরুরী ভিত্তিতে নালার দৈর্ঘ্য আরো বাড়ানো প্রয়োজন মর্মে কৃষকগণ দাবী করেন। বিএমডিএ'র কর্মকর্তাগণ এই স্কীমে কম পানি প্রয়োজন এমন ফসল চাষাবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করেন।



চিত্র –১১: নাচোল উপজেলার দুলাহার মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপ



চিত্র –১২: নাচোল উপজেলার দুলাহার মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপের সেচের আওতাভূক্ত ধানক্ষেত

১০.৩.৪। উপজেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মৌজাঃ দোগাছি, জেএল নং-৭০, দাগ নং-১৬৮:

চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বর্ণিত গভীর নলকুপটি সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে স্কীমের অপারেটর সহ অন্যান্য উপকারভোগীদের (জনাব মোঃ তাহমিম আলী (পিও) (টেলিফোন নং-০১৭১৫০৯৪৩৩৭৭), জনাব মোঃ গোলাম কবির (টেলিফোন নং-০১৭৫৮০৩৩৪৪৯), জনাব মোঃ আবুল কালাম (টেলিফোন নং-০১৭৭৪০৬৭৪৯৫), জনাব মোঃ এলতাস, জনাব মোঃ আইউব আলী, জনাব মোঃ তোফাজ্জল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৮৪১৫৮৫৯০), জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ (টেলিফোন নং-০১৭৮৩৬২২১৩১)) সাথে মতবিনিময় করা হয়। আলোচনায় জানা যায় পুরাতন নলকূপটি ১৯৮৫-৮৬ সালে স্থাপন করা হয়েছিল। দীর্ঘ দিন চলার পর নলকূপ দিয়ে হঠাৎ করে বালি পাথর নির্গত হওয়া নলকুপটি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৫ সালে নলকূপটি পুনঃখনন করা হয়। নলকূপের বর্তমান গভীরতা ১৬৩ ফুট যা ইনভার্টেড। নলকূপটি ঠাঁ ঠাঁ বরেন্দ্র এলাকায় স্থাপিত। এখানে সেচ ছাড়া কোন ফসলের কথা চিন্তাই করা যায় না। নলকূপের আওতায় ১৪০-১৫০ বিঘা জমিতে প্রতিবছর ৩টি করে ফসল চাষাবাদ হয়। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য ২০০০ ফুট। স্কীমের আওতায় উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৩০-৩৫ জন। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার দৈর্ঘ্য আরো অন্ততঃ ১২০০-১৩০০ মিঃ বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানায়।

১০.৩.৫। উপজেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মৌজাঃ বেলগাছি, জেএল নং-৭৮, দাগ নং-৫১২:

গভীর নলকুপটি সরজমিনে পরিদর্শন কালে স্কীমের অপারেটর সহ উপস্থিত কৃষকদের (জনাব মোঃ ইব্রাহীম (পাম্প অপারেটর) (টেলিফোন নং-০১৭৩২২৮১৩৬২), জনাব মোঃ মিছু মিয়া, জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, জনাব মোঃ সোহেল রানা (টেলিফোন নং-০১৭৩২২৮১৩৬২২৭৬৭০৯১৮), জনাব মোঃ আশরাফুল হক (টেলিফোন নং-০১৭২৭২১৩৭৫৩)) সাথে মতবিনিময় করা হয়। আলোচনায় জানা যায় নলকূপের হাউজিং পাইপ বহু পুরাতন হওয়ায় ফুটা হয়ে বালি পাথর উঠে নলকুপটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন কোন ফসলই আবাদ করা যায় নাই।পরবর্তীতে ২০১৫ সালে নলকুপটি নতুনভাবে স্থাপন করা হয়। ইনভার্টেড পদ্ধতিতে নলকূপটি স্থাপিত। মোট গভীরতা ১৭৮ ফুট। স্কীমের আওতায় প্রায় ১৬০ বিঘা জমিতে ধানসহ অন্যান্য ফসল আবাদ হয়েছে। আমন মৌসুমে প্রায় ২৫০ বিঘা জমিতে সেচ দেয়া হয়। উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৫০-৫৫ জন। সেচনালা ২০০০ ফুট। কৃষকদের দাবী সেচনালা বাড়ানো প্রয়োজন। কৃষকগণ জানান বোরো মৌসুমে প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ১০০০ টাকা সেচ খরচ পড়ে । ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার দৈর্ঘ্য আরো অন্ততঃ ২০০০ ফুট বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানায়।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (পিসিআর মোতাবেক):

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা অব্যাহত রাখা।	ক) প্রকল্পের আওতায় পুরাতন, অকেজো এবং ত্রূটিপূর্ণ ৬০০টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করা হয়েছে। ফলে প্রায় ১৮৩২০ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা চলমান রয়েছে।
খ) প্রায় ১৮০০০ হেক্টর জমিতে বিদ্যমান	খ) ৬০০টি গভীর নলকূপ নতুন ভাবে পুনর্বাসিত হওয়ায় প্রায় ১৮৩২০ হেক্টর জমিতে

উদ্দেশ্য	অর্জন
সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা।	সারা বছর সেচ সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে।
গ) প্রতি বছর প্রায় ১.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করা।	গ) পুনর্বাসিত গভীর নলকূপের ১৮৩২০ হেক্টর কমান্ড এরিয়ায় প্রতি বছর ২-৩টি করে ফসল উৎপাদিত হচ্ছে এতে বছরে প্রায় ১.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হচ্ছে যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করছে।
ঘ) ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিয়মিত মনিটরিং করা।	ঘ) প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার ২৫টি উপজেলায় ২৫টি অটোমেটিক ডাটা লগার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত ডাটা লগারের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর সার্বক্ষনিকভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।
ঙ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	ঙ) পুনর্বাসিত গভীর নলকূপের আওতায় জমিতে বছরে ২/৩ বার করে ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। ফলে প্রকল্প এলাকার কৃষি শ্রমিক বিশেষ করে প্রান্তিক চাষী, দীন মজুর ও আদিবাসী মহিলাদের কৃষি কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর

১২। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে।

১৩। অডিটঃ (পিসিআরএর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে)

১৩.১। অভ্যন্তরীণ অডিট

অডিট কাল	অডিট প্রতিবেদন জমার তারিখ	বড় পর্যবেক্ষণ/ আপত্তিসমূহ	আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হয়েছে কি না
বছরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার	পরিদর্শনের ঠিক পরে	বড় কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি।	নিস্পত্তি হয়েছে।

১৩.২। এক্সটারনাল অডিট (এজি অফিস হতে বাণিজ্যিক অডিট)

অডিট কাল	অডিট প্রতিবেদন জমার তারিখ	বড় পর্যবেক্ষণ/আপত্তিসমূহ	আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হয়েছে কি না
২০১৩-২০১৪	২৮/০৪/২০১৫	বড় কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।	ইতিমধ্যে আপত্তি সমুহ নিস্পত্তি হয়েছে।
২০১৪-২০১৫	২০/০৪/২০১৬		
২০১৫-২০১৬	০১/০৩/২০১৭		
২০১৬-২০১৭	০৩/০৪/২০১৮		
২০১৭-২০১৮	-		

ঙ. আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ

১৪। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালীন সময় প্রকল্পের আওতায় উপকৃত কৃষকদের সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায় প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত নলকূপ সমূহ ২৫-৩০ বছর পূর্বে স্থাপন করা হয়। নলকূপ সমূহ অতি পুরাতন হওয়ায় নলকূপের বিভিন্ন অংশ যেমন হাউজিং পাইপ, স্ট্রেইনার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং ফিল্টার ক্লগ/চোক্ড আপ হওয়ায় নলকূপ সমূহ সেচ কাজে ব্যবহার বিঘ্নিত হয় এমনকি কোন কোন নলকূপ বেশ কিছু দিন বন্ধ থাকে। ফলে নলকূপের কমান্ড এরিয়ায় কোন চাষাবাদ হ'ত না। নলকূপ সমূহ উত্তোলন পূর্বক পুনঃস্থাপন এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ করায় বর্তমানে নলকূপ সমূহ চালু হয়েছে। এতে প্রতিটি নলকূপ এলাকায় প্রায় ২০০-২৫০ বিঘা জমিতে বছরে ৩টি করে ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে বিএমডিএ'র আওতায় বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আওতায় প্রায় ১৫৫১৭ টি গভীর নলকূপ সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত নলকূপগুলোর মধ্যে ৬০% গভীর নলকূপের বয়স ৩০ বছর এবং তার অধিক। নলকূপ সমূহের বিভিন্ন অংশ প্রায়ই নষ্ট ও অকোজো হয়ে সেচ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি কোন কোন নলকূপ মৌসুমকালীন সময় নষ্ট হয়ে আবাদকৃত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া পাম্প হাউস গুলো একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে কৃষকগণও অনুরূপ বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। কৃষকেরা জানায় বর্তমান প্রকল্পের আওতায় পূর্ণবাসিত গভীর নলকূপের সংখ্যা মাত্র ৬০০ টি এবং প্রতিটি নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য মাত্র ২০০০ ফুট; যা প্রয়োজনীয় তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার

বাইরেও অনেক কৃষক কাঁচা নালা দিয়ে সেচ কাজ সম্পন্ন করে থাকে। ফলে অনেক পানি অপচয় হয় এবং কৃষকের সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পাম্পের পানি উত্তোলন ক্ষমতা বিবেচনা পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য আর অন্ততঃ ১০০০-২০০০ ফুট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে মত ব্যক্ত করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ের বেশি সমস্যাযুক্ত গভীর নলকূপের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে; যা পুনর্বাসন করা জরুরী। প্রকল্প পরিচালক প্রদত্ত একটি তালিকা পরিশিষ্ট-খ এ উল্লেখ করা হলো।

১৫। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ ও মতামত/ সুপারিশ সমূহঃ

১৫.১। বরেন্দ্র এলাকায় ২৫-৩০ বছর পূর্বে বিএডিসি ও বিএমডিএ এর উদ্যোগে স্থাপিত নলকূপ সমুহ (১৫৫১৭ টি গভীর নলকূপ) দীর্ঘদিন অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকায় বরেন্দ্র এলাকার সেচ কাজ দারুনভাবে বিঘ্নিত হয়। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় ৬০০ টি নলকূপ উত্তোলন পূর্বক পুনঃস্থাপন এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ করায় বর্তমানে বরেন্দ্র এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা (১৮৩২০ হেঃ) সেচের আওতায় এসেছে। ফলে কৃষি উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বিএমডিএ এর তত্ত্বাবধানে বর্তমানে চলমান প্রকল্পের আওতায় এলাকার জরাজীর্ণ ও অকেজো নলকূপ সমূহ জরুরী ভিত্তিতে পুনর্বাসন করা যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে বৃহৎ পরিসরে অনুরুপ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০. ১, ১০.২, ১০.৩);

১৫.২। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় পূর্ণবাসিত গভীর নলকূপ সমূহের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য মাত্র ২০০০ ফুট; যা প্রয়োজনীয় তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার বাইরেও অনেক কৃষক কাঁচা নালা দিয়ে সেচ কাজ সম্পন্ন করে থাকে। ফলে অনেক পানি অপচয় হয় এবং কৃষকের সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পাম্পের পানি উত্তোলন ক্ষমতা বিবেচনা পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য আর অন্ততঃ ১০০০-২০০০ ফুট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১০. ১, ১০.২, ১০.৩);

১৫.৩। বরেন্দ্র এলাকায় ভু -উপরিস্থ পানি প্রাপ্তির স্বল্পতা রয়েছে এবং ক্রমাগত ভূ -গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ভূ -গর্ভস্থ পানি স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। সুতরাং পানির অপচয় রোধ কল্পে ভূ -গর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে এবং সেচ কাজে কম পানির প্রয়োজন এমন ফসল চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে বিএমডিএ 'কে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০. ১, ১০.২, ১০.৩);

১৫.৪। সেচ চার্জের পরিমাণ নিরুপন , সেচ চার্জ আদায় এবং পানির অপচয় রোধে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের প্রি -পেইড স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে সেচ প্রদান কৃষকদের নিকট সহজ ও স্বচ্ছ মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং বিএমডিএর সেচ কার্যক্রমে প্রি-পেইড স্মার্ট কার্ডের ব্যবহার প্রচলন করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০. ১, ১০.২, ১০.৩);

১৫.৫। প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিট অসম্পন্ন রয়েছে। (মহা হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিটে কোন আপত্তি উথাপিত হলে তা নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৩.২);

১৫.৬। কৃষি মন্ত্রণালয় অনুচ্ছেদ ১৫ .১ - ১৫.৫ এর উপর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমই বিভাগকে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে অবহিত করবে।

পরিশিষ্ট – কঃ Component-wise Progress (As per latest approved DPP) :

(In lakh Taka)

Economic code/sub code	Items of work (as per PP)	Unit	As per DPP		Progress		Reasons for deviation (+)
			Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7	8
(a) Revenue Component							
4800	**Supply and Service**						
4801	Travel Expenses	L.S.	10.00	L.S.	10.00	L.S.	-
4816	Telephone	L.S.	2.00	L.S.	1.80	L.S.	-
4821	Electricity	L.S.	5.00	L.S.	4.99	L.S.	-
4823	Petrol & Lubricants	L.S.	8.00	L.S.	8.00	L.S.	-
4828	Stationary, Seals & Stamps	L.S.	2.00	L.S.	2.00	L.S.	-
4833	Advertising & Publicity	L.S.	4.00	L.S.	4.00	L.S.	-
4851	Casual labor/Job work	L.S.	3.00	L.S.	3.00	L.S.	-
4883	Honorarium	L.S.	3.00	L.S.	3.00	L.S.	-
	Midterm Evaluation	L.S.	8.00	L.S.	8.00	L.S.	-
4888	Computer consumable	L.S.	2.00	L.S.	2.00	L.S.	-
4899	Others Expenditure	L.S.	5.00	L.S.	5.00	L.S.	-
4900	**Repair maintenance & Rehabilatation**						
4901	Repair & maintenance of existing vehicle and equipment.	no	20.00	20	20.00	20	-
Sub Total (Revenue Component)			**72.00**		**71.79**		
(b) Capital Component							
6800	**Acquisition of Assets**						
6827	Procurement of 10 KVA electric Transformer	set	800.00	400	799.50	400	-
6850	a) Procurement of M. S. Housing Pipe	m	972.00	16200	971.39	16200	-
	b) Procurement of S. S. Strainer	m	1260.00	16800	1259.35	16800	-
6850	c) Procurement of M. S. Column Pipe(Each 3.1m length)	no	312.00	4800	311.50	4800	-
	d) Procurement of Submersible Pump (1.0 cusec 120'-140' head, 1.5 cusec 80'-100' head, 2.0 cusec 70'-80' head)	set	1200.00	600	1199.85	600	-
	e) Procurement of ground water data logger.	set	37.50	25	37.50	25	-
6815	Laptop	no	1.40	2	1.40	2	-
6819	Photo-copier	set	2.50	1	2.50	1	-

Economic code/sub code	Items of work (as per PP)	Unit	As per DPP		Progress		Reasons for deviation (+)
			Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7000	**Construction of works**						
7036	a) Lifting of Old deep tube well and Re-installation, Commissioning & construction of Pump House.	no	2800.00	600	2798.79	600	-
	b) Installation of data Logger.	set	7.50	25	9.00	25	
	c) Construction of line (electric & Pipe line) internal wiring and others with materials.	no	160.00	400	160.00	400	-
Sub-total (Capital component)			**7552.90**		**7550.78**		
(c) Physical contigency			**0.00**		**0.00**		
(d) Price contigency			**100.00**		**0.00**		
Grand Total(a+b+c+d)			**7724.90**		**7622.57**		

পরিশিষ্ট – খঃ জরুরী পুনর্বাসনযোগ্য গভীর নলকূপের জেলাওয়ারী সংখ্যা

ক্রঃ নং	জেলার নাম	মোট গভীর নলকূপ	প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত নলকূপ	জরুরীভাবে পুনর্বাসনযোগ্য নলকূপের সংখ্যা	জরুরীভাবে পাম্পঘর পুনঃনির্মাণের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	রাজশাহী	২৮৫৪	২১৮	৩৫০	৪৩১
২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	১৫৭৪	১৩৪	২০০	৩৩৯
৩	নওগাঁ	৪০৯৯	২৪৮	৪০০	৬২৯
৪	পাবনা	৩০৭	০	২০	১৩৭
৫	নাটোর	২৯২	০	৩০	৯৮
৬	সিরাজগঞ্জ	১৫৪	০	১০	৩৩
৭	বগুড়া	২৮৩	০	১২	৫৬
৮	জয়পুরহাট	৩৫৭	০	১০	১৬৫
৯	রংপুর	৬৮০	০	৬০	৩১৫
১০	নীলফামারী	২৭৫	০	৩৮	১০৮
১১	কুড়িগ্রাম	৫০৮	০	৩৫	১৭৫
১২	লালমনিরহাট	২২৮	০	১০	১৩২
১৩	গাইবান্ধা	৪৪৬	০	৬০	১৪০
১৪	ঠাকুরগাঁও	১৪২৩	০	১০০	২৩০
১৫	দিনাজপুর	১৬০১	০	১৫০	৩৬৭
১৬	পঞ্চগড়	৪৩৬	০	৫০	১৭০
মোট=		**১৫৫১৭**	**৬০০**	**১৫৩৫**	**৩৫২৫**

চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন কর্তৃক বিভিন্ন তারিখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়িত **কার্যক্রম** সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন , পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ -পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক. প্রকল্পের **মৌলিক তথ্যঃ**

১.১ প্রকল্পের নাম	ঃ	''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' প্রকল্প			
১.২ প্রকল্প পরিচালক	ঃ	ড. সুরজিত সাহা রায় টেলিফোন নং - ০১৭১১৯৬৯৩১৮			
১.৩ প্রকল্পের ধরণ	ঃ	বিনিয়োগ			
১.৪ উন্নয়ন সহযোগী	ঃ	সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন			
১.৫ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়			
১.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর			
১.৭ বাস্তবায়নকাল	ঃ	মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	মূল মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি	সর্বশেষ মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি
১.৭.১ মূল অনুমোদিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১৩- জুন, ২০১৮	২৩/০৯/২০১৩		
১.৭.২ ১ম সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১৩- জুন, ২০১৮	২৮/০২/২০১৬		

১.৮ অনুমোদিত ব্যয়	ঃ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জিওবি	মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি	সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি
১.৮.১ মূল অনুমোদিত ব্যয়	ঃ	**১১০০০.০০**	১১০০০.০০		
১.৮.২ ১ম সংশোধিত ব্যয়	ঃ	১১২৫০.০০	১১২৫০.০০	+ ২৫০.০০ (২.২৭%)	+ ২৫০.০০ (২.২৭%)

১.৯ প্রকল্প এলাকা	ঃ	বিভাগ : ৮টি	জেলা : বাংলাদেশের সকল জেলা	উপজেলা : সকল উপজেলা
১.১০ ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১১১৫৪.১৮ লক্ষ টাকা বা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৬৩%।				

(খ) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও সাধারণ তথ্যাবলীঃ

২। উদ্দেশ্যঃ

- সঠিক সময়ে, সঠিক মূল্যে কৃষকদের নিকট সঠিক জাতের উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ সহজলভ্য করে ফসলের উৎপদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্মত ধান বীজ (১,১৯,৭০০ মে.টন), গম বীজ (১০,৫০০ মে.টন) এবং পাট বীজ (১৫০ মে.টন) চাষী পর্যায়ে উৎপাদন ও বিতরণ করা;
- কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করে দ্রুত চাষী পর্যায়ে এলাকা ভিত্তিক লাগসই নতুন জাতের সম্প্রসারণ করা;
- স্থানীয় যুব সম্প্রদায়কে টেকসই বীজ উৎপাদক ও বীজ ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তুলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা (২০,৭০০ জন);
- মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ কার্যক্রমে মহিলাদের (৬২,১০০ জন) সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা; এবং
- কৃষকদের জৈব সার ব্যবহার ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। কৃষির প্রায় পুরোটাই ধান গম ও পাট চাষের উপর নির্ভরশীল। এসকল ফসলের , উৎপাদনশীলতার উপরই নির্ভর করে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি। ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক শক্তি হলো মানসম্মত ভাল বীজের ব্যবহার। শুধু মানসম্মত বীজ ব্যবহার করে সহজেই ১৫ উৎপাদন বৃদ্ধি %২৫-%৮০ করা সম্ভব। বাংলাদেশেরকৃষক নিজেদের উৎপাদিত বীজের উপর নির্ভরশীল এবং এ বীজের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার হার কম হওয়ায় ফলন আশানুরুপ বাড়ছে না। এ দেশের মানসম্পন্ন বীজ দ্বারা কৃষক উৎপাদিত বীজ প্রতিস্থাপনের হার ২০ এর বেশী নয়। % বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ অল্প বিনিয়োগে অধিক লাভের আশায় শুধুমাত্রLow-volume, High-value, বীজের ব্যবসায় ঝুঁকে পড়ছে। আর এসব বীজ ব্যবহারকারী কৃষকরা মূলত ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই সবজি ভূট্টা ও স্বল্প মাত্রার হাইব্রিড ধান বীজ , ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে যাচ্ছে। অপরদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএডিসিসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক থেকে মাঝারি কৃষকগণই কেবল High volume, low value ধান গম ও পাট বীজ ব্যবহার করে থাকে। আর এ ধরণের কৃষকের , গম ও পাটের মানসম্মত বীজের নিরবি , স্বার্থ রক্ষার্থে ধানচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনগ্রসর প্রান্তিক থেকে মাঝারি কৃষকগণ সাধারণতঃ মৌসুমের শুরুতে হাতে অর্থের তারল্য সংকট যোগাযোগ সমস্যা , সচেতনতার অভাব , ইত্যাদি কারণে গ্রাম থেকে শহরে এসে বিএডিসি বা অন্য কোন সংস্থার বিতরণ কেন্দ্র থেকে বীজ সংগ্রহ করেন না। এসব এলাকায় অধিকাংশ জমিতে ব্যবহৃত বীজ মানসম্মত বীজ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় না। ফলে তাদের জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় ও ফলন কম হয়। এমতাবস্থায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের ব্যবহৃত নিম্নমানের বীজ আধুনিক জাতের মানসম্পন্ন বীজ দ্বারা প্র ,তিস্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষককে স্বল্পমূল্যে যথাসময়ে লাগসই জাতের মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ,

৪। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- আঞ্চলিক/ জাতীয় কর্মশালা;
- কৃষি কর্মকর্তা/এসএএও দের প্রশিক্ষণ; এবং
- কৃষক/এনজিও কর্মী/বীজ ডিলার/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি প্রশিক্ষণ।

গ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

৫। **প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়নঃ**

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১১০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৩/০৯/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ২৮/০২/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় নির্ধারিত হয় ১১২৫০.০০ লক্ষ টাকা।

৬। **বছর ভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় ঃ**

অর্থ বছর	মূল বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের শতকরা হার (%)
২০১৩-১৪	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	০	১০০
২০১৪-১৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০	১০০
২০১৫-১৬	২৬৫৫.০০	২৬৫৫.০০	২৬৪৬.৯৬	৮.০৪	৯৯.৬৯৭
২০১৬-১৭	৩৫৭৫.০০	৩৫৭৫.০০	৩৫৫৩.৩৭	২১.৬৩	৯৯.৩৯
২০১৭-১৮	৩২৬৬.০০	৩২৬৬.০০	৩২৫৩.৮৫	১২.১৫	৯৯.৬৩
মোট	১১১৯৬.০০	১১১৯৬.০০	১১১৫৪.১৮	৪১.৮২	৯৯.৬৩

সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় ১১২৫০ .০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী পুরো প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন অর্থ বছরে (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছ র পর্যন্ত) প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্ত করা হয়েছে সর্বমোট ১১১৯৬.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১১১৫৪.১৮ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৬৩ % এবং অব্যয়িত রয়েছে ৪১.৮২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬৩%।

৭। **প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ব্যয় ১১২৫০ .০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ১০৮৯৬.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয় ৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বিস্তারিত অগ্রগতি **পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হল।**

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ নামের পাশে বর্ণিত মেয়াদে প্রেষণে চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেনঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল পদবী ও দপ্তর	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
মো. ছারওয়ার জাহান	উপ-পরিচালক (এল আর), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৫/০১/২০১৪ হতে ২৮/১২/২০১৭	প্রেষণে পূর্ণকালীন
ড. সুরজিত সাহা রায়	উপ-পরিচালক (এল আর), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২৪/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৮	প্রেষণে পূর্ণকালীন

১০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি'র প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তাব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও সাধারণ কৃষকের সাথে আলোচনা।

১১। সরেজমিনে পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

মোসাঃ তাজকেরা খাতুন, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ গত ১৯.১১.২০১৮ তারিখ ময়মনসিংহ, ২৫.১১.২০১৮ তারিখ কুষ্টিয়া, ২৬.১১.২০১৮ তারিখ যশোর ও খুলনা, ২৭.১১.২০১৮ তারিখ সাতক্ষীরা, ০২.১২.২০১৮ তারিখ কক্সবাজার এবং ০৯.১২.২০১৮ তারিখ চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প - ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতের ধান, পাট, ও গমের উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করায় কৃষকদের কৃষি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন জাত ও উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকগণের আগ্রহ বেড়েছে। তবে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাট ও গম চাষের চেয়ে ধানের প্রদর্শনী অধিকতর প্রসারিত হচ্ছে। তন্মধ্যে বিরি-৫২, বিরি-৫০, বিরি-২৯, বিরি-২৮ এবং বিরি-২৩ জাতের ধান বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রতিটি প্রদর্শনীতে কৃষকের ব্যক্তিগত জমি (কম বেশী ১ একর,) ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন প্রদর্শনীতে একাধিক কৃষকের জমিও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকল্পের প্রদর্শনী খাত হতে বিএডিসি থেকে ভিত্তি বীজ সংগ্রহ করে প্রদর্শনী প্রাপ্ত কৃষককে প্রতি একরের জন্য ১০ কেজি ভিত্তি বীজ বাবদ ৪০০.০০ টাকা, ১৫০০.০০ টাকার সম পরিমান সার, সাইনবোর্ড, রেজিষ্টার, ৬টি চটের বস্তা ১০০০.০০ টাকা সহ অন্যান্য উপকরণ বাবদ মোট ৩৭০০.০০ টাকার পরিমান সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানান যে, প্রতিটি ধানক্ষেত প্রদর্শনীতে কমপক্ষে ১৫০০.০০ টাকার ইউরিয়া সার, ৯৯০.০০ টাকার টিএসপি সার এবং ৯০০.০০

টাকার MOP সার ও কীটনাশকসহ চাষ, ধান কাটা ও মাড়াই বাবদ প্রায় ১৫০০০.০০ টাকার প্রয়োজন হয়। প্রকল্প হতে প্রতি ধান প্রদর্শনীর জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়; তা প্রয়োজনীয় তুলনায় খুবই অপ্রতুল। প্রদর্শনী প্রাপ্ত কৃষকদের বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ন্যূনতম ৭০০ কেজি। বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক কৃষককে ৬ টি করে চটের বস্তা ও পলিথিন সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী কার্যক্রমে কৃষক পর্যায়ে ভিত্তি বীজ ব্যবহার করে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে মর্মে দেখা যায়। পরিদর্শনকৃত জেলাসমূহে প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনীর সংখ্যা ও উৎপাদিত বীজের পরিমান নিম্নের টেবিলে উপস্থাপন করা হলঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	টেবিল: প্রকল্প মেয়াদকালে বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা ও বীজ উৎপাদন									
		প্রকল্প মেয়াদকালে প্রদর্শনীর সংখ্যা					প্রকল্প মেয়াদকালে উৎপাদিত বীজ (মে. টন)				
		বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট
১	ময়মনসিংহ	১৭৮০	৫৪০	২৬৪০	৩০০	৬০	১২৪৬	৩৭৮	১৮৪৮	১৫০	০.৬
২	কুষ্টিয়া	৮৭০	৬৬০	১০২০	১২০	৪৫০	৬০৯	৪৬২	৭১৪	৬০	৪.৫
৩	যশোর	১৩৫০	১৩২০	১৯২০	৯০	৩৬০	৯৪৫	৯২৪	১৩৪৪	৪৫	৩.৬
৪	খুলনা	৯০০	৯০	১৩৫০	৬০	০	৬৩০	৬৩	৯৪৫	৩০	০
৫	সাতক্ষীরা	৯৬০	২৯৬	৯৬০	৯০	৩০	৬৭২	২০৭	৬৭২	৪৫	০.৩
৬	কক্সবাজার	৭৫০	৩৬০	৯৯০	০	০	৫২৫	২৫২	৬৯৩	০	০
৭	চাপাইনবাবগঞ্জ	৮৪০	৫৭০	৬৯০	৬৩০	১৫০	৫৮৮	৩৯৯	৪৮৩	৩১৫	১.৫
	মোট	৭৪৫০	৩৮৩৬	৯৫৭০	১২৯০	১০৫০	৫২১৫	২৬৮৫	৬৬৯৯	৬৪৫	১০.৫

১১.১। ময়মনসিংহ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

"চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে ময়মনসিংহ জেলায় ২৬৪০ টি আমন, ৭৮০ টি বোরো এবং ৫৪০ টি আউশ ধান, ৩০০ টি গম ও ৬০ টি পাটের প্রদর্শনী এবং সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় আউস, আমন ও বোরো ধান এবং গম ও পাট বীজ উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৭৮, ১৮৪৮, ১২৪৬, ১৫০ ও ০.৬ মেট্রিক টন। পরিদর্শনকালে আরও জানা যায় , বিভিন্ন প্রকার ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন প্রকার ধান, গম ও পাটের প্রদর্শনী ও বীজ উৎপাদনের তথ্যাদি নিম্মের টেবিলে দেখানো হলো।

পরিদর্শনকালে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বাঘের পাড়া গ্রামে জনাব মোঃ ইয়াসিন আবাদাত (টেলিফোন নং-০১৯৮৮৭৪৪১৪২), ভালুকা উপজেলার সুবিধাভোগী কৃষক জনাব আব্বাস উদ্দিন (ব্রি-৭৫) (টেলিফোন নং-০১৭৩৪৭৪০৪৫৪),২। জনাব মিরাজ, ৩। জনাব মোঃ এনামুল হক (টেলিফোন নং-০১৮৬৫৮৭৩৩৬৩), ৪। জনাব বিল্লাল হোসেন (টেলিফোন নং-০১৯৪১৩১১৯৪২), ৫। জনাব হাফিজ উদ্দিন (টেলিফোন নং-০১৭৩২৬৯৪৫১৭), ৬। জনাব আবু তাহের (টেলিফোন নং-০১৭৯০২৬৪৪৭০), ত্রিশাল উপজেলার ১। জনাব লিয়াকত আলী, ২। জনাব নুরুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৯১১৫৪৮৩৪৬), ৩। সাথী বেগম (টেলিফোন নং-০১৭৪৬৪২৭০৫০), মুক্তাগাছা উপজেলার শ্রী মলিন চন্দ্র দাস (টেলিফোন নং-০১৫৫৩৩৯৯০৫১), জানান যে, তারা বর্তমান প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং বিভিন্ন উন্নত জাতের ধান যেমন - বিনা- ৭ , বিনা- ১৪, বিনা- ১৬, বিনা - ১৯, ব্রি- ৪৯ (উচ্চু ভূমিতে), ব্রি- ৪৮, ব্রি- ৫১,ও ৫২ (জলমগ্ন), ব্রি- ৫৮, ব্রি-৬৪, ব্রি- ৭৪, ব্রি - ৮২ প্রভৃতি জাতের ধান চাষ করেছেন। প্রকল্প কার্যালয় থেকে বিভিন্ন জাতের ১০ কেজি বীজ , সার (লাল (পটাশ)- ৩০ কেজি,টিএসপি- ৩০ কেজি, সালফার-২০ কেজি, জিঙ্ক-১ কেজি) ও কীটনাশক এবং বীজ সংরক্ষণের জন্য ভিতরে পলিথিন সহ ৬টি করে চটের বস্তা সরবরাহ করা হয়েছে।

টেবিল : ময়মনসিংহ জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী প্রদর্শনীর সংখ্যা ও বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন)										
অর্থ বছর	ময়মনসিংহ জেলায় প্রদর্শনীর সংখ্যা					ময়মনসিংহ জেলায় বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)				
	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট
২০১৩-১৪	০	০	৯০	০	০	০	০	৬৩	০	০
২০১৪-১৫	১২০	০	৩০	০	৬০	৮৪	০	২১	০	০.৬
২০১৫-১৬	৩৪০	১৮০	৮৪০	৬০	০	২৩৮	১২৬	৫৮৮	৩০	০
২০১৬-১৭	৬৬০	১৮০	৮৪০	১২০	০	৪৬২	১২৬	৫৮৮	৬০	০
২০১৭-১৮	৬৬০	১৮০	৮৪০	১২০	০	৪৬২	১২৬	৫৮৮	৬০	০
মোট	১৭৮০	৫৪০	২৬৪০	৩০০	৬০	১২৪৬	৩৭৮	১৮৪৮	১৫০	০.৬

পরিদর্শনকালে দেখা যায় কিছু কিছু জমির ধান পড়ে গেছে এবং কিছু ধান খাড়া আছে। কৃষকেরা জানায় মাঠ ভিজা থাকার জন্য কিছুটা পড়ে গেছে। বিশেষতঃ বিনা ধান পাকলে পড়ে যায়। সাধারণত গড়ে প্রতি একরে ৬০ মন ধান পাওয়া যায়। ধান কাটার সংগে সংগে মন প্রতি ৭৫০ টাকা দরে ধান বিক্রয় করা যায়। তবে , ৭৫০/- টাকা দরে বিক্রি করলে কৃষকের ক্ষতি হয়। বীজ সংরক্ষণ করলে ১০০০/- টাকা মন দরে বিক্রয় করা যায়। আবার অনেক সময় সম্পূর্ণ ধানের বীজ বিক্রয় না হওয়ার আশংকা থাকে। তারা ছোট ছোট প্যাকেট করে বীজ বিক্রি করতে পারলে লাভ হয় এবং বিএডিসি'র উপর নির্ভরতা কমে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।



চিত্র - ১ : ভালুকা উপজেলার সুবিধাভোগী কৃষক জনাব আব্বাস উদ্দিন (ব্রি-৭৫) এর ধানক্ষেত



চিত্র - ২: মুক্তাগাছা উপজেলার শ্রী মলিন চন্দ্র দাসের ব্রি ধান-৫৮ এর বীজ সংরক্ষণ

পরিদর্শনকালে মুক্তাগাছা উপজেলার শ্রী মলিন চন্দ্র দাসের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে জানা যায়, তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের বর্তমানে চলমান NATP ও খামার যান্ত্রীকরণ প্রকল্পসহ পূর্ববর্তী একাধিক প্রকল্প যেমন - AICC, AEC (ICM) এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সুবিধাভোগী কৃষক। এ প্রসংগে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে , তিনি একজন সম্ভাবনাময় কৃষক। বিধায় তাকে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তবে একজন কৃষককে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রণোদনা না দিয়ে এলাকার অন্যান্য সম্ভাবনাময় কৃষককে প্রণোদনা প্রদানের জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ কৃষি সম্প্রসারণের অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তাদের পরামর্শ দেয়া হল।

১১.২। কুষ্টিয়া জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে কুষ্টিয়া জেলায় ১০২০ টি আমন, ৮৭০টি বোরো এবং ৬৬০ টি আউশ ধান, ১২০টি গম ও ৪৫০টি পাটের প্রদর্শনী এবং সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া জেলায় আউস, আমন ও বোরো ধান এবং গম ও পাট বীজ উপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৬২, ৭১৪, ৬০৯, ৬০ ও ৪.৫মেট্রিক টন । পরিদর্শনকালে আরও জানা যায়, বিভিন্ন প্রকার ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে কুষ্টিয়া জেলায় বিভিন্ন প্রকার ধান, গম ও পাটের প্রদর্শনী ও বীজ উৎপাদনের নিম্মের তথ্যাদি টেবিলে দেখানো হলোঃ

অর্থ বছর	টেবিল : কুষ্টিয়া জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী প্রদর্শনীর সংখ্যা ও বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন)									
	কুষ্টিয়া জেলায় প্রদর্শনীর সংখ্যা					কুষ্টিয়া জেলায় বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)				
	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট
২০১৩-১৪	০	০	৯০	০	০	০	০	৬৩	০	০
২০১৪-১৫	৬০	৬০	২১০	০	১২০	৪২	৪২	১৪৭	০	১.২
২০১৫-১৬	১৮০		২৪০	১২০	১২০	১২৬	০	১৬৮	৬০	১.২
২০১৬-১৭	৩৬০	৩০০	২৪০	০	১২০	২৫২	২১০	১৬৮	০	১.২
২০১৭-১৮	২৭০	৩০০	২৪০	০	৯০	১৮৯	২১০	১৬৮	০	০.৯
মোট	৮৭০	৬৬০	১০২০	১২০	৪৫০	৬০৯	৪৬২	৭১৪	৬০	৪.৫

পরিদর্শনকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৯২৪৭৬১৬৩), কুমার খালী উপজেলার বেলগাছি **ও শিলাইদহ** গ্রামের জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার (টেলিফোন নং-০১৭৬৭৪১২৪৮৮) সহ উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানায় যে, প্রকল্প চলাকালীন ডিএই এর স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ তাদেরকে ১০ কেজি বীজ, ৬টি চটের বস্তা ও সার (টিএসপি-২৫ কেজি, পটাশ-

২৫ কেজি, এমপি-২৫ কেজি, ইউরিয়া-২০ কেজি, জিপসাম-২০ কেজি ১ কেজি জিঙ্ক) সরবরাহ করা হয়েছে। তারা জানায় যে, আউশ ধানের জন্য ব্রি-৪৮ আমনের জন্য বীনা- ২৭, ব্রি-৬২,৭১, বোরোতে ব্রি-৬৩ জাতের ধান আবাদ করে থাকেন। ভাল বীজ সরবরাহ করা হয় বলে উৎপাদন ভাল হয় মর্মে তারা মত ব্যক্ত করেন। পাটে, গম বা অন্যান্য ফসলের চেয়ে তারা ধান চাষে অধিক আগ্রহী কেন এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা জানায় যে, পাট চাষ করা অনেক কষ্টকর, পাট ভিজানোর জন্য পানি পাওয়া দুস্কর এবং অনেক সময় বিক্রয় করে যথা সময় দাম পাওয়া যায় না। তবে গম চাষ কিছু কিছু জমিতে করা হয়। গম ইঁদুরে কেটে ফেলে ফলন অনেক কমে যায় বিধায় কৃষকেরা গম চাষে বেশী আগ্রহ দেখায় না। তাছাড়া ১ দিনের প্রশিক্ষণ ও যাথেষ্ঠ নয় মর্মে মতমত ব্যক্ত করেন এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ অন্ততঃ ৫দিন বা প্রতি ২ মাস পর ১/২ দিনের প্রশিক্ষণের অনুরোধ জানান।



চিত্র - ৩ : কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জনাব মোঃ আরিফুল ইসলামের পাট সংরক্ষণ



চিত্র - ৪ : কুষ্টিয়া কুমার খালী উপজেলার **বেলগাছি ও** শিলাইদহ গ্রামের ধানের বীজ পরিচর্যা কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ

১১.৩। যশোর জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে যশোর জেলায় ২১১৫০০০.০০ টাকা ব্যয়ে ১৯২০ টি আমন, ১৩৫০ টি বোরো এবং ১৩২০ টি আউশ ধানের প্রদর্শনী এবং সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে যশোর জেলায় বিভিন্ন প্রকার ধানের বীজ উৎপাদনের তথ্যাদি টেবিল এ দেখানো হলো। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলায় ৯৯০০০.০০ টাকা ব্যয়ে মোট ৩৯০ জন কৃষককে ১৩৪৪ টি আমন, ৯৪৫ টি বোরো এবং ৯২৪ টি আউশ ধানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

যশোর জেলায় কৃষক প্রশিক্ষণের তথ্যাদি নিম্মের টেবিলে দেখানো হলঃ

অর্থ বছর	যশোর জেলায় প্রদর্শনীর সংখ্যা					যশোর জেলায় বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)				
	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট
২০১৩-১৪	০	০	৪৮০	০	০	০	০	৩৩৬	০	০
২০১৪-১৫	৯০	৬০	৯০	০	১২০	৬৩	৪২	৬৩	০	১.২
২০১৫-১৬	৩০০	৪২০	৪৫০	৯০	১২০	২১০	২৯৪	৩১৫	৪৫	১.২
২০১৬-১৭	৪৮০	৪২০	৪৫০	০	০	৩৩৬	২৯৪	৩১৫	০	০
২০১৭-১৮	৪৮০	৪২০	৪৫০	০	১২০	৩৩৬	২৯৪	৩১৫	০	১.২
মোট	১৩৫০	১৩২০	১৯২০	৯০	৩৬০	৯৪৫	৯২৪	১৩৪৪	৪৫	৩.৬

পরিদর্শনকালে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার জনাব আবু বকর সিদ্দিক (টেলিফোন নং-০১৭২১৫৮৯০২৩), জনাব শাহিদুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭২২৫৭৩৪৮৫), জনাব পান্না রহমান (টেলিফোন নং-০১৭২৭৭৯৪৩৯৬), মাহমুদা খাতুন (টেলিফোন নং-০১৭২৮৮৪)৯৬৮০, জনাব বজলুর রহমান (টেলিফোন নং-০১৭৩৯২১৯৬১৩), জনাব আব্দুল জব্বার (টেলিফোন নং-০১৭২৩৭৪৫৯২৪), জনাব আব্দুল সামাদ (টেলিফোন নং-০১৭৩৯৫৪৩৪৯১), কেশবপুর উপজেলার মাগুরা/ভাংগা গ্রামের জনাব মতিয়ার রহমান (টেলিফোন নং-০১৯১৭৩১৭২৪১), মোঃ হাবিবুর রহমান , বিদ্যানন্দকাঠী গ্রামের জনাব খন্দকার আরিফ নেওয়াজ (টেলিফোন নং-০১৭৯০২৮২২৩৬), **তেঘারি গ্রামের** জনাব হাবিবুর রহমান (টেলিফোন নং-০১৯২৩৯৪৪৭২২) জানান যে, বীণা ধান- ৭ এলাকায় বেশ

জনপ্রিয়। কেননা এ ধান উৎপাদনে সময় কম লাগে। তাছাড়া স্থানীয় কাটারীভোগ চাল, ব্রি-৪৮, ৪৯, এবং বোরোর জন্য ব্রি-২৮ ও ৮১ এলাকায় বেশ উপযোগী। তারা ধান উৎপাদনের জনা বীজ, সার, কীট নাশক ও বীজ সংরক্ষণের জন্য ৪টি করে বস্তা পেয়েছেন।



চিত্র - ৫: **যশোর** জেলার **মনিরামপুর** উপজেলার জনাব আবু বকর সিদ্দিকের ধানের বীজ সংরক্ষণ



চিত্র - ৬ : যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার মাগুরা/ভাংগা গ্রামে ধান মাড়াই কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ



চিত্র - ৭ : **যশোর** জেলার **কেশবপুর** উপজেলার **মাগুরা/ভাংগা** গ্রামের মোঃ হাবিবুর রহমানের পাট বীজের ক্ষেত



চিত্র - ৮ : খুলনা জেলার ডুমুড়িয়া উপজেলার চুকনগর গ্রামের সুবিধাভোগী কৃষক জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডলের ব্রি-৪৮ জাতের ধানের বীজ সংরক্ষণ

তারা ১ দিনের পরিবর্তে অন্ততঃ ৫দিন এবং প্রশিক্ষণ জেলা উপজেলা সদরে আয়োজন না করে কৃষকদের মাঠে করার প্রস্তাব করেন। পরিদর্শনকালে এলাকায় কোন গমের ক্ষেত পরিলক্ষিত হয়নি। কৃষকেরা জানায় যে, দক্ষিণাঞ্চলের লবনাক্তরার প্রভাবে গম চাষের জন্য উপযোগী নয় বিধায় কৃষকেরা গম চাষে আগ্রহী নয়। পরিদর্শনকালে কেশবপুর উপজেলায় মাগুরা ডাংগা গ্রামে জনাব মতিয়ার রহমানের ক্ষেতে পাটের বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে মর্মে দেখা যায়। জনাব মতিয়ার রহমান জানান যে, তিনি JRO অর্থাৎ ভারতীয় ৫২৪ জাতের পাটের বীজ চাষ করছেন। তিন ১ বিঘা জমিতে পাটের চাষ করেছেন। একরে ৪০ মন পাটের বীজ হতে পারে। তিনি প্রতি মন ১৭০০/- টাকা বিক্রয়ের আশা করেছেন। তিনি জানায় যে, পাট চাষ ধানের চেয়ে অধিক লাভ জনক। তবে, পাট বীজ বিক্রয় না হবার আশংকা রয়েছে।

১১.৪। খুলনা জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

‘‘চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে খুলনা জেলায় ২১১৫০০০.০০ টাকা ব্যয়ে ১৩৫০ টি আমন, ৯০০ টি বোরো এবং ৯০ টি আউশ ধানের প্রদর্শনী এবং সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে খুলনা জেলায় বিভিন্ন প্রকার ধানের বীজ উৎপাদনের তথ্যাদি টেবিল এ দেখানো হলো। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলায় ৯৯০০০.০০ টাকা ব্যয়ে মোট ৩৯০ জন কৃষককে ৯৪৫ টি আমন, ৬৩০ টি বোরো এবং ৬৩ টি আউশ ধানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। খুলনা জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী প্রদর্শনীর সংখ্যা ও বীজ উৎপাদনের তথ্যাদি নিম্মের টেবিলে দেখানো হলঃ

অর্থ বছর	খুলনা জেলায় প্রদর্শনীর সংখ্যা					খুলনা জেলায় বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)				
	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট
২০১৩-১৪	০	০	২৪০	০	০	০	০	১৬৮	০	০
২০১৪-১৫	৯০	০	১২০	০	০	৬৩	০	৮৪	০	০
২০১৫-১৬	১৮০	৩০	৩৩০	০	০	১২৬	২১	২৩১	০	০
২০১৬-১৭	৩৬০	৩০	৩৩০	০	০	২৫২	২১	২৩১	০	০
২০১৭-১৮	২৭০	৩০	৩৩০	৬০	০	১৮৯	২১	২৩১	৩০	০
মোট	৯০০	৯০	১৩৫০	৬০	০	৬৩০	৬৩	৯৪৫	৩০	০

পরিদর্শনকালে খুলনা জেলার ডুমুড়িয়া উপজেলার চুকনগর গ্রামের সুবিধাভোগী কৃষক জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, জনাব মাহবুবুর রহমান (টেলিফোন নং-০১৯১৮৮০৪৯৮৩), জনাব আব্দুল হালিম (টেলিফোন নং-০১৯৮১৮৯১৩৪৪), জনাব আবু বকর সরদার (টেলিফোন নং-০১৭২৭৭৩৮৮৬৫), জনাব আমজাদ হোসেন মন্ডল (টেলিফোন নং-০১৯৫৬৬৯৪৫০০) সহ উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান, তিনি ব্রি-২৮, ৪৮ জাতের ধানের চাষ করেছেন। তারা জানায় যে, ব্রি- ২৮ জাতের ধানে ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পায়। তবে হাইব্রিড জাতের উৎপাদন বেশী, রোগের প্রার্দুভাব কম হলেও হাইব্রিড ধানের চাল ভাল সুস্বাদু না হওয়ায় , চাহিদা কম। ফলে কৃষকেরা এই হাইব্রিড ধান চাষে আগ্রহী হয়না।

১১.৫। সাতক্ষীরা জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে সাতক্ষীরা জেলায় ২১১৫০০০.০০ টাকা ব্যয়ে ৯৬০ টি আমন, ৯৬০ টি বোরো এবং ২৯৬ টি আউশ ধানের প্রদর্শনী এবং সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে সাতক্ষীরা জেলায় বিভিন্ন প্রকার ধানের বীজ উৎপাদনের তথ্যাদি টেবিল – ১ এ দেখানো হলো। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলায় ৯৯০০০.০০ টাকা ব্যয়ে মোট ৩৯০ জন কৃষককে ৬৭২ টি আমন, ৬৭২ টি বোরো এবং ২০৭ টি আউশ ধানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী প্রদর্শনীর সংখ্যা ও বীজ উৎপাদনের তথ্যাদি নিম্মের টেবিলে দেখানো হলঃ

অর্থ বছর	সাতক্ষীরা জেলায় প্রদর্শনীর সংখ্যা					সাতক্ষীরা জেলায় বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)				
	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট
২০১৩-১৪	০	০	২৭০	০	০	০	০	১৮৯	০	০
২০১৪-১৫	৬০	২৬	৯০	০	০	৪২	১৮.২	৬৩	০	০
২০১৫-১৬	২১০	৯০	৩০০	৩০	৩০	১৪৭	৬৩	২১০	১৫	০.৩
২০১৬-১৭	৪২০	৯০	০	৩০	০	২৯৪	৬৩	০	১৫	০
২০১৭-১৮	২৭০	৯০	৩০০	৩০	০	১৮৯	৬৩	২১০	১৫	০
মোট	৯৬০	২৯৬	৯৬০	৯০	৩০	৬৭২	২০৭.২	৬৭২	৪৫	০.৩

পরিদর্শনকালে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ উত্তর কদমতলী গ্রামের জনাব শুকুমার মন্ডল (টেলিফোন নং-০১৯৫৭৫৭১৬৭৬), শ্রীপল কাঠী (ঈশ্বরপুর) গ্রামের জনাব শাহনিয়াজ (টেলিফোন নং-০১৯২২৩২৫৮২৫) সহ উপস্থিত ক্রষকবৃন্দ জানান যে, এলাকার লবনাক্ত এলাকায় বি-আর ১০, ৩০ ও ব্রি-৩৫ বেশ উপযোগী। আগে এ সমস্ত জাত চাষ হত। বর্তমানে ব্রি-৫১, ৫২ জাতের বেশ উপযোগীতাও জনপ্রিয়। তারা জানায় যে, তারা প্রকল্পের বীজ, সার ও সংরক্ষণের জন্য বস্তা পেয়েছেন। তারা অন্ততঃ ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়। প্রশিক্ষণের পরেও তা অব্যহিত রাখার অনুরোধ করেন।



চিত্র - ৯: সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ উত্তর কদমতলা গ্রামের জনাব শুকুমার মন্ডলের ধানক্ষেত



চিত্র - ১০ : কক্সবাজার সদর উপজেলার খরুলিয়া গ্রামের জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের পার্চিং করা ধানক্ষেত

১১.৬। কক্সবাজার জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে কক্সবাজার জেলায় ২১১৫০০০.০০ টাকা ব্যয়ে ৯৯০টি আমন, ৭৫০টি বোরো এবং ৩৬০টি আউশ ধানের প্রদর্শনী এবং সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে কক্সবাজার জেলায় বিভিন্ন প্রকার ধানের বীজ উৎপাদনের তথ্যাদি টেবিল এ দেখানো হলো। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় ৯৯০০০.০০ টাকা ব্যয়ে মোট ৩৯০ জন কৃষককে ৬৯৩টি আমন, ৫২৫টি বোরো এবং ২৫২টি আউশ ধানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী প্রদর্শনীর সংখ্যা ও বীজ উৎপাদনের তথ্যাদি নিম্মের টেবিলে দেখানো হলঃ

অর্থ বছর	কক্সবাজার জেলায় প্রদর্শনীর সংখ্যা					কক্সবাজার জেলায় বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)				
	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট
২০১৩-১৪	০	৩০	৬০	০	০	০	২১	৪২	০	০
২০১৪-১৫	৬০	৩০	২১০	০	০	৪২	২১	১৪৭	০	০
২০১৫-১৬	১৫০		২৪০	০	০	১০৫	০	১৬৮	০	০
২০১৬-১৭	২৭০	১৫০	২৪০	০	০	১৮৯	১০৫	১৬৮	০	০
২০১৭-১৮	২৭০	১৫০	২৪০	০	০	১৮৯	১০৫	১৬৮	০	০
মোট	৭৫০	৩৬০	৯৯০	০	০	৫২৫	২৫২	৬৯৩	০	০

পরিদর্শনকালে কক্সবাজার সদর উপজেলার খরুলিয়া গ্রামের জনাব নজরুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৮৫৫৪৯৯১২২), জনাব জীবাংশ দাস (টেলিফোন নং-০১৭১০৩৬৮৪০২), জনাব মোঃ ফজলুর রহমান (টেলিফোন নং-০১৮৩২৮৯৯০৩৫) সহ উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, কক্সবাজার জেলার ব্রি- ২৫, ৪৮, ৪৯ জাতের বেশ জনপ্রিয়। তিনি জানান যে, প্রকল্প কালীন ডিএই এর স্থানীয় কার্যলয় থেকে বীজ, সার ও কীট নাশকও সরক্ষণের জন্য বস্তা পেয়েছেন। তবে বর্তমানে প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ায় আর সুবিধা পাওয়া যাবেনা, সুতরাং অনেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে বলে আশংকা ব্যক্ত করেন। তারা জানায় যে, প্রকল্পের আওতায় সারি করে ধান লাগানো, পাখি তাড়ানোর জন্য পাচিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

১১.৭। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ২১১৫০০০.০০ টাকা ব্যয়ে ৬৯০ টি আমন, ৮৪০ টি বোরো এবং ৫৭০ টি আউশ ধানের প্রদর্শনী এবং সম্পন্ন করা হয়েছে। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী প্রদর্শনীর সংখ্যা ও বীজ উৎপাদনের পরিমাণ নিম্মের টেবিলে দেখানো হলঃ

অর্থ বছর	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় প্রদর্শনীর সংখ্যা					চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)				
	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট
২০১৩-১৪	০	০	৯০	০	০	০	০	৬৩	০	০
২০১৪-১৫	৬০	৩০	১৫০	৩০	৩০	৪২	২১	১০৫	১৫	০.৩

অর্থ বছর	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় প্রদর্শনীর সংখ্যা					চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)				
	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট	বোরো	আউশ	আমন	গম	পাট
২০১৫-১৬	১৮০		১৫০	১৫০	৬০	১২৬	০	১০৫	৭৫	০.৬
২০১৬-১৭	৩০০	২৭০	১৫০	৪৫০	৬০	২১০	১৮৯	১০৫	২২৫	০.৬
২০১৭-১৮	৩০০	২৭০	১৫০	০	০	২১০	১৮৯	১০৫	০	০
মোট	৮৪০	৫৭০	৬৯০	৬৩০	১৫০	৫৮৮	৩৯৯	৪৮৩	৩১৫	১.৫

পরিদর্শনকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জয়নালপুর গ্রামের জনাব মোহাম্মদ জয়নাল (নরেন্দ্রপুর) (টেলিফোন নং-০১৭২১০৮৩৭৮৯), নরেন্দ্রপুর গ্রামের জনাব জনাব মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৫৯১৯০৬৩৬), বাগডাংগা গ্রামের জনাব মোঃ এহসান উল্লাহ দুলাল (টেলিফোন নং ০১৭৩১০৭৬৮৫৬), চর বাগডাংগা গুয়ালডুবি গ্রামের জনাব মোঃ নরুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৯৯৪৬৬৫৩১), জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৭৩৭৮৬৫০৩), চন্দ্র নারায়নপুর গ্রামের জনাব মোঃ আব্দুল খালেক (টেলিফোন নং-০১৭২২০০৬১২৮) নবাব জায়গীর গ্রামের জনাব মোঃ এনামুল হক (টেলিফোন নং-০১৭২৫১০৯৯৭০), জনাব মোঃ ওয়াহিদুল (টেলিফোন নং-০১৭১৮৫৭৬৬৭৫) সহ উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, তারা প্রকল্পের আওতায় ১ দিনের প্রশিক্ষণ, সার, বীজ, কীটনাশক ও চটের বস্তা পেয়েছেন। তারা ব্রি- ২৮, ৪৮, ৪৯, ৫৫, ৫৮, বিনা-১৯ ইত্যাদি জাতের ধান চাষ করে থাকেন। এ সমস্ত জাতের ধানের উৎপাদন বিঘা প্রতি প্রায় ২৩-২৪ মন।



চিত্র - ১১: চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাগডাংগা গ্রামের জনাব মোঃ এহসান উল্লাহ (দুলাল) এর ব্রি ৪৮ জাতের ধানের বীজ সংরক্ষণ



চিত্র - ১২: চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চর বাগডাংগা গুয়ালডুবি গ্রামের চাষী জনাব নুরুল ইসলা্মের পাট বীজের ক্ষেত

পরিদর্শনকালে দেখা যায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার কোন গমের ক্ষেত দেখা যায়নি। তবে চর বাগভাংগা, গুয়ালতুবি গ্রামের চাষী জানাব নুরুল ইসলাম, বাগডাংগা গ্রামের জনাব মোঃ এহসান উল্লাহ (দুলাল) জানায় যে, পাট দেশের সোনালী আঁশ, তবে পাট চাষ করে চাষীরা যথা সময়ে পাটের বীজ বিক্রয় করতে পারেনা। স্থানীয় বিএডিসি অফিসে তারা পাটের বীজ বিক্রয় করতে পারেনা। ফলে পাটের বীজ যেহেতু কোন খাদ্য শস্য নয় বিধায় বীজ বিক্রয় করতে না পারলে কৃষকেরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাট চাষ ধানের চেয়ে বেশী লাভবান। তারা JRO বা ভারতীয় ৫২৪ জাতের পাটের চাষ করে থাকে। পাটের বীজ ৫০০০/- টাকা মন। ক্ষরা সহিষ্ণু ব্রি- ৬৩, ৮১ জাতের কথা শুনেছেন তবে তারা এখনও এ সমস্ত জাতের বীজ পায়নি। গমের জাত ২৫, ২৬ ইঁদুরে কাটে, ২৮, ৩০ ভাল। তবে কৃষকেরা আগ্রহী নয়। পাটের বীজ হতে তিনি প্রতি মন ১৭০০/- টাকা বিক্রয়ের আশা করেছেন। তিনি জানায় যে, পাট চাষ ধানের চেয়ে অধিক লাভ জনক।

(ঙ) প্রকল্পের বিশ্লেষণমূলক তথ্যাদিঃ

১২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ক) শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকের ক্রয় সীমার আওতায় যথা সময়ে যথাস্থানে উপযুক্ত জাতের গুনগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা;	ক) প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের নিকট উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থান ভিত্তিক বিভিন্ন জাতের বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
খ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গুনগত মানসম্পন্ন ১,১৯,৭০০ মেঃ টন ধান, ১২,৫১০ মেঃ টন গম এবং ১১০,০৩ মেঃ টন পাটের বীজ উৎপাদন করা ও কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা;	খ) প্রকল্পের মেয়াদে ১,৬১,৩৪৮ মেঃ টন ধান, ১২,৯৪০ মেঃ টন গম এবং ১০৪ মেঃ টন পাটের বীজ উৎপদিত হয়েছে এবং তা কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকদের ভাল বীজের চাহিদা পূরণ হবে। অন্যদিকে

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
	গবেষণা পর্যায়ে থেকে মাঠ পর্যায়ে নতুন জাতের উদ্ভাবিত জাতের প্রসার ঘটেছে;
গ) গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত নতুন এবং স্থানভিত্তিক প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের মাঠ পর্যায়ে বিস্তারের বিস্তারের লক্ষ্যে কৃষক , সম্প্রসারণ ও গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা;	গ) প্রকল্পের আওতায় নতুন ও স্থানীয় প্রাতিকূলতা সহিষ্ণু জাত যেমন ব্রি- ধান ৪৮, ৪৯, ৫২, ৬৩, ৬৭, ৭০, ৭৫, ৭৬, ৭৭ বিনা- ধান ১০, ১৪ ইত্যাদি জাতের ধানের দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে কৃষক সম্প্রসারণ ও গবেষণা পর্যায়ের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে;
ঘ) সাসটেইনেবল বীজ উৎপাদনকারী ও বীজ সরবরাহকারী সৃষ্টির সৃষ্টির মাধ্যমে ২০৭০০ জন গ্রামীণ যুবকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;	ঘ) দেশের বিভিন্ন স্থানে ২০৭, ০২৩, টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে গুণগত বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং বীজ উৎপাদন ও ব্যবসার মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;
ঙ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত মোট কৃষকের অন্ততঃ ৩০% মহিলাকে কৃষি কাজে সম্পৃক্ত করা। কমপক্ষে ৬২,১০০ জন মহিলাকে গুনগত বীজ উৎপাদন ও ফসল সংগ্রহ উদ্ধার কাজে সম্পৃক্ত করা;	ঙ) গুণগত মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করণে মহিলাদের সরাসরি সম্পৃক্ত করণের ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং দারিদ্রবিমোচনের মাধ্যমে পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
চ) পরিবেশের উন্নয়ন মাটির গুনগত মান রক্ষার নিমিত্ত জৈব সার এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি (ICM) ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা।	চ) ৮৬২৩টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে প্রায় ২০,০০,০০০ জন কৃষককে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি, জৈব সার ব্যবহার, আলোক ফাঁদ, sweeping, net, dike cropping ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকেরা স্বল্প মূল্যের পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে।

১৩. উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে।

১৪. অডিটঃ

প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকেল্পর পিসিআর –এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ও বিভাগীয় অডিট সম্পন্ন হয়েছে। তবে, প্রকল্পের এক্সটানাল অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য পিসিআর-এ উল্লেখ নেই। প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ও বিভাগীয় অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্মের টেবিলে দেখানো হলোঃ

১৪.১. অভ্যন্তরীণ অডিটঃ

সময়কাল	অডিটের তারিখ	প্রধান পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য
২০১৩-১৪	২৩-০৬-২০১৫	ক) সরবরাহকারীর বিল থেকে ২,৭১,০৪০/- টাকা ট্যাক্স বাদ দেয়া হয়েছে; খ) Repairing মূল্যের স্বল্প ভ্যাটের বিপরীতে অতিরিক্ত ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে; গ) জেলা ও উপজেলা অফিসে stock book এবং বিল ভাউচার পরিলক্ষিত হয় নাই।	উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছ।
২০১৪-১৫	৩১-১২-২০১৫	ক) ডিপিপি সংস্থান বহিঃভূত ২টি আদ্রতা পরিমাপক (moistune metre) ক্রয় করা হয়েছে; খ) উপজেলা কার্যালয় সমূহ ঠিকমত বিল ভাউচার দাখিল করেনি; গ) বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।	উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছ।

সময়কাল	অডিটের তারিখ	প্রধান পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য
২০১৫-১৬	০৩-১০-২০১৬	ক) বিএডিসিকে প্রদেয় বিল উপজেলার প্রাক্কলনের সাথে সামন্জস্যপূর্ণ নয়। বিএডি থেকে গৃহীত বীজের invoice পাওয়া যায়নি। খ) যানবাহন মেরামত বাবদ ব্যয়ে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে। গ) কিছু কিছু উপজেলায় stock book এবং সার গ্রহণের কোন প্রমান পত্র পাওয়া যায়নি;	উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছ।
২০১৬-১৭	২৮-১২-২০১৭	ক) উৎস্য কর কর্তন ব্যতীতই ২,৪৮,৫২২.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে; খ) টেন্ডার ব্যতীতই ৩৩,১৬,৪৯৫.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে; গ) সরবরাহকারীর ক্যাশ মেমো ব্যতীতই ১ ,২০,০০০.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে; ঘ) টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন ছাড়াই ২৫,৫৮,৪২০.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে; ঙ) আয়কর কর্তন ব্যতীতই ৫৭,৭৪৩.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে; চ) বিল ভাউচার দাখিল ছাড়াই ৫০,৫৫,৪০০.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে;	উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে।
২০১৭-১৮		পিসিআর এ ২০১৭ -১৮ অর্থ বছরের অডিট সংক্রান্ত কোন তথা সরবরাহ করা হয়নি।	

১৪.২. বিভাগীয় অডিটঃ

সময়কাল	অডিটের তারিখ	প্রধান পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য
২০১৩-১৪		কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।	
২০১৪-১৫			
২০১৫-১৬			
২০১৬-১৭			
২০১৭-১৮			

পরিদর্শনকালে (ক) ২০১৬-২০১৭ সময়কালের ইন্টানাল অডিটে উল্লেখিত আপত্তি সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি ; (খ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ইন্টারনাল অডিট যথা নিয়মে সম্পন্ন এবং (গ) এক্সটানাল অডিট যথা নিয়মে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ

১৫। আইএমইডি'র **পর্যবেক্ষণ**	১৬। আইএমইডি'র মতামত
১৫.১। প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জুলাই , ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এবং মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১১০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ১ম সংশোধনী মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তীত থাকলেও প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫০ .০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২.২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত পর্যন্ত আরএডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ১১১৯৬.০০ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১১১৫৪.০০ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৬৩% (অনুচ্ছেদ ১.৭, ১.৮, ৬);	১৬.১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অনুমোদিত ব্যয়ে প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায় এবং প্রকল্পের উদ্দ্যেশ্য যথাযথভাবে অর্জন করা যায় (অনুচ্ছেদ ১.৭, ১.৮, ৬, ১৫.১);

১৫। আইএমইডি'র **পর্যবেক্ষণ**	১৬। আইএমইডি'র মতামত
১৫.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ যেমন ১ ,১৯,৭০০ মেঃটন ধানের বীজ, ১০,৫০০ মেঃ টন গম বীজ, ১৫০ মেঃ টন পাটের বীজ উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদান্তে ধান ও পাটের বীজ কাঙ্খিত লক্ষ মাত্রার চেয়ে অধিক উৎপাদিত হলেও পাটের বীজ উৎপাদিত হয়েছে ১০৪ .০০ মেঃ টন; যা কাঙ্খিত লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে কম। অপরপক্ষে প্রকল্পের আওতায় ২০,৭০০ যুবকের কর্মসংস্থান , ৬২,১০০ জন মহিলাকে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষেণের কাজে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে দারিদ্রবিমোচনের কথা থাকলেও প্রকল্পের মেয়াদান্তে প্রকৃত পক্ষে কতজন যুবকের কর্মসংস্থান ও কতজন মহিলা বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষেণের কাজে সমৃক্ত হয়েছেন তা উল্লেখ নেই। সুতরাং প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ আংশিক অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ ২, ১২);	১৬.২। পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণকালে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন তা প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ে ও অনুমোদিত ব্যয়ে অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের মেয়াদান্তে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ কতটা অর্জিত হয়েছে তা সংখ্যা তাত্বিকভাবে প্রকল্পের পিসিআরএ উল্লেখ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ২, ১২, ১৫.২);
১৫.৩। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, প্রতিটা প্রদর্শনীর জন্য প্রত্যেক কৃষককে ১০ কেজি ভিত্তি বীজ বাবদ ৪০০.০০ টাকা, সার ১৫০০.০০ টাকা, ৬টি চটের বস্তা ১০০০.০০ টাকা সহ অন্যান্য উপকরণ বাবদ মোট ৩৭০০.০০ টাকার পরিমাণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। অপর পক্ষে সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানান যে, প্রতিটি ধানক্ষেত প্রদর্শনীতে কমপক্ষে ১৫০০.০০ টাকার ইউরিয়া সার, ৯৯০.০০ টাকার টিএসপি সার এবং ৯০০.০০ টাকার MOP সার ও কীটনাশকসহ চাষ, ধান কাটা ও মাড়াই বাবদ প্রায় ১৫০০০.০০ টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রকল্প হতে প্রতি ধান প্রদর্শনীর জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়; তা প্রয়োজনীয় তুলনায় খুবই অপ্রতুল (অনুচ্ছেদ- ১১);	১৬.৩। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে গ্রহণ করা হলে কিংবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে চলমান অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী ক্রষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং প্রতি প্রদর্শনীর জন্য বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ বাবদ ভর্তুকীর পরিমাণও বৃদ্ধি করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ- ১১, ১৫.৩);
১৫.৪। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউট (ব্রি) প্রতি নিয়ত নতুন নতুন অনেক উন্নত ধানের জাত অবমুক্ত করা হচ্ছে যেমন- লবনাক্ত এলাকার জন্য BRRI ধান -৬৭, জিন্ক সমৃদ্ধ অন্যান্য ব্রি ধান - ৬২, খরা প্রবণ এলাকার উপযোগী (আউস) ব্রি- ৬৫, খরা সহিষ্ণু আমন ব্রি - ৬৬ ও ব্রি-৬১। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ব্রি কর্তৃক ব্রি- ৮৬, ব্রি- ৮৭, ব্রি- ৮৮ ইত্যাদি জাত অবমুক্ত হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনকৃত এলাকা সমূহের কৃষকবৃন্দ জানান যে, তারা ব্রি- ২৮, ব্রি- ৪৮, ব্রি-৫৮, ব্রি- ৬১ ও ব্রি- ৭৫ (সীমিত আকারে) ইত্যাদি জাত সমূহের অধিক চাষ করে থাকেন। অর্থাৎ ব্রি, বারি কর্তৃক অবমুক্তকৃত নতুন জাত সমুহ কৃষক পর্যায়ে পৌছাতে ৪/৫ বছরের অধিক সময় লাগে। সুতরাং কৃষকেরা নতুন জাতের সুবিধাথেকে বঞ্চিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ- ১১);	১৬.৪। ব্রি, বারি, বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ধান, গম ও পাটে নতুন নতুন জাতসমূহ কৃষক পর্যায়ের দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১১, ১৫.৪);

১৫। আইএমইডি'র **পর্যবেক্ষণ**	১৬। আইএমইডি'র মতামত
১৫.৫। পরিদর্শনকৃত এলাকা সমূহের প্রদর্শনী প্রাপ্ত কৃষকবৃন্দ জানায় যে, তাদেরকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা বা উপজেলা সদর কার্যালয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। অনেক প্রদর্শনীই জেলা বা উপজেলা সদর থেকে অনেক দূরে এবং কোন কোন এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় অনেক কৃষকই জেলা বা উপজেলা অফিসে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। তাছাড়া ১ দিনের প্রশিক্ষণ যথেষ্ঠ নয় এবং প্রশিক্ষণ বাবদ কৃষক যে ভাতা পান তার অনেকাংশ যাতায়াত বাবদ খরচ হয়ে যায় মর্মে কৃষকবৃন্দ জানান (অনুচ্ছেদ- ১৯.১);	১৬.৫। পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণ এবং চলমান অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রদর্শনী প্রাপ্ত কৃষদের জন্য জেলা ও উপজেলা সদর ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে কৃষকের দোড়গোড়ায় প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে চলমান অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় বর্তমান ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। তাছাড়া প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও প্রশিক্ষণ ভাতাও বৃদ্ধি করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ- ১১, ১৫.৫);
১৫.৬। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার শ্রী মলিন চন্দ্র দাসের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে জানা যায়, তিনি ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)'' প্রকল্প সহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বর্তমানে চলমান NATP ও খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পসহ পূবর্বর্তী একাধিক প্রকল্প যেমন - AICC, AEC (ICM) এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সুবিধাভোগী কৃষক। এ প্রসংগে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে , তিনি একজন সম্ভাবনাময় কৃষক বিধায় তাকে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তবে একজন কৃষককে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রণোদনা না দিয়ে এলাকার অন্যান্য সম্ভাবনাময় কৃষককে প্রণোদনা প্রদানের জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ কৃষি সম্প্রসারণের অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তাদের পরামর্শ দেয়া হল (অনুচ্ছেদ-১১);	১৬.৬। কোন এলাকার অধিক সংখ্যক কৃষককে বিভিন্ন প্রকার কৃষি সহায়তা/প্রণদনা আওতায় অনায়নের লক্ষ্যে কোন সুবিধাভোগী কৃষক যেন একসাথে একাধিক প্রকল্প থেকে সুবিধা না পায় সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। অধিক সংখ্যক কৃষককে সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত সুবিধাভোগী কৃষকদের একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুতপূর্বক তা অনুসরণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-১১.১, ১৫.৬);
১৫.৭। চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য প্রনয়ণ করা হলেও পরিদর্শনকৃত জেলাগুলিতে অ ধিকাংশ এলাকাতেই শুধুমাত্র ধানের প্রদশনী পরিলক্ষিত হয়েছে। কৃষকবৃন্দ জানায় যে , পাট চাষ করা অনেক কষ্টকর, পাট ভিজানোর জন্য পানি পাওয়া দুস্কর এবং অনেক সময় বিক্রয় করে যথা সময় দাম পাওয়া যায় না। আবার, গম চাষ করলে গম ইঁদুরে কেটে ফেলে ফলন অনেক কমে যায়। বিধায় কৃষকেরা গম ও পাট চাষে দিনে দিনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ- ১১);	১৬.৭। কৃষকবৃন্দ যেন পাট ও গম চাষে অধিক আগ্রহী হয় সে লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যে কারণে পাট ও গম চাষে কৃষকবৃন্দের অনীহা পরিলক্ষিত হয়েছে, সে সমস্ত প্রতিকূলতা দূরিকরণার্থে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিভিন্ন এলাকায় গম ও পাট চাষের উপযোগিতা যাচাই করা যেতে পারে এবং গম ও পাট চাষের সম্ভাবনা থাকলে গম ও পাটের প্রদর্শনী খামার তৈরি করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১১.১, ১৫.৭);
১৫.৮। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার পাট চাষীদের সাথে কথা বলে জানা যায় , ধানের চেয়ে পাট চাষ লাভ জনক। তবে, পাট ভিজানোর জন্য যথেষ্ট পানি না থাকায় তারা বর্তমানে আঁশের জন্য পাট চাষ করতে চায়না। শুধুমাত্র বীজের জন্য ভারতীয় JRO -৫২৪ জাতের পাট চাষ করে থাকে। তবে, পাট বীজ যথা সময় বিক্রয় করতে না পারায়	১৬.৮। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিজেআরআই(যেন বাংলাদেশর মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী কোন জাত উদ্ভাবন করে সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তাছাড়া পাট চাষীরা যেন তাদের উৎপাদিত পাটের আঁশ ও বীজ যথা সময়ে উপযুক্ত মুল্যে বিক্রয় করতে পারে সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর , বিজেআরআই ও বিএডিসি সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয়

এলাকার কৃষকবৃন্দ পাট চাষে আগ্রহী নয় মর্মে জানায় । কৃষক পর্যায়ে পাট বীজের চাহিদা না থাকায় এবং বিএডিসি'র নিকট পাট বীজ বিক্রয় নিয়ে একটি অনিশ্চয়তা থাকায় পাট চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে জানায় (অনুচ্ছেদ-১১.২, ১১.৩, ১১.৭);	উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১১.২, ১১.৩, ১১.৭, ১৫.৮);
১৫.৯। প্রকল্পের ২০১৩-১৪ থেকে পর্যন্ত অ ১৭-২০১৬ভ্যন্তরীণ অডিট , ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় অডিট সম্পন্ন হলেও প্রকল্পের কেন এক্সটানাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পিসিআরএ উল্লেখ নেই। তাছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ইন্টারনাল অডিটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ রয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৫.১);	১৬.৯। প্রকল্পের ২০১৭-১৮ বছরে ইন্টারনাল অডিট এবং পুরো প্রকল্প মেয়াদের এক্সটারনাল অডিট দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অর্থ বছরের অডিটে উল্লেখিত আপত্তি ১৭-২০১৬ সমূহের যথাযথ পন্থায় নিষ্পত্তি করতে হবে(অনুচ্ছেদ-১৫.১, ১৫.৯);
১৫.১০। পরিদর্শনকৃত অনেক এলাকায় কৃষকবৃন্দ সেচের অভাবে শুষ্ক মৌসুমে বোরো ধানের আবাদ করতে পারছেনা। ফলে উন্নত মানের বীজ উৎপাদনসহ দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে (অনুচ্ছেদ-১১); এবং	১৬.১০। পরিদর্শনকৃত এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় যেখানে সেচের অভাবে উন্নত মানের বীজ উৎপাদনসহ দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে সে সমস্ত এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে চলমান অন্য কোন প্রকল্প থেকে সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করে সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা তরান্বিত করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১১, ১৫.১০)
	১৬.১১। অনুচ্ছেদ ১৬ .১ থেকে ১৬.১০ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় আগামী ০২ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।

পরিশিষ্ট-কঃ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

Item of work as per PP	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (+)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	8
Ianpower	3	186.86	3	148	3	38.86
Supply & Service :						0
Out sourcing	4	25	4	25	4	0
Trainig and workshop						0
Farmers training (batch)	6328	1339.1	6328	1338.75	6328	0.35
SAAO training (batch)	150	41.881	150	41.88	150	0.001
Officers training (batch)	55	28.79	55	28.79	55	0
Study visit	63	205.528	63	205.48	63	0.048
National workshop	5	28.1	5	28.1	5	0
Regional workshop	110	164.55	110	164.51	110	0.04
Quality seed production						0
Aus seed	36000	1342.935	36000	1341.18	36000	1.755
Aman seed	75000	2642.79	75000	2587.8	75000	54.99
Boro seed	60000	2241.765	60000	2241.765	60000	0
Wheat seed	25020	1258.86	25020	1258.86	25020	0
Jute seed	11003	176.295	11003	174.9	11003	1.395
Field day	8623	431.15	8623	431.15	8623	0
Travelling allowance	LS	70	LS	70	LS	0
Postage stamp	LS	1.3	LS	1.3	LS	0
Telephone bill	LS	4.094	LS	2	LS	2.094
Registration fee & CNG Convertion (Transport)	LS	4.185	LS	4.18	LS	0.005
Petrolium & Lubricant	LS	144	LS	144	LS	0
Insurance(Transport) -2 nos	LS	5	LS	3.72	LS	1.28
Printing & Publication	LS	230	LS	230	LS	0
Stationary Seals Stamp	LS	136.84	LS	136.84	LS	0
Advertisement & Publicity (Head Quarter, Region, District, Upazilla)	LS	20	LS	20	LS	0
Honourarium	LS	15	LS	15	LS	0
Contingencies	LS	102.205	LS	102.205	LS	0
Monitoring & Evaluation	LS	7	LS	7	LS	0
Impact assessment (mid term)	LS	8	LS	8	LS	0
Repair & Maintenance of vehicles	LS	20	LS	20	LS	0
Other Maintenance	LS	14.776	LS	14.77	LS	0.006
Digital Camera	1	0.5	1	0.5	1	0
Telephone line and set	2	0.14	2	0.14	2	0
Computer (Desktop/ leptop)	4	2.7	4	2.7	4	0

Photocopier	2	4	2	4	2	0
Moisture metre	552	220.8	552	220.8	552	0
Furniture						0
Secreteriate table	3	0.9	3	0.9	3	0
File cabinet	5	0.5	5	0.5	5	0
Chair	15	0.9	15	0.9	15	0
Almira	4	0.8	4	0.8	4	0
Jeep	1	67.76	1	67.76	1	0
Pick-up	1	55	1	55	1	0
Total		11250		11154.18		95.82

"বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ৩০ জুন, ২০১৮)

১। **প্রকল্পের নামঃ** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি।

২। **প্রকল্পভুক্ত এলাকাঃ** গাজীপুর সদর এবং বরশিল সদর।

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

৪। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়:** কৃষি মন্ত্রণালয়

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৩২৭.৮৩ (২৬১২.১৮)	৩১৭৩.৮৩ (২৬১২.১৮)	৩১৭২.৮২ (২৬১২.১৮)	ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত;	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত;	(-) ৪.৬৬%	-

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ**

সামগ্রিক উদ্দেশ্য ঃ

চীন ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে হাইব্রিড ধান গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষক পর্যায়ে উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

- যৌথ গবেষণার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে টেকসই হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং নতুন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপানের প্রযুক্তির উন্নয়ন;
- মাঠ পর্যায়ে আধুনিক চাষাবাদ, আগাছা নিধন, চারাবপন, রোপন, কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো ও ধান ভাঙ্গানো প্রযুক্তি পরিচিতকরণ;
- কৃষক পর্যায়ে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি এবং খামার যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি প্রর্দশনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে সঠিক ফলাফল প্রর্দশনের জন্য বিভিন্ন কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী, অন্যান্য সংগঠন এবং কৃষকদলকে কর্মশালা, ভিডিওচিত্র, লিফলেট, পোস্টার ও বুকলেট বিতরণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ।

৭। **প্রকল্পের অনুমোদন:**

ক) মূল: ০৯ **জানুয়ারী, ২০১৭**

খ) ১ম সংশোধিত: ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৭

৮. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

টেকসই হাইব্রিড ধানের জাত উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রজনন কার্যক্রম গ্রহণ; নতুন ধরণের খামার যন্ত্রপাতির প্রচলন, যথাযথ বীজ উৎপাদন প্যাকেজ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা, চায়নীজ ধান যান্ত্রিকীকরণ প্রযুক্তির প্রচলন, যৌথ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, স্থানীয়ভাবে অভিযোজ্য সুপার হাইব্রিড ধানের জাতের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম মূল্যায়ন, খামার যন্ত্রপাতি প্রদর্শন এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজন।

৯। **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ঃ**

আর্থিক অগ্রগতি - ৯৯.৯৭%

বাস্তব অগ্রগতি- ১০০%

সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক ও পিসিআর

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ**

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ০১ জন প্রকল্প পরিচালকরে দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	মেয়াদ / কার্যকাল	পূর্ণকালীন / খন্ডকালীন
১।	ড. মোঃ জামিল হাসান ০১৭১৮২৮৯৩৩১	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি।	২২/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৮	পূর্ণকালীন

১১. **প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:**

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া কমিটি গঠন, দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও ওর্য়াক অর্ডার প্রদানে বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র যাচাই করা হয়। নিম্নে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের তথ্য দেয়া হল:

ক্রমিং নং	প্যাকেজের নাম	প্যাকেজের পরিমাণ	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১.	মটরসাইকেল	৪ টি	১৪/০৬/২০১৭ ৬.৪০ লক্ষ টাকা	৬.৪০	২৮/০৬/২০১৭	২৮/০৬/২০১৭	
২.	কম্পিউটার (ল্যাপটপ-২, ডেস্কটপ-০৮)	১০ সেট	০৯/০৫/২০১৭ ৭.০০ লক্ষ টাকা	৭.০০	২৩/০৫/২০১৭	২০/০৬/২০১৭	
৩.	ফটোকপিয়ার	১ টি	০৯/০৫/২০১৭ ১.৫০ লক্ষ টাকা	১.৫০	২৩/০৫/২০১৭	২০/০৬/২০১৭	
৪.	অফিস আসবাবপত্র	৩০ টি	- ৫.০০ লক্ষ টাকা	৫.০০	-	-	



প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মোটরসাইকেল

১২। **অডিট সংক্রান্ত:** পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন হয়নি।।

১৩। অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ (%	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক
ক্র:নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব**					
	ভ্রমন ব্যয়	-	থোক (১০০%)	১০.০০	থোক (১০০%)	১০.০০
	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	জন মাস	৩২ (১৬ জন) (১০০%)	৯.০০	৩২ (১৬ জন) (১০০%)	৯.০০
	টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট	-	থোক (১০০%)	২.০০	থোক (১০০%)	২.০০
	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	-	থোক (১০০%)	১৫.০০	থোক (১০০%)	১৫.০০
	ইনস্যুরেন্স/ ব্যাংক চার্জ	-	থোক (১০০%)	২.০০	থোক (১০০%)	২.০০
	প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন্স	-	থোক (১০০%)	৬.০০	থোক (১০০%)	৬.০০
	স্টেশনারী	-	থোক (১০০%)	৪.০০	থোক (১০০%)	৪.০০
	গবেষণা ব্যয়	-	থোক (১০০%)	১১০.০০	থোক (১০০%)	১১০.০০
	বই ও সাময়িকি	-	থোক (১০০%)	৪.০০	থোক (১০০%)	৪.০০
	ভিডিও ও টিভি বিজ্ঞাপন	-	থোক (১০০%)	২০.০০	থোক (১০০%)	২০.০০
	বিজ্ঞাপন ও সার্কুলার	-	থোক (১০০%)	৫.০০	থোক (১০০%)	৫.০০
	সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	২ (১০০%)	৮.০০	২ (১০০%)	৮.০০
	আপ্যায়ন	-	থোক (১০০%)	২.০০	থোক (১০০%)	২.০০
	পরিবহন ব্যয়		থোক (১০০%)	৫.০০	থোক (১০০%)	৫.০০
	ক্যাসুয়াল লেবার	জন দিন	৭৫৬০ (১০০%)	৩৫.০০	৭৫৬০ (১০০%)	৩৫.০০
	পেস্টিসাইড	-	থোক (১০০%)	৬.০০	থোক (১০০%)	৬.০০
	সার	-	থোক (১০০%)	১০.০০	থোক (১০০%)	১০.০০
	সম্মানি (TEC, PSC, PIC)	-	থোক (১০০%)	৪.০০	থোক (১০০%)	৪.০০
	টেস্টিং ফি ফর সীড সার্টিফিকেশন	-	থোক (১০০%)	২.০০	থোক (১০০%)	২.০০
	কম্পিউটার সামগ্রী	**সংখ্যা**	১০ (১০০%)	৬.০০	১০ (১০০%)	৬.০০
	অন্যান্য	-	থোক (১০০%)	১৬০.০০	থোক (১০০%)	১৬০.০০
	উপমোট (সেবা ও সরকরাহ)	**সংখ্যা**	**৭৬০৪**	**৪২৫.০০**	**৭৬০৪**	**৪২৫.০০**
	চীনা এক্সপার্ট ব্যয়					
	কনসালটেন্সি ব্যয় (চীনা এক্সপার্ট)	জন মাস	১৯২ (৮ জন)	৬৩৭.৫৭	১৯২ (৮ জন)	৬৩৭.৫৭
	গবেষণা ব্যয় (স্থানীয়)		থোক (১০০%)	২৬৭.৪০	থোক (১০০%)	২৬৭.৪০
	গবেষণা,ফিজিবিলটি, প্রকল্প পরিদর্শন ব্যয়		থোক (১০০%)	১৫৭.২৩	থোক (১০০%)	১৫৭.২৩
	উপমোট **চীনা এক্সপার্ট ব্যয়**	**সংখ্যা**	১৯২	১০৬২.২০	১৯২	১০৬২.২০
	উপমোট সেবা ও সরবরাহ (জিওবি+পিএ)	**সংখ্যা**	**৭৭৯৬**	**১৪৮৭.২০**	**৭৭৯৬**	**১৪৮৭.২০**

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ (%	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক
	অন্যান্য রিপেয়ার মেইনটেনেন্স					
	মোটরযান	**সংখ্যা**	৫ (১০০%)	৫.০০	৫ (১০০%)	৫.০০
	কম্পিউটার ও অফিস সামগ্রী	**সংখ্যা**	১০ (১০০%)	১.২৫	১০ (১০০%)	১.২৫
	মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্ট	-	থোক (১০০%)	২.০০	থোক (১০০%)	২.০০
	বিল্ডিংস	-	থোক (১০০%)	২.৫০	থোক (১০০%)	২.৫০
	অন্যান্য রিপেয়ার মেইনটেনেন্স	-	থোক (১০০%)	৫.০০	থোক (১০০%)	৪.২৫
	উপমোটঃ		**১৫**	**১৫.৭৫**	**১৫ (-০.৭৫ বরাদ্দবিহীন)**	**১৫.০০**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব)		**৭৮১১**	**১৫০২.৯৫**	-	**১৫০২.০০**
খ)	**মূলধন**					
	মটর সাইকেল	**সংখ্যা**	০৪ (১০০%)	৬.৪০	০৪ (১০০%)	৬.৪০
	কম্পিউটার (ল্যাপটপ-২, ডেস্কটপ-৮)	**সংখ্যা**	১০ (১০০%)	৭.০০	১০ (১০০%)	৭.০০
	ফটোকপিয়ার	**সংখ্যা**	০১ (১০০%)	১.৫০	০১ (১০০%)	১.৫০
	আসবাবপত্র		থোক (১০০%)	৫.০০	থোক (১০০%)	৫.০০
	অন্যান্য মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি	-	থোক (১০০%)	৫.০০	থোক (১০০%)	৫.০০
	চীনা এক্সপার্ট ব্যয়	-				
	যানবাহন ক্রয় (পিক-আপ)	**সংখ্যা**	০১ (১০০%)	৪৯.৫২	০১ (১০০%)	৪৯.৫২
	মালামাল ও যন্ত্রপাতি	-	থোক (১০০%)	১৪৬০.৮৬	থোক (১০০%)	১৪৬০.৮৬
	মেশিনারি, ওয়ার্কশপ/ প্রকল্প সুবিধা	-	থোক (১০০%)	৩৯.৬২	থোক (১০০%)	৩৯.৬২
	উপ-মোট	**সংখ্যা**	**১৬** (১০০%)	**১৫৭৪.৮৮**	**১৬** (১০০%)	**১৫৭৪.৯০**
	সিডি ভ্যাট		থোক (১০০%)	৯৬.০০	(৯৯.৯১%)	৯৫.৯২
	উপ-মোট মূলধন		**১৬** (১০০%)	**১৬৭০.৮৮**	**১৬** (১০০%)	**১৬৭০.৮৮**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন)		**৭৮২৭**	**৩১৭৩.৮৩**	**৭৮২৭**	**৩১৭২.৮২**

১৪. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিমোক্ত বিষয় পদ্ধতি বিবেচনা করা হলো:

- ❖ প্রকল্পের টিপিপি পর্যালোচনা;
- ❖ প্রকল্পের পিআইসি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ❖ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ❖ কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- ❖ প্রাপ্ত তথ্যেও ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ;

১৬। বছরভিত্তিক অনুমোদিত টিপিপি বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

আর্থিক বছর	মূল টিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত টিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয়	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য
২০১৬-১৭	১৭৮০.২৪	১৫২৫.০১	১৫২৫.০১	১৫২৫.৯২	১৫২৫.৯২	১৫২৫.৯২	প্রযোজ্য নয়
২০১৭-১৮	১৫৪৭.৫৯	১৬৪৮.৮২	১৬৪৮.৮২	১৬৪৭.১৮	১৬৪৬.৯০	১৬৪৬.৯০	
মোট	**৩৩২৭.৮৩**	**৩১৭৩.৮৩**	**৩১৭৩.৮৩**	**৩১৭৩.১০**	**৩১৭২.৮২**	**৩১৭২.৮২**	

১৭। পরিদর্শন ও পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের এলাকা পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, চীন ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে হাইব্রিড ধান গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষক পর্যায়ে উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্রি উদ্ভাবিত ও চাইনিজ পিতৃ মাতৃ সারি ব্যবহার করে প্রকল্পের অধীনে পিতৃ ও মাতৃ সারির উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন গুনাবলী সম্পন্ন পিতৃ মাতৃ সারির তৈরির কাজ চলমান আছে। পিতৃ সারির ৩১টি ক্রস থেকে ১৭০টি লাইন বাছাই করা হয়েছে ও মাতৃ সারির ক্ষেত্রে ৩৬টি ক্রস থেকে ১৭৭টি লাইন বাছাই করা হয়েছে। বর্তমানে বাছাইকৃত সম্ভাবনাময় হাইব্রিড লাইনগুলির ৬ষ্ঠ প্রজন্মের মূল্যায়নের কাজ চলছে। এছাড়া আমন (১৪) ও বোরো (১৭) মৌসুমের জন্য মোট ৩১ টি সম্ভাবনাময় হাইব্রিড কম্বিনেশন বাছাই করা হয়েছে। বোরো মৌসুমের জন্য স্বল্প জীবনকালীন ২ টি হাইব্রিড এবং আউশ মৌসুমের জন্য ১ টি হাইব্রিড জাত বীজ উপাদনের সক্ষমতা বিবেচনার এনে চূড়ান্ত ভাবে বাছাই করা হয়েছে। আউশ মৌসুমের জন্য হাইব্রিড জাতটি ব্রি হাইব্রিড ধান৭ নামে (আউশ-২০১৮) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে নিবন্ধন করা হয়েছে। জাতটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রথম বছরের মূল্যায়নে সাফল্যের সাথে পাশ করেছে। দ্বিতীয় বছরের মূল্যায়ন চলমান আছে। জাতটি ২০১৯ সালের মধ্যে আউশ মৌসুমের প্রথম সরকারি জাত হিসাবে অবমুক্ত হবে।

চীন থেকে পাওয়া প্রকল্প সাহায্য হিসাবে টিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১২৩টি বিভিন্ন ধরণের গবেষণা যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে এবং চাইনীজ ও ব্রি'র বিশেষজ্ঞ কর্তৃক যন্ত্রপাতিসমূহ এসেম্বল করে প্রয়োজন অনুযায়ী নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ও ব্রি'র সদর দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

১৭.১। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয় ও মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বিবরণ	ফলাফল
০১	হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং নতুন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপানের প্রযুক্তির উন্নয়ন	এই প্রকল্পের অর্থায়নে ১২০ জন মাঠ পর্যায়ে কৃষক ও কোম্পানীর কর্মকর্তা, গবেষক বেসরকরী উদ্যোক্তাদেরকে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং নতুন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপানের প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছেমর্মে জানা গেছে।	বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানী ও প্রশিক্ষিত কৃষক ব্রি'র কারিগরি সহায়তায় ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন করছেন মর্মে জানা গেছে।

১৭.২। ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্যঃ

টিপিপি অনুযায়ী ০২টি কর্মশালা আয়োজনের সংস্থান ছিল। জানা গেছে গত জুন, ২০১৭"বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রথম কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে এবং জুন, ২০১৮ "বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্পের সমাপণী কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

১৭.৩। যৌথ গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রকল্পের আওতায় চীন ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে হাইব্রিড ধান গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষক পর্যায়ে উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে যৌথ গবেষণা করা হয়েছে । গবেষণাতে বোরো মৌসুমে উপযুক্ত ৪৬৮টি পরীক্ষামূলক হাইব্রিড থেকে সম্ভবনাময় ১৭টি হাইব্রিড কম্বিনেশন বাছাই করা হয়েছে এবং এদের

বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বিবেচনার জন্য বীজ উৎপাদনের পরীক্ষণ করা হচ্ছে জানা গেছে। বৃষ্টিনির্ভর পরিবেশে উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য আমন মৌসুমে ৪১২ টি পরীক্ষামূলক হাইব্রিড কম্বিনেশনের ফলন পরীক্ষা করা হয়েছে। এ থেকে ১৪টি হাইব্রিড কম্বিনেশন বাছাই করা হয়েছে জানা গেছে|

১৭.৪। গবেষণা সুবিধাঃ

ব্রি উদ্ভাবিত ও চাইনিজ পিতৃ মাতৃ সারি ব্যবহার করে পিতৃ ও মাতৃ সারি উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন B line ও R line তৈরীর কাজ চলমান আছে জানা গেছে। বোরো মৌসুমের জন্য ১৭০টি RxR ও ১৭৭টি BxB ক্রসের ৬ষ্ঠ শংকর প্রজন্ম হতে সম্ভবসাময় প্রজন্ম বাছাই করা হবে যা বর্তমানে মূল্যায়ন পর্যায়ে আছে। লাইনগুলি কৌলিতাত্ত্বিকভাবে ফিকস্ড হয়ে গেলে নতুন গুণাবলী সম্পন্ন পিতৃ মাতৃ সারি তৈরী হবে যা ব্যবহার করে অধিক ফলনশীল ও বিরূপ পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সক্ষম নতুন নতুন হাইব্রিড ধানের জাত উদ্বাবন সম্ভব হবে জানা গেছে।

১৭.৫। টেকনোলজির প্রচলনঃ

ব্রি গাজীপুর ও বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয় এবং তদসংলগ্ন অঞ্চলে ব্রি ও চীন উদ্ভাবিত হাইবিড ধানের বীজ উৎপাদন ও পরিদর্শন পট স্থাপনের মাধ্যমে জাতসমূহের কৃষক পর্যায়ে গ্রহনযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। ব্রি হাইব্রিড ধান আবাদ করে ফলন বৃদ্ধি হয়েছে বলে কৃষকগণ মতামত দিয়েছেন মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের হতে জানা গেছে।

১৭.৬। সুপার হাইব্রিড রাইস উন্নয়নঃ

ব্রি'র হাইব্রিড রাইস বিজ্ঞানীরা সরাসরি চাইনীজ বিশেষজ্ঞদের সাথে কাজ করে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যা ভবিষ্যতে সুপার হাইব্রিড রাইস টেকনোলজীকে দেশীয়ভাবে কাজে লাগাতে সহজতর করবে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের হতে জানা গেছে।

১৭.৬। বীজ উৎপাদনের কৃষকঃ

প্রকল্পের অর্থায়নে ৬০ জন মাঠ পর্যায়ে কৃষক উদ্যোক্তাদেরকে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং নতুন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপানের প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রশিক্ষণ করা হয়েছে।

১৭.৭। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বীজ উদ্যোক্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	বীজ উক্তোদের নাম	ঠিকানা	প্রশিড়্গণের ধরণ	ফলাফল
১.	আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিঃ	কিশোরগঞ্জ	হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপানের প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হাইবিড ধানের চাষাবাদ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বীজ উদ্যোক্ততাগণ ব্রি'র কারিগরি সহায়তায় ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন এবং বাজারজাত করছেন।
২.	এসিআই লিঃ	গাজীপুর		
৩.	নয়ন সীড	শিবগঞ্জ, বগুড়া		
৪.	মের্সাস হক এন্টারপ্রাইজ	গাইবান্ধা		
৫.	মদিনা গ্রীন টেক	টাংঙ্গাইল		
৬.	ভাই ভাই ট্রেডার্স	লালমনিরহাট		
৭.	সুমাইয়া সীড	কুড়িগ্রাম		
৮.	জননী বীজ ভান্ডার	রংপুর		

১৭.৮। চীন থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের গবেষণা যন্ত্রপাতির বর্ণনা/বন্টনঃ

চীন থেকে পাওয়া প্রকল্প সাহায্য হিসাবে টিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১২৩টি বিভিন্ন ধরনের গবেষণা যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে এবং চাইনীজ ও ব্রি'র বিশেষজ্ঞ কর্তৃক যন্ত্রপাতিসমূহ এসেম্বল করে প্রয়োজন অনুযায়ী নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ও ব্রি'র সদর দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতির তালিকা সংযুক্তি -খ তে উপস্থাপন করা হল। জানা গেছে চীন হতে প্রদত্ত যন্ত্রপাতি ব্রী 'র সাথে আলোচনা না করে প্রদান করা হয়েছে জানা গেছে। ফলে অনেক যন্ত্রপাতি ব্রী 'তে অব্যবহৃত অবস্থায় খোলা আকাশের নীচে রয়েছে।



চীন থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি

১৭.৯। স্থাপিত প্রদর্শনীঃ

ক্রমিক নং	জাতের নাম	প্রদর্শনীর সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	ফলাফল/ফলন (টন/হেক্টর)
১.	ব্রি হাইব্রিড ধান২	১০	৩	৮.৫-৯.০
২.	ব্রি হাইব্রিড ধান৩	১০	৩.৫	৯.০-৯.৫
৩.	ব্রি হাইব্রিড ধান৪	১৫	৩	৬.০-৬.৫
৪.	ব্রি হাইব্রিড ধান৫	২০	২	৯.৫-১০.০
৫.	ব্রি হাইব্রিড ধান৬	১০	১.৫	৬.০-৬.৫

১৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ভিত্তিক অর্জনসমুহঃ

ক্রমিক নং	পরিকল্পিত	অর্জিত
১.	যৌথ গবেষণার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে টেকসই হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	ব্রি উদ্ভাবিত ও চাইনিজ পিতৃ মাতৃ সারি ব্যবহার করে পিতৃ ও মাতৃ সারি উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন B line ও R line তৈরীর কাজ করা হয়েছে। বোরো মৌসুমের জন্য ১৭০টি RxR ও ১৭৭টি BxB ক্রসের তৃতীয় শংকর প্রজন্ম হতে সম্ভবসাময় প্রজন্ম বাছাই করা হয়েছে যা পরবর্তী মৌসুমে রোপন করা হবে এবং পরবর্তীতে নতুন পিতৃ ও মাতৃ সারি উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে । চীন থেকে পাওয়া প্রকল্প সাহায্য হিসাবে টিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১২৩টি বিভিন্ন ধরনের গবেষণা যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে এবং চাইনীজ ও ব্রি'র বিশেষজ্ঞ কর্তৃক যন্ত্রপাতিসমূহ এসেম্বল করে প্রয়োজন অনুযায়ী নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ও ব্রি'র সদর দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে।
২.	মাঠ পর্যায়ে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং নতুন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপানের প্রযুক্তির উন্নয়ন।	এই পকল্পের অর্থায়নে ১২০ জন মাঠ পর্যায়ে কৃষক ও কোম্পানীর কর্মকর্তা, গবেষক বেসরকরী উদ্যোক্তাদের কে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং নতুন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপানের প্রযক্তির উন্নয়ন প্রশিক্ষণ করা হয়েছে।
৩.	মাঠ পর্যায়ে আধুনিক চাষাবাদ, আগাছা নিধন, চারাবপন, রোপন, কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো ও ধান ভাঙ্গানো প্রযুক্তি পরিচিতকরণ।	চীন থেকে পাওয়া প্রকল্প সাহায্য হিসাবে যন্ত্রপাতি চাইনীজ ও ব্রি'র বিশেষজ্ঞ কর্তৃক যন্ত্রপাতিসমূহ এসেম্বল করে প্রয়োজন টিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে আধুনিক চাষাবাদ, আগাছা নিধন, চারাবপন, রোপন, কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো ও ধান ভাঙ্গানো প্রযুক্তি পরিচিতকরণ করা হয়েছে।
৪.	কৃষক পর্যায়ে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি এবং খামার যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি প্রর্দশনী পট স্থাপনের মাধ্যমে সঠিক ফলাফল প্রর্দশনের জন্য বিভিন্ন কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, অন্যান্য সংগঠন এবং কৃষকদলকে কর্মশালা, ভিডিওচিত্র, লিফলেট, পোস্টার ও বুকলেট বিতরণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ।	কৃষক পর্যায়ে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি এবং খামার যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি প্রর্দশনী পট স্থাপনের মাধ্যমে সঠিক ফলাফল প্রর্দশনের জন্য বিভিন্ন কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, অন্যান্য সংগঠন এবং কষকদল এর মাঝে প্রায় ৫০০০০ লিফলেট, পোস্টার ও বুকলেট বিতরণ ও ১২ মিনিট টিভি ডকুমেন্টারীর মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে।

১৯. পর্যবেক্ষণ ও মতামত/সুপারিশঃ

১৯.১। হাইব্রিড ধানের জাত উন্নয়নঃ

আউশ মৌসুমের জন্য ১টি হাইব্রিড জাত বীজ উপাদনের সক্ষমতা বিবেচনায় এনে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে। আউশ মৌসুমের জন্য হাইব্রিড জাতটি (আউশ -২০১৮) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে নিবন্ধন করা হয়েছে। জাতটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রথম বছরের মূল্যায়নে সাফল্যের সাথে পাশ করেছে। দ্বিতীয় বছরের মূল্যায়ন চলমান আছে। জাতটি ২০১৯

সালের মধ্যে আউশ মৌসুমের প্রথম সরকারি জাত হিসাবে অবমুক্ত হবে। জাতগুলো অবমুক্ত হলে সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৯.২। হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপানের প্রযুক্তির উন্নয়নঃ

কোম্পানীর কর্মকর্তা, গবেষক, কৃষক ও বেসরকরী উদ্যোক্তাদেরকে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং নতুন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপানের প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখন তারা বীজ উৎপাদন করছেন। প্রকল্পের শেষ হলেও প্রশিক্ষিতদের সাথে ব্রী'কে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। বীজ উৎপাদন কাজ চালু রাখতে ও বর্তমান প্রকল্পের ফলে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার রাখতে ব্রি'র নিজস্ব বাজেট বা চলমান অন্যকোন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে;

১৯.৩। বোরো মৌসুমের জন্যঃ

বোরো মৌসুমে উপযুক্ত ৪৬৮টি পরীক্ষামূলক হাইব্রিড থেকে সম্ভবনাময় ১৭টি হাইব্রিড কম্বিনেশন বাছাই করা হয়েছে এবং এদের বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বিবেচনার জন্য বীজ উৎপাদনের পরীক্ষণ করা হচ্ছে মর্মে জানা গেছে। ব্রি'-এর তত্বাবধানে বর্তমান চলমান অন্যকোন প্রকল্পের আওতায় বা নতুন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাছাইকৃত জাতসমূহের পরীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; যাতে পরীক্ষণের মাধ্যমে নতুন উন্নত জাত অবমুক্ত করা যায়।

১৯.৪। আমন মৌসুমের জন্যঃ

বৃষ্টিনির্ভর পরিবেশে উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য আমন মৌসুমে ৪১২ টি পরীড়্গামূলক হাইব্রিড কম্বিনেশনের ফলন পরীড়্গা করা হয়েছে। এ থেকে ১৪ টি হাইব্রিড কম্বিনেশন বাছাই করা হয়েছে। বাছাইকৃত জাতগুলির বীজ উৎপাদনের সড়্গামতা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। যাচাইপূর্বক জাতগুলো অবমুক্ত করার জন্য ব্রী 'কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৯.৫। প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রী 'কে সরবরাহকৃত অব্যবহৃত অবস্থায় থাকা যন্ত্রপাতিগুলো দ্রুত কৃষি মন্ত্রণালয় তাঁর অন্যান্য সংস্থার মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী বিতরণের ব্যবস্থা নিবে; যাতে যন্ত্রপাতিগুলোর সর্বত্তোম ব্যবহারের ফলে কাঙ্খিত সুবিধা পাওয়া যায়;

১৯.৬। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন হয়নি। দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিটে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করতে হবে;

১৯.৭। অনুচ্ছেদ ২১.১ - ২১.১২ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০২ মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

চীন হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিতরণ তালিকা

ক্র.নং	বিবরণ	মোট সংখ্যা	আঞ্চলিক কার্যালয়									সদর দপ্তর
			রংপুর	সাতক্ষীরা	ভাঙ্গা	বরিশাল	হবিগঞ্জ	সোনাগাজী	কুমিল্লা	কুষ্টিয়া	রাজশাহী	গাজীপুর
১	Wheeled tractor	৪	-	১	-	-	১	-	১	-	১	-
২	Self-propelled crawler full feed combine harvester	৭	-	১	-	১	-	১	১	-	-	৩
৩	Self-propelled sprayer	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৪	Grain dryer	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৫	Riding transplanter	৪	-	-	-	১	-		-	-	-	৩
৬	Measuring acres	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৭	Front loading device	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৮	After digging device	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৯	hydraulic pressure harrow	২	-	-	-	-	-	১	-	-	-	১
১০	Tiller	৪	-	১	-	-	১	-	-	-	১	১
১১	trencher	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
১২	Double disc trencher	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
১৩	Ridger	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
১৪	Disc plow	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
১৫	Plow	৪	-	১	-	১	১	-	১	-	-	-
১৬	Paddy machine	৪	-	১	-	১	১	-	১	-	-	-
১৭	Straw baler	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১৮	Spreader	৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩
১৯	Straw chopper machine	২	-		-	-	-	১	-	-	-	১
২০	Seeds winnowing machine	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
২১	Seed purity table	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
২২	Vacuum counter beds instrument	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
২৩	Fast Computer moisture mete	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
২৪	Liquid crystal light incubator	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
২৫	Automatic rice seedling planting line	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
২৬	cylindrical screening machine	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
২৭	Transplanting plate	১০০০০	-	৫০০	-	-	-	-	-	-	৫০০	৯০০০
২৮	Power sprayer	১০	১	১	১	১	১	১	১	-	১	২
২৯	Solar Insecticidal Light	৩০	২	২	২	২	২	২	২	-	২	১৪
৩০	Air blast sprayer	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৩১	Mobile diesel pumps	৪		১	-	-	-	-	-	-	-	৩
৩২	Diesel generator and welding machine	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৩৩	Water pipe	২০	-	১৪	-	-	-	-	-	-	-	৬
৩৪	bottom valve	২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০
৩৫	water band	২০	-	৫	-	-	-	-	-	-	-	১৫
৩৬	connector	৪০	-	১০	-	-	-	-	-	-	-	৩০
৩৭	Crawler half into the small harvester	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৩৮	Crawler half feed combine harvester	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৩৯	Grain dryer fittings	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৪০	Hot air furnace	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৪১	Generator Set	২	-	১	-		১	-	-	-	-	-
৪২	Forklift	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১

ক্র.নং	বিবরণ	মোট সংখ্যা	আঞ্চলিক কার্যালয়									সদর দপ্তর
			রংপুর	সাতক্ষীরা	ভাঙ্গা	বরিশাল	হবিগঞ্জ	সোনাগাজী	কুমিল্লা	কুষ্টিয়া	রাজশাহী	গাজীপুর
৪৩	Wheeled tractor	২	-	-	-	১	-	-	-	-	-	১
৪৪	Hybrid Rice Seed	১৮৪ টন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৮৪ টন
৪৫	40% chlorantraniliprole thiamethoxam WDG	৬.৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬.৬
৪৬	Tricyclazole	১৩২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৩২
৪৭	GA3	২৬.৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৬.৫
৪৮	Paclobutrazol	৮২.৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮২.৫
৪৯	Air conditioner(separated)	৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭
৫০	Dehumidifier	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৫১	Medical scissors	৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫
৫২	Artificial climate box	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৫৩	Horizontal lines Splitter	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৫৪	Seed cleaning car	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৫৫	Electro thermal blowing dry box	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৫৬	Large packing machine	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৫৭	Super clean bench	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৫৮	Manual weeding machine	১০	১	১	-	১	১	১	১	১	১	২
৫৯	Portable conductivity meter	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৬০	transfer liquid gun	২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০
৬১	High Speed Tabletop Refrigerated Centrifuge	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৬২	Track type table	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৬৩	Vacuum centrifugal concentrator	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৬৪	PCR machine	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৬৫	Electric-heated thermostatic water bath	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৬৬	Electro thermal blowing dry box	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৬৭	Microwave Oven	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৬৮	Electrophoresis power	৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩
৬৯	Power equipment	৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩
৭০	Refrigeration equipment	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৭১	Automatic gel image analysis system	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৭২	Electrophoresis apparatus	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৭৩	Producing purified wat appliances	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৭৪	Low temperature refrigerator	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৭৫	Low temperature refrigerator	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৭৬	High low temperature test bo	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৭৭	UPS	৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫
৭৮	Rice hulling machine	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৭৯	Rice Polisher machine	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৮০	Drum type milling machine	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৮১	Ice making machine	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৮২	Multipurpose thermostatic ultrasonic extraction machine	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৮৩	Magnetic stirrer	৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩
৮৪	Thermostatic incubation shaker	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২

ক্র.নং	বিবরণ	মোট সংখ্যা	আঞ্চলিক কার্যালয়									সদর দপ্তর
			রংপুর	সাতক্ষীরা	ভাঙ্গা	বরিশাল	হবিগঞ্জ	সোনাগাজী	কুমিল্লা	কুষ্টিয়া	রাজশাহী	গাজীপুর
৮৫	Artificial climate box	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৮৬	Pressure steam sterilizer	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৮৭	Electronic balance	৪		১	২	১	-	-	-	-	-	-
৮৮	Electronic balance	৫	১	-	-	-	১	-	-	-	১	২
৮৯	Electronic balance	৫	-	-	-	-	-	১	-	-	-	৪
৯০	Measuring microscope	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৯১	Electrophoresis power	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৯২	Stereo microscope	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৯৩	Computer rapid moisture meter	৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫
৯৪	Water thermostatic oscillator	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৯৫	Shock thermo tank	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
৯৬	Air conditioner (separated)	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৯৭	Electronic balance	৫	-	-	-	-	-	-	১	১	-	৩
৯৮	Microscope	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৯৯	Air conditioner (separated)	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১০০	Educational Multimedia	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১০১	screen	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১০২	Copier	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১০৩	fax machine	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১০৪	Spiral binding device	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১০৫	shredder	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১০৬	Portable computer	৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮
১০৭	projector	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১০৮	screen	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১০৯	loudspeaker box	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১১০	Teaching materials	১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫
১১১	camera	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১১২	video camera	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১১৩	Color printer	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১১৪	Recording pen	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১১৫	Portable sound amplification equipment	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
১১৬	Air condition (hanging machine)	৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮
১১৭	Air condition (separated)	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১১৮	Television	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১১৯	Freezer	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
১২০	Family cinema	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
১২১	Storage battery	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২
১২২	Voltage stabilizer	৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫
১২৩	Refrigerator	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১

"সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত)"শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্তঃ ৩০ জুন, ২০১৮)

০১ . **প্রকল্পের নাম** : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত)।

০২ . **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়।

০৩ . **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)।

০৪ .**প্রকল্পের ধরণ** : বিনিয়োগ।

০৫ . **অর্থায়নের উৎস** : বাংলাদেশ সরকার।

০৬ . **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত** : প্রকল্পটি গত ১০-০৯-২০১৩ তারিখে জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন,২০১৮ মেয়াদে ৫৩৬৭.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ২৪-০২-২০১৬ তারিখে জুলাই,২০১৩ থেকে জুন,২০১৮ মেয়াদে ৫৮৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

০৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ) (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %) (লক্ষ টাকায়)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ) (লক্ষ টাকায়)	সর্বশেষ সংশোধিতমোট (প্রঃসাঃ) (লক্ষ টাকায়)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৩৬৭.৪৩	৫৮৫০.০০	৫৭৬২.১৭	জুলাই ২০১৩ , থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৩ , থেকে জুন পর্যন্ত ২০১৮	জুলাই২০১৩ , থেকে জুন পর্যন্ত ২০১৮	৩৯৪.৭৪ (৭.৩৫%)	--

০৭.১। **প্রকল্প এলাকাঃ** দেশের ০৮ বিভাগের ৬৪টি জেলার ২৭৫টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৮। প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যঃ

(ক) কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন জোরদার করা ; ;পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতি না করে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা (খ) ;টেকসই ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে ক্ষুদ্র কৃষকের উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা (গ)

(ঘ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবল উন্নয়ন করে প্রকল্পের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে তরান্বিত করা ; ;বালাইনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় করা (ঙ) এবং ; মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কার্যক্রম ত্বরানিত করা (চ)

(ছ) নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।

০৯। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি জনবহুল দেশ যার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৯.২৯% (বিবিএস ২০১২) । দেশের প্রায় ৪৭.৩৩% কৃষি শ্রমজীবির মধ্যে ৫৭% ফসল সাব সেক্টরে নিয়োজিত (বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ ২০১১ ও লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১০) । বালাই দ্বারা বাংলাদেশের বছরে ধান ফসলে শতকরা ১৬ ভাগ ও সবজি ফসলে ২৫ ভাগ ক্ষতি হয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ফসলের নতুন নতুন পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। ফসলে যথেষ্ট রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, পাখি, অনুজীব ইত্যাদির বিলুপ্তি, উপকারী পোকা মাকড়ের সংখ্যা হ্রাস তথ্য জীব বৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে। অনেক অপ্রধান ক্ষতিকর পোকা প্রধান ক্ষতিকর পোকায় পরিণত এবং কীটনাশকের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও উৎপাদন খরচ বাড়ছে। কৃষি ক্ষেত্রে বালাই ব্যবস্থাপনায় শুধুমাএ বালাইনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি পরিবেশের জন্য দূষণীয় এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরুপ। এ কারণে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম খরচে বিষমুক্ত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের সক্ষম করে

তোলা এবং কৃষকদের আর্থিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করার লক্ষ্যে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের অংগভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হল।

কর্মকান্ডের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান		জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
(ক) রাজস্ব খাত				
জনবল				
অফিসার	১১ জন	২৬০.৩৫	১১ জন	২৩৮.৩৭
স্টাফ	০৭ জন	৫১.৬৩	৭ জন	৫১.৪৭
ভাতাদি	১৮ জন	২৪৯.২৭	১৮ জন	২১০.৪২
রিফ্রেশার্স কোর্স ফর ডিটিএস	০৮টি	১১.৭৬	৮টি	১১.৭৬
রিফ্রেশার্স কোর্স ফর এফটি	০৮টি	১৫.৯২	৮টি	১৫.৯২
টিওটি (বিভাগীয় প্রশিক্ষক)	০৪টি	২৬২.৭৪	০৪টি	২৬২.৭৩
টিওটি (কৃষক প্রশিক্ষক)	০৯টি	৬৮.৪০	৯ ব্যাচ	৬৮.৩৯
ক্র্যাশ কোর্স ফর ট্যাগ এসএএও	১০টি	৪৮.৮০	১০ ব্যাচ	৪৮.৮০
বৈদেশিক শিক্ষা সফর	২৫ জন	৭৭.২৯	২৫ জন	৭৭.২১
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (ফলের আইপিএম)	৪০ জন	১৪৭.২০	৪০ জন	১৪৭.১৯
কৃষক মাঠ স্কুল		০		
১. কৃষক মাঠ স্কুল (সবজি) সংখ্যা	৫০০০	২৭৮৩.১	৫০০০	২৭৮২.৯৯
২. কৃষক মাঠ স্কুল (ধান) সংখ্যা	১২০০	৬৭৭.৫৬	১২০০	৬৭২.২২
৩. কৃষক মাঠ স্কুল (ফল) সংখ্যা	৫০০	৩০৫.০০	৫০০	৩০৫.০০
এফটি এপ্রেন্টিস	৪৫০ জন	১৩.৪৭	৪৫০ জন	১৩.১৪
ইনসেপশন কর্মশালা সংখ্যা	১টি	২.৯৮	১টি	২.৯৮
পোকা ব্যবস্থাপনা ওয়ার্কসপ (ফল, ধান ও সবজী)	৩২টি	২২.১২	২০টি	২২.১২
জৈব কৃষি ও জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা প্রদর্শণী	৩৪৭৫টি	৪২৭.৯১	৩৪৭৫টি	৪১৯.৮৫
আইপিএম ক্লাব সহায়তা	৩০০০টি	৮০.৭১	৩০০০টি	৭১.৬১
মধ্যবর্তী এবং সমাপ্তি মুল্যায়ন	২টি	১০.০০	২ টি	১০.০০
পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০
ষ্টেশনারী সীল ও ষ্ট্যাম্প	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০
আনুষাংগিক	থোক	৪০.০২	থোক	৪০.০২
মুদ্রন ও প্রকাশনা	থোক	৬০.৯৮	থোক	৫৭.২৩
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
(খ) মূলধন খাত				
ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	২ টি	৪.০০
জীপ	১টি	৬৮.০১	১ টি	৬৮.০১
ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৫৩.৭৪	১ টি	৫৩.৭৪
কম্পিউটার	২টি	২.০০	২ টি	২.০০
ল্যাপটপ	১টি	১.০০	১ টি	১.০০
আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
সর্বমোট (ক+খ)		**৫৮৫০.০০**	**০.০০**	**৫৭৬২.১৭৪**

তথ্যসূত্র: প্রকল্প পরিচালক